বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-০৮ ॥ ২৩ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১০ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ২৪ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বিচারের আগে আ.লীগ কীভাবে ফিরবে বোধগম্য নয় : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগের প্রেক্ষাপটে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, একটা কথা সবার বিশ্বাস রাখা দরকার, যারা দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার অবশ্যই হতে হবে।

এ টি এম আজহার মুক্তি না পাওয়ায় আমরা ব্যথিত: গোলাম পরওয়ার

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াত নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলাম এখনো মুক্তি না পাওয়ায় ব্যথিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

আশা করি অতিসত্বর জুলাই বিপ্লবের ঘোষণা আসবে: হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : আশা করি অতিসত্বর জুলাই বিপ্লবের ঘোষণা আসবে এবং সেই সঙ্গে আসবে সাংবিধানিক সংযুক্তি। বেহাত বিপ্লবের মূল্য অনেক চড়া। জীবন দিয়ে সে মূল্য যেন বাংলাদেশকে না দিতে হয় সেই ব্যবস্থা করা জরুরি। সোমবার (২১ এপ্রিল) দিবাগত রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া পোস্টে এসব কথা লেখেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।

টানা পাঁচদিন বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী পাঁচদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এর মধ্যে কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এই সময়ে সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপামাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। বুধবার (২৩ এপ্রিল) রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সাথে মঙ্গলবার কাতারের দোহায় ম্যান্ডারিন ওরিয়েন্টাল হোটেলে আর্থনা সম্মেলনের সাইড লাইনে কাতার চ্যারিটির ইন্টারন্যাশনাল অপারেশন্স সেক্টরের অ্যাসিসটেন্ট সিইও জনাব নাওয়াফ আবদুল্লাহ আলহাম্মদ বৈঠক করেন। -পিআইডি

পৃথিবীর জন্য আশার বাতিঘর হিসেবে দাঁড়াতে চাই: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বলেছেন, বাংলাদেশ এখন এমন এক অবস্থায় দাঁড়িয়ে, যেখানে একটি নতুন সামাজিক চুক্তি করার সুযোগ এসেছে। এটি এমন এক চুক্তি যেখানে রাষ্ট্র ও জনগণ, বিশেষ করে যুবসমাজ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা, ঐতিহ্য, ন্যায়বিচার, মর্যাদা এবং সুযোগের ভিত্তিতে একটি ভবিষ্যৎ একত্রে গড়ে তুলবে। তিনি বলেন, 'আমরা পৃথিবীর জন্য আশার এক বাতিঘর হিসেবে দাঁড়াতে চাই এবং আমাদের বন্ধু ও অংশীদারদের আহ্বান জানাই অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক চুক্তি পুনর্লিখনের জন্য, পাশাপাশি সামাজিক ব্যবসা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং মাইক্রোফাইন্যান্সের ভূমিকা অন্বেষণ করতে, যা প্রান্তিক জনগণের জন্য টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক।' মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) কাতারের দোহায় 'আর্থনা শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। ড. ইউনূস বলেন, এটি এমন এক সামাজিক চুক্তি যেখানে আর্থিক

২-এর পাতায় দেখুন

সাত দেশের ১৭ হাজার প্রবাসী ভোটারের আবেদন অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিয়ে সব মহলে আলোচনা হলেও তাদের ভোটার করে নেওয়ার কার্যক্রমে তেমন অগ্রগতি নেই। ফলে ভোটদান পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারলেও কত শতাংশ ভোট তাদের থেকে আসবে তা নিয়েও অনেকের রয়েছে সংশয়। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালি, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ও মালয়েশিয়া; এই সাতটি দেশে দূতাবাসের মাধ্যমে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইসি। এক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন করে দূতাবাসে এসে ফটো তুলে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হচ্ছে। এছাড়া কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুরে কার্যক্রমটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি। জানা গেছে, সাতটি দেশ থেকে মোট আবেদন পড়েছে ৪২ হাজার ২৬৯টি। যাচাই-বাছাইয়ে বাদ পড়েছে তিন হাজার ৪০১টি আবেদন। উপজেলা নির্বাচন অফিসে তদন্ত প্রক্রিয়াধীন আছে ২০ হাজার ১৮৪টি আবেদন। তদন্ত শেষে আবেদন অনুমোদন হয়েছে ১৭ হাজার ৬০৭ জনের। অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে ৪৫৭ জনের আবেদন। আর সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আঙুলের ছাপ ও ছবি নেওয়া হয়েছে ২২ হাজার ১২৮ জনের। সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ১৮ হাজার ৫৮৯টি। আর সবচেয়ে কম আবেদন পড়েছে মালয়েশিয়ায় ৭৮৪ জন। গত বছরের মে থেকে এই আবেদনগুলো এসেছে। নির্বাচন কমিশন প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনশক্তি ব্যুরো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি-বায়রাসহ বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছে ৪০টি দেশে বাংলাদেশি প্রবাসীদের আধিক্য রয়েছে। এইসব দেশকেই মাথায় রেখে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দেশগুলো হলো- সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি, হংকং, মিশর, ব্রুনাই, মৌরিশাস, ইরাক, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, স্পেন, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ব্রাজিল, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, তুরস্ক ও সাইপ্রাস। এসব দেশে এক কোটি ৪০ লাখ

২-এর পাতায় দেখুন

দুদক কমিশনার
শেখ হাসিনা ও টিউলিপকে দেশে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিককে দেশে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদ। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা কাজ শুরু করেছি। তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য দুদক প্রক্রিয়া শুরু করেছে। গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে হত্যা, গুম, দুর্নীতি, জালিয়াতি ও ক্ষমতার

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ থেকে ৭২৫ জন সৈন্য নেবে কাতার: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, কুয়েতের মতো কাতারও বাংলাদেশ থেকে সৈন্য নেবে। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) কাতারের দোহাতে আর্থনা সামিটের সাইডলাইনে হওয়া বৈঠকে একথা কাতার সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি। শফিকুল আলম বলেন, গালফ যুদ্ধের সময় থেকেই কুয়েতে আমাদের সৈন্যরা (বাংলাদেশের) দায়িত্ব পালন করছেন। কাতার আমাদের জানিয়েছে, তারাও বাংলাদেশ থেকে ৭২৫ জন সৈন্য নেবে। স্থায়ীভাবে প্রতি ৩ বছর পরপর একটা ব্যাচ আসবে। আমরা চাইছি যেন এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১৬০০ বা আরও বেশি যাতে করা যায়। আমাদের সামরিক সচিব এবং এসএসএফ প্রধান আমাকে আজ সকালে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এখানে একজন সৈন্যের প্রারম্ভিক বেতন আড়াই থেকে ৩ লাখ টাকার মতো। আমরা আশা করি, দুই মাসের মধ্যে পাঠাতে পারবো। এছাড়া আরও ইস্যু আছে, আমরা কাতারে আরও বেশি শ্রমিক পাঠাতে চাই। আজকে আরেকটা বড় মিটিং আছে কাতারের জ্বালানিমন্ত্রীর সঙ্গে। কাতার হচ্ছে পৃথিবীতে এলএনজি'র জন্য এক নম্বর দেশ। কাতারের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি

২-এর পাতায় দেখুন

'জটিল' এনআইডি আবেদন সংশোধন এখন জেলা পর্যায়ে

স্টাফ রিপোর্টার : জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারাও জাতীয় পরিপত্র (এনআইডি) সংশোধনের অধিকতর জটিল আবেদন নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা পেলেন। আগে এই ক্ষমতার আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও এনআইডি মহাপরিচালকের ছিল। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) ইসি সূত্রগুলো বিষয়টি জানিয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন, ঝুলে থাকা চার লাখ এনআইডি সংশোধন সংক্রান্ত আবেদন ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। তবে কার্যক্রমের অগ্রগতি কম। তাই অধিকতর জটিল আবেদন (গ ক্যাটাগরি) মাঠ পর্যায়ে নিষ্পত্তির জন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাদের সতর্কতার সঙ্গে গ

২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনার ডক্টরেট ডিগ্রি পুনর্বিবেচনা করছে অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেওয়া সম্মানসূচক আইন ডিগ্রির বিষয়টি পর্যালোচনা করছে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (এএনইউ)। অর্থাৎ, তাকে দেওয়া ডিগ্রিটি বহাল থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে ভাবছে তারা। হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যা ও গুমের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ ওঠার কারণে এই পদক্ষেপ নিয়েছে এএনইউ কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, ১৯৯৯ সালে শেখ হাসিনাকে দেওয়া সম্মানসূচক আইন ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি কমিটি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে তারা এখনই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ডিগ্রি প্রত্যাহারের ব্যাপারে তারা বড় পরিসরের একটি নীতিমালা তৈরি করার কাজ করছে, যেটির ভিত্তিতে ভবিষ্যতেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিশ্লেষকদের মতে, এএনইউ যদি সত্যিই শেখ হাসিনার সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রত্যাহার করে, তবে তা একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হবে যা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। এএনইউয়ের এর একজন মুখপাত্র অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসোসিয়েট প্রেসকে (এএপি) বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন ডিগ্রি প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটেনি ও এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনো সুস্পষ্ট প্রক্রিয়াও বিদ্যমান নেই। এখন আমরা একটি স্পষ্ট 'প্রত্যাহার নীতি' তৈরি করছি, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এএনইউয়ের এই ঘোষণা এমন এক সময়ে এলো, যখন বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। মামলায় তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশ ইন্টারপোলের কাছে ভারতে অবস্থানরত

২-এর পাতায় দেখুন

১০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় রিকশাচালক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীতে এক ব্যক্তির চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে সাড়ে ১০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটেছিল রিকশাচালকের যোগসাজশে। পুলিশ মাসুম (৩০) নামের ওই রিকশাচালককে গ্রেপ্তার করেছে। তিনিও ছিনতাই কাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। মাসুমের বাড়ি নওগাঁর মান্দা উপজেলার ঠাকুরমান্দা গ্রামে। গত সোমবার দিনগত রাতে গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) বোয়ালিয়া থানার একটি দল। গতকাল মঙ্গলবার সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে রোববার (২০ এপ্রিল) বোয়ালিয়া থানা সংলগ্ন ঘোড়ামারা এলাকায় মাসুমের রিকশায় যাওয়ার সময় ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েন দিলীপ কুমার প্রামানিক নামের এক ব্যক্তি। তিনি রিলায়েন্স অটো নামের

২-এর পাতায় দেখুন

সাগর-রুনি হত্যা মামলা তদন্তে আরও ৬ মাস সময় দিলেন হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যার ঘটনায় করা মামলা তদন্তে আরও ছয় মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট। রাষ্ট্রপক্ষের সময় আবেদনের শুনানি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আরশাদুর রউফ। অন্যদিকে রিটের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট শিশির মনির। এর আগে ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর হাইকোর্টের নির্দেশে সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যার ঘটনায় করা মামলার তদন্তে পিবিআই প্রধানকে আহ্বায়ক করে ৪ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে অ্যাডিশনাল ডিআইজি পদমর্যাদার

২-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ। মঙ্গলবার সায়েন্স ল্যাব মোড়ে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে লাঠিপেটা করে ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দেয় পুলিশ।

ইশরাককে মেয়র ঘোষণা করতে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চায় ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের ফল বাতিল করে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে মেয়র ঘোষণা করে চলতি বছরের গত ২৭ মার্চ রায় দিয়েছেন আদালত। কিন্তু মেয়র হিসেবে ইশরাকের নামে গেজেট প্রকাশে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) ইসির নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখা এই চিঠি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, আদালতের নির্দেশনার পর এখন গেজেট প্রকাশের বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাদের মতামত পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা দক্ষিণ সিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটে

২-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে ব্যয় কমানোর উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যুতের দাম না বাড়য়ে ব্যয় কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। যদিও সরকারের ওপর দাতা সংস্থা আইএমএফ ঋণের শর্ত হিসেবে বিদ্যুতের ভর্তুকি তুলে দেয়ার চাপ রয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ খাতে বিপুল পরিমাণ লোকসানের কারণে প্রতিবছরই বাড়ছে সরকারের আর্থিক চাপ। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিগত সরকার দফায় দফায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করেছে। তবে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চেষ্টা করছে অযাচিত ব্যয় কমিয়ে ও দুর্নীতির লাগাম টেনে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার। বিদ্যুৎ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিদ্যুৎ খাতের খরচ কমাতে সরকার পুরনো, অদক্ষ ও ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ ও সিস্টেমলস কমানো, ক্যাপাসিটি চার্জ কমানো, কেনাকাটায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে সস্তা জ্বালানিকে অগ্রাধিকার দেয়া, পিডিবি ও অন্যান্য সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যয় হ্রাস, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, সব ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হওয়াসহ বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি ৬৮২ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়েকটি রেন্টাল, কুইক রেন্টাল এবং আইপিপি কেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি করা হবে। তাতে এক অর্থবছরে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। সূত্র জানায়, বিগত সরকারের দেড় দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। তাতে বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়লেও প্রয়োজনীয় জ্বালানির অভাবে চাহিদামতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না। আবার প্রাথমিক জ্বালানির সংস্থান নিশ্চিত না করে চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ফলে এখন ওসব কেন্দ্রের মাত্রাতিরিক্ত ক্যাপাসিটি চার্জ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত বিদ্যুৎ খাতে

২-এর পাতায় দেখুন

জামায়াত নেতা আজহারুল ইসলামের আপিল শুনানি ৬ মে

স্টাফ রিপোর্টার: মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে জামায়াত নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলামের আপিল শুনানি শুরু হয়েছে। এ-সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৬ মে দিন ঠিক করেছেন আদালত। ওইদিন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ শুনানি করবেন। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) পৌনে ১১টায় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চে শুনানি শুরু হয়। আদালতে এটিএম

২-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনায় নতুন প্রস্তাব এসেছে : আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : সংস্কার কমিশনগুলোর প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় নতুন নতুন প্রস্তাব এসেছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, আলোচনায় নতুন প্রস্তাব এসেছে। সেগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট কমিশনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কারণ এগুলো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে এসেছে কমিশনগুলোর কাছ থেকে। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) জাতীয় সংসদের এলডি হলে বিএনপির সঙ্গে বৈঠকের শুরুতে এসব কথা বলেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। গত রোববারের মূলতবি হওয়া বৈঠক গতকাল বেলা ১১টা থেকে আবারও শুরু হয়। আলী রিয়াজ বলেন, আমরা আমাদের মতামতগুলো ৩৯টি দলের কাছে

২-এর পাতায় দেখুন

পাওয়া গেছে পলকের হারানো সোয়েটার

স্টাফ রিপোর্টার : আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কারাগারে নিজের দুটি সোয়েটার হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। আগামী শীত পর্যন্ত কারাগারে থাকতে হলে সোয়েটার লাগবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। সোমবার (২১ এপ্রিল) সোয়েটার হারানোর কথা গণমাধ্যমকে জানান তার আইনজীবী। কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারের জ্যেষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, পলকের জামাকাপড় একটি ব্যাগে রাখা ছিল, হারিয়ে যায়নি। মালিক চিহ্নিত না হওয়ায় সেটি ফের স্টোরে রাখা হয়। তদন্তে জানা যায়, সম্প্রতি কারাগারে

২-এর পাতায় দেখুন

কক্সবাজারে কাজের সন্ধানে এসে নিখোঁজ ছয় শ্রমিকের শেষ অবস্থান টেকনাফ

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার জেলায় কাজের সন্ধানে এসে সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার এক গ্রামের ছয় শ্রমিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। পেশায় তারা রাজমিস্ত্রি। সাত দিন ধরে নিখোঁজ থাকা শ্রমিকরা সবাই গত ১৫ এপ্রিল (গতকাল মঙ্গলবার) কাজের জন্য জকিগঞ্জ উপজেলার খলাছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম লোহারমহল গ্রাম থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশে বের হয়েছিলেন। পুলিশ বলছে, তাদের ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সর্বশেষ নিখোঁজদের মধ্যে দুই জনের মোবাইল ফোন ট্র্যাকিং করে অবস্থান টেকনাফের রাহারছড়া এলাকা পাওয়া গেছে। এদিকে টেকনাফের রাহারছড়া মানবপাচারকারী ও অপহরণকারীদের মূল আস্তানা। তাই সন্দেহ করা হচ্ছে তারা এই চক্রের ফাঁদে পড়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জকিগঞ্জ থানার ওসি জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন, 'কক্সবাজারের কাজের উদ্দেশে বের হওয়া আমার এলাকার ছয় যুবক নিখোঁজ রয়েছে। তারা এর আগেও চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের কাজ করতে গিয়েছিল। আমরা পরিবারকে সহায়তা করছি। তবে এদের লোকেশন টেকনাফের রাহারছড়া গ্রামে পাওয়া যাচ্ছে। তাই সেখানকার থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। ছয় যুবক নিখোঁজের বিষয়টি জেনেছেন উল্লেখ করে টেকনাফ মডেল থানার ওসি মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, 'ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছি। আমরাও তাদের লোকেশন রাহারছড়া এলাকায় পাচ্ছি। বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। কেননা এসব এলাকায় অপহরণ ও মানবপাচার চক্রের আনাগোনা বেশি। নিখোঁজ

২-এর পাতায় দেখুন

সাগর-রুনি হত্যা মামলা
নথি পুড়েছে দাবি রাষ্ট্রপক্ষের, পুলিশ বলছে 'সঠিক নয়'

স্টাফ রিপোর্টার : গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে থাকা সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথি আগুনে পুড়ে গেছে বলে আজ সকালে হাইকোর্টকে জানায় রাষ্ট্রপক্ষ। পরে বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তথ্যটি 'সঠিক নয়' বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। একই কথা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনেরও (পিবিআই)। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) ডিএমপির ডিসি (মিডিয়া ও পাবলিক

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ২৩ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১০ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

গাজায় নিহত আরও ৩৯ ফিলিস্তিনি
ত্রাণ সংকটে মানবিক বিপর্যয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর টানা হামলায় একদিনেই কমপক্ষে আরও ৩৯ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত আরও ৫০ জন। ফলে চলমান সংঘাতে গাজায় মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫১ হাজার ২৫০ জনে। এ তথ্য জানিয়েছে তুরস্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি। গত ১৮ মার্চ থেকে গাজায় ইসরায়েল নতুন করে হামলা শুরু করে। এরপর থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৮৫০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অব্যাহত হামলার পাশাপাশি গাজায় ইসরায়েলের কঠোর অবরোধের কারণে গত ৫০ দিনেরও বেশি সময় ধরে কোনো ত্রাণবাহী গাড়ি উপত্যকায় প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে খাবার, বিশুদ্ধ পানি, ওষুধ এবং জ্বালানির মারাত্মক সংকট তৈরি হয়েছে। গাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য সরবরাহ চালুর আহ্বান জানিয়েছে। তবে সংকটময় এই পরিস্থিতির মধ্যেও ইসরায়েলি বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে। আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাসপাতালগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ওষুধের মারাত্মক অভাবে আহতদের চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

গত ২ মার্চ নতুন করে অবরোধ আরোপের পর থেকে গাজায় কোনো ধরনের চিকিৎসা সামগ্রী প্রবেশ করতে পারেনি। এতে অসংখ্য ফিলিস্তিনি বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করছেন। এই মানবিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ আবারও অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, গাজার বাসিন্দাদের অধিকাংশই নারী, শিশু এবং নিরীহ বেসামরিক মানুষ, যারা বর্তমানে 'অকল্পনীয় ভোগান্তির' মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ইউএনআরডব্লিউএ-এর মতে, ফিলিস্তিনিদের ওপর এভাবে সমন্বিতভাবে শাস্তি আরোপ করা কোনোভাবেই ন্যায্য নয়।

আন্দোলন স্থগিত করে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরে যাবেন: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্টাফ রিপোর্টার : ছয় দফা দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় বলছে, ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মসূচি স্থগিত করে ক্লাসে ফিরে যাবেন। শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখবেন বলে ঘোষণা করেছেন তারা। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা সিরাজ-উদ-দৌলা খানের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কারিগরি ছাত্র আন্দোলন ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক ও রেল অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। এতে জনদুর্ভোগের পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। কারিগরি ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র প্রতিনিধিরা গত সোমবার কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের সচিবের সঙ্গে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র প্রতিনিধিদের ৬ দফা দাবির মধ্যে যৌক্তিক দাবিগুলো পূরণের লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ (টিএমইডি) আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব আন্দোলনরত ছাত্রদের সব কর্মসূচি প্রত্যাহার করে

৭-এর পাতায় দেখুন

'ভবদহ সমস্যার' স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটছে সরকার: রিজওয়ানা হাসান

যশোর প্রতিনিধি : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, 'যশোরের দুঃখ ভবদহ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কাজ শুরু করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই লক্ষ্যে সেনাবাহিনী হরি, ভদ্রা ও আপারভদ্রা এই তিন নদী খনন করবে।' মঙ্গলবার দুপুরে জলাবদ্ধ ভবদহ এলাকা পরিদর্শনে এসে তিনি সাংবাদিকদের ব্রিফ করার সময় এ কথা বলেন। স্থানীয় ভবদহ কলেজ মাঠে ব্রিফিংকালে তিনি ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজমসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ব্রিফিংয়ে রিজওয়ানা হাসান বলেন, 'প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে ওঠা ভবদহ সমস্যা রাতারাতি সমাধান করা যাবে না। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাজ শুরু করেছে। এই কাজ দীর্ঘমেয়াদি হবে। স্বল্পকালীন সমাধান হিসেবে আমডাঙ্গা খাল খনন করে পানি বের করা হয়েছে। এর ফলে অনাবাদী থাকা ২০ হাজার হেক্টরের মধ্যে ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে এবার বোরো চাষ হয়েছে। এই খাল আরও চওড়া করে খনন করা হবে। এতে আশা করা যায়, অনাবাদী জমি কমে আসবে।' হাওর অঞ্চলের মতো ভবদহ এলাকার জন্যও স্থায়ী বরাদ্দ রাখা যায় কিনা তা বিবেচনায় নেওয়া হবে জানিয়ে উপদেষ্টা রিজওয়ানা বলেন, 'সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলা শুরু হয়েছে। শেষে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে সবার জন্য ভালো হয়, এমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিকে, ভবদহ জলাবদ্ধতা এলাকার প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে উপদেষ্টা রেজওয়ানা চৌধুরী এই বক্তব্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানান সেখানে উপস্থিত কয়েকজন কৃষক। তাদের দাবি, পানি উন্নয়ন বোর্ড উপদেষ্টার কাছে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেছে। তাদের এই এলাকায় জল নেমে যাওয়া জমির শতকরা ২০ শতাংশ জমিতে ধান হয়েছে। তিন উপদেষ্টাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আগমনের খবরে ভবদহের ২১ ভেন্ট স্লুইসগেটের কাছে জড়ো হন ভুক্তভোগীরা। তারা পানি উন্নয়ন বোর্ডের অপরিণামদর্শী প্রকল্প বাদ দিয়ে জোয়ারাধার বা টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট (টিআরএম) চালু করার দাবি করেন। একপর্যায়ে ৩০-৩৫ জনের একদল লোক টিআরএম বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে স্লোগান দিতে দিতে ভবদহ বাজারে আসেন। এই

৭-এর পাতায় দেখুন

আজ বৃহস্পতিবার সিটি কলেজ বন্ধ ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : সংঘর্ষ ও সহিংসতা এড়াতে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ঢাকা সিটি কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) বিকেল ৩টা ২৪ মিনিটে কলেজটির অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এফ এম মোবারক হোসাইন এই ঘোষণা দেন। এফ এম মোবারক হোসাইন বলেন, কোনো ধরনের সংঘাতে না জড়িয়ে পুরো বিষয়টি এখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সিটি কলেজের অবকাঠামোগত যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য প্রশাসনের কাছে আমরা বিচার দিয়েছি। তারাই আমাদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করবেন। পরবর্তী সময়ে যেন কোনো ধরনের সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেজন্য আগামীকাল এবং পরদিন কলেজ বন্ধ থাকবে। এ সময় শিক্ষার্থীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান তিনি। এর আগে দুপুর পৌনে ১২টার দিকে দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শুরু হয়। দুপুর একটার দিকে পুলিশ শিক্ষার্থীদের সরিয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

র‍্যাপিড পাসের সংকটে
ভোগান্তিতে মেট্রোরেল যাত্রীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেলের ভাড়া পরিশোধে স্থায়ী কার্ড র‍্যাপিড পাসের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু এ কার্ডের চাহিদা মেটাতে পারছে না মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে একক যাত্রার পাস কিনে যাতায়াত করছেন যাত্রীরা। মেট্রোরেলে তিন ধরনের কার্ড ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে স্থায়ী কার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে র‍্যাপিড ও ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) পাস। অস্থায়ী হিসেবে একক যাত্রার পাস বিক্রি হয়। এর মধ্যে এমআরটি বা র‍্যাপিড পাসে যাতায়াত করলে টিকিটের মূল্যে ১০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যায়। এ কারণে এ কার্ডের জন্য দিনে হাজারো চাহিদা রয়েছে। তবে ছয় মাসের বেশি সময় ধরে মেট্রোরেলে র‍্যাপিড পাসের সংকট চলছে। এ কারণে মেট্রোরেলে ভ্রমণে চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন যাত্রীরা। ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেলের ভাড়া পরিশোধে স্থায়ী কার্ড র‍্যাপিড পাসের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু এ কার্ডের চাহিদা মেটাতে পারছে না তবে ডিএমটিসিএলের দাবি, সরকারের অনুমোদন না থাকায় ডিএমটিসিএল নিজেরা র‍্যাপিড কার্ড সংগ্রহ করতে পারছে না। এ কার্ড সংগ্রহে দায়িত্বে রয়েছে আরেক সরকারি সংস্থা ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের (ডিটিসিএ)। কিন্তু এই সংস্থার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তারা যথাসময়ে ডিএমটিসিএলকে কার্ড সরবরাহ করতে পারছে না। ডিটিসিএ ও ডিএমটিসিএল সরকারের সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুটি সংস্থা। জানতে চাইলে ডিটিসিএর নির্বাহী পরিচালক নীলিমা আখতার বলেন,

৭-এর পাতায় দেখুন

৩৬ দিনের আন্দোলনে হাসিনা পালায়নি: রুমিন ফারহানা

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, একটি দল ৩৬ দিনের আন্দোলনে হাসিনা পালানোর দাবি করছেন। কিন্তু ৩৬ দিনের আন্দোলনে হাসিনা পালায়নি। এটি বিএনপির ১৬ বছরের আন্দোলনের ফসল। গণ-বিস্ফোরণে হাসিনা ভারতে পালিয়ে গেছে। বর্তমান সংস্কার নিয়ে যারা নির্বাচন বিলম্ব করছেন। আমাদের নেতা জনাবো তারেক রহমানের ৩১ দফায় এটা অনেক আগেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই সংস্কারের নামে নাটক না করে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গাইবান্ধায় বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, নির্বাচন ছাড়া একটি দেশের গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না। এ গণতন্ত্রের জন্য বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া

৭-এর পাতায় দেখুন

এক ব্যক্তি টানা দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিপক্ষে বিএনপি: সালাহউদ্দীন আহমদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, 'একই ব্যক্তি টানা দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিপক্ষে বিএনপি। তবে দুবারের পর বিরতি দিয়ে আবারও সেই ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী করা যেতে পারে।' দলটি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে মতামত দিয়েছে বলেও জানান তিনি। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) দুপুর দেড়টায় জাতীয় সংসদের এলডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিএনপির প্রতিনিধি দলের তৃতীয় বৈঠকের মধ্যাহ্ন বিরতিতে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠক শুরু হয় বেলা সোয়া ১১টায়। চলবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব বাতিলের কথা বলেছে কমিশন। আমরা বলেছি, কর্তৃত্ব থাকা উচিত। তবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানোর পক্ষে বিএনপি। আমরা চাইড় কিছু ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর বাইরেও তিনি (রাষ্ট্রপতি) সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকবে।' তবে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ চার বছর করার প্রস্তাবের

৭-এর পাতায় দেখুন

তেজগাঁওয়ে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে আরমান হোসেন (২০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন । নিহত আরমান তেজগাঁওয়ের দারাজ কোম্পানির গোডাউনে দিনমজুর হিসাবে কাজ করতেন। গত সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তেজগাঁও বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি (বুটেক্স) প্রধান ফটকের পাশে তিনজন দুর্বৃত্ত আরমানকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে রাত সাড়ে আটটার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ওসি মো. গাজী শামীমুর রহমান বলেন, প্রাথমিক তদন্ত জানা যায়, পূর্ব শত্রুতার জেরে স্থানীয় তিনজন দুর্বৃত্ত আরমানকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যায়।

৭-এর পাতায় দেখুন

আবারও সংঘর্ষে ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় আবারও সংঘর্ষে জড়িয়েছে ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) সকাল ১১টার পর থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়, যা বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় রূপ নেয়। এতে সড়কের দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে সংঘর্ষের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, সকাল ১১টার দিকে সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা সায়েন্সল্যাব ফুটওভার ব্রিজের নিচে অবস্থান নেয় এবং ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা জড়ো হয় টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সামনে। দুপুর ১২টার পর দুই পক্ষই ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও লাঠিসোটা নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালায়। শিক্ষার্থীদের দাবি, সোমবার ধানমন্ডিতে ঢাকা

৭-এর পাতায় দেখুন

গুম খুন ও অপহরণে জড়িতদের বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনাব জয়নুল আবদিন ফারুক।

বেনজীরের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের 'রেড নোটিশ' জারি

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) পুলিশ সদর দপ্তরের জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখার সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) এনামুল হক সাগর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দুদকের একটি মামলায় বেনজীরের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির আবেদন ছিল, সেই মামলার কাগজপত্র ইন্টারপোলকে পাঠানো হলে এই রেড নোটিশ জারি করে সংস্থাটি। পুলিশ জানিয়েছে, গত ১০ এপ্রিল ইন্টারপোল বেনজীরের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করে। দেশের ইতিহাসে প্রথম কোনো আইজিপির বিরুদ্ধে এই নোটিশ জারি হলো। এদিকে, রেড নোটিশ জারি হলেও এখনও ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটে বেনজীর আহমেদের ছবি ও তথ্য

৭-এর পাতায় দেখুন

শহর থেকে গ্রামে অনলাইন জুয়ার বেপরোয়া ফাঁদ

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ ও বিটিআরসি অননুমোদিত অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে চলছে রমরমা জুয়ার বাণিজ্য। সকাল দুপুর কিংবা মধ্যরাতে মোবাইল ফোনে চলছে জুয়ার আসর। দেখে বোঝার উপায় নেই হাতে থাকা মোবাইল ফোনেই অপরাধ জগতের এক ভয়াল জগতে নিমজ্জিত তরুণ-যুবকরা। হাতে থাকা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন দিয়ে অখ্যাত অ্যাপের মাধ্যমে চলছে অবৈধ পথে অবৈধ অর্থ লেনদেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, অবৈধ এসব জুয়ার অ্যাপের মাধ্যমে জেলা থেকে প্রতিমাসে কয়েক কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর অনলাইন জুয়ার আসর শহর ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও। তবুও অজানা কারণে টনক নড়েনি প্রশাসনের। এ নিয়ে সচেতন মহল ও অভিভাবকদের মধ্যে বেড়েছে শঙ্কা ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনুসন্ধানে জানা গেছে, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের জন্য অনুমোদিত অ্যাপ্লিকেশন পেতে গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল স্টোর একমাত্র উৎস। কিন্তু অবৈধ ও বিটিআরসির অননুমোদিত অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে রমরমা অনলাইন জুয়ার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র। এসব ক্ষতিকর অ্যাপ ব্যবহার করতে মোবাইল ফোনে বেড়েছে ভিপিএন সফটওয়্যারের ব্যবহার। এর আগে বিভিন্ন সময়ে প্রতারক চক্রটির কয়েকজন সদস্য গ্রেফতার হলেও জামিনে বেরিয়ে তারা আবারও পুরোনো অপরাধ জগতে ফিরেছে। দাপটের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে ভার্চুয়াল প্রতারণা। ইন্টারনেটে ব্রাউজার থেকে সার্চ করে ক্ষতিকর অনলাইন জুয়ার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা জুয়ায় ঢালছেন তরুণ-যুবকরা। অনেকেই মোটা টাকা খুইয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। কেউ কেউ দেনার দায়ে হতাশাগ্রস্ত জীবন পার করছেন। বিশ্বস্ত সূত্র বলছে, অনলাইন এসব জুয়ার পেছনে তদারকির জন্য রয়েছে স্থানীয় একাধিক এজেন্ট, যারা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জুয়ার গ্রাহকদের কথিত আইডি তৈরি করে

৭-এর পাতায় দেখুন

এভাবে চলতে থাকলে খালে পরিণত হবে তিস্তা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : বর্ষায় অতিরিক্ত পলি আসায় খরায় প্রায় পানিশূন্য তিস্তা। প্রতিবছর জেগে ওঠে নতুন নতুন চর। ফলে রূপ হারিয়েছে একসময়ের প্রমত্তা এই নদী। এতে প্রভাব পড়ছে তিস্তাপাড়ের জীববৈচিত্র্যে। পানিশূন্যতায় ব্যাহত হচ্ছে তিস্তার পাড় ও তিস্তার দুই তীরের চাষাবাদ। ভারতের উত্তর সিকিম থেকে উৎপত্তি হওয়া তিস্তা বাংলাদেশের নীলফামারী হয়ে চিলমারীর ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মোট ৩১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ তিস্তার ১১৫ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়েছে বাংলাদেশ অংশে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৯৮ সালের দিকে প্রতিবেশী ভারত তাদের অংশে গজলডোবা ব্যারাজ নির্মাণের মাধ্যমে একতরফা পানি প্রত্যাহার শুরু করে। এরপর থেকে তিস্তার পানিতে সমান অধিকার থাকলেও পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয় বাংলাদেশ। সম্প্রতি তিস্তার বন্যার পানির সঙ্গে অধিক পলি আসায় তিস্তার গর্ভ ভরে উঠেছে। বর্তমানে প্রায় পানিশূন্য হয়ে পড়েছে তিস্তা। লালমনিরহাট সদর উপজেলার হরিণচওড়া এলাকার কৃষক মশিয়ার রহমান বলেন, 'তিস্তার পার্শ্ববর্তী জমিতে একসময় প্রচুর ফসল হতো। আগে তিস্তা নদীতে সারা বছরই পানি প্রবাহিত হতো। কিন্তু আজকাল শুষ্ক মৌসুমে কৃষিকাজের জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকে না। আর যতটুকু পানি আছে তা একেবারে কম। সেই পানিতে মাছও নেই।'জেলার আদিতমারী উপজেলার চর গোবর্ধন এলাকার কৃষক ফজল মিয়া বলেন, 'তিস্তা নদীতে পানিপ্রবাহ না থাকায় তাদেরকে মেশিনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ সেচের পানি ব্যবহার করতে হয়, তাই কৃষিকাজ কম লাভজনক হয়ে উঠেছে। যদি নদীতে সারা বছর পানিপ্রবাহ থাকত, তাহলে নদীর তীরবর্তী এলাকার

৭-এর পাতায় দেখুন

শাহজালালে বিপুল পরিমাণ আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা দুই যাত্রীর কাছ থেকে আমদানি নিষিদ্ধ ক্রিম ও সিগারেট জব্দ করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার এসব পণ্য জব্দ করা হয়। ঢাকা কাস্টমস হাউজের কর্মকর্তা বরুণ দাস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুবাই থেকে তারা সকালে শাহজালাল বিমানবন্দরের অবতরণ করেন। ইমিগ্রেশন শেষ করে কাস্টমস হলের দিকে এলে তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয়। এ সময় কর্তব্যরত কাস্টমস কর্মকর্তারা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করলে বিপুল পরিমাণ আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য পাওয়া যায়। জব্দ করা এসব পণ্যের মধ্যে ৪৮ কেজি আমদানি নিষিদ্ধ ক্রিম, বিপুল পরিমাণ গুড়ো দুধ ও সিগারেট ছিল। পরবর্তীতে এসব পণ্য জব্দ করা হয়। তিনি আরও জানান, জব্দ করা এসব পণ্য ধ্বংস করা হবে।

ইতিহাসে প্রথমবার ৩৫০০ ডলারে পৌঁছালো সোনার দাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেডারেল রিজার্ভের প্রধান জেরোম পাওয়েলকে নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করার জেরে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এর প্রভাবে মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সোনার দাম প্রতি আউন্সে ৩ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার ছুঁয়েছে। বাংলাদেশ সময় বিকেলে ০৩ টা ৯ মিনিটে বিশ্ববাজারে স্পট গোল্ডের দাম দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্সে ৩ হাজার ৪৫২ দশমিক ১৫ ডলারে দাঁড়িয়েছিল। তার কিছুক্ষণ আগেই এর দাম পৌঁছেছিল রেকর্ড ৩ হাজার ৫০০ দশমিক ০৫ ডলারে। এদিন যুক্তরাষ্ট্রের সোনার ফিউচার মূল্য ১ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৪৬৪ দশমিক ৫০ ডলার। জার্মানির হেরায়াস মেটালসের মূল্যবান ধাতু ব্যবসায়ী আলেকজান্ডার জুফে বলেন, সোনার দামের সাম্প্রতিক এই ঊর্ধ্বগতির মূল কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ফেড চেয়ারম্যান পাওয়েলের ওপর প্রকাশ্য আক্রমণ। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও আর্থিক নীতির উদ্বেগ অব্যাহত থাকায় সোনার চাহিদা আরও বাড়তে পারে। তিনি আরও জানান, এখন সোনার দামে ৩ হাজার ৪৫০ এবং ৩ হাজার ৪০০ ডলার হলো গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক স্তর। আর মানসিকভাবে পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে ৩ হাজার ৬০০ ডলার। ট্রাম্প সম্প্রতি সুদের হার কমানোর দাবিতে ফেড চেয়ারম্যানের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। এতে সোমবার ওয়াল স্ট্রিটে শেয়ারবাজারে প্রায় ২ দশমিক ৪ শতাংশ পতন ঘটে এবং ডলারের দাম তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামে। ডলারের দাম কমে যাওয়ায় অন্যান্য দেশের ক্রেতাদের জন্য সোনার দাম তুলনামূলক কমে আসে। স্টোনএক্স-

৭-এর পাতায় দেখুন

বাসা থেকে ঢাবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কলাবাগান থানাধীন হাতিরপুলের একটি বাসায় ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী পিনাক রঞ্জন সরকারের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার সহপাঠীরা বলছেন, তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মেসেঞ্জারের নোটসে 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' এমন বার্তা লিখে আত্মহত্যা করেছেন। গত সোমবার দিবাগত রাত ৮টার দিকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। কলাবাগান থানার ওসি মো. মোক্তারুজ্জামান জানান, ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পিনাকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে লাশ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পিনাক রঞ্জন সরকার 'হতাশায়

৭-এর পাতায় দেখুন

ড্যাপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ২০০ লিংকেজ কোম্পানি, দাবি শিল্প উদ্যোক্তাদের

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যমূলক ড্যাপ ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালার ফার সংক্রান্ত সমস্যায় কমেছে সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামোগত প্রকল্পের গতি। এতে আবাসন শিল্প ও সংশ্লিষ্ট লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিতে মারাত্মক স্থবিরতা বিরাজ করছে। সংশ্লিষ্ট প্রায় ২০০ লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিতে উৎপাদন কমেছে। কোনো কোনো শিল্পে বিক্রি কমে নেমে এসেছে অর্ধেকে। লোকসান কমাতে শিল্প মালিকেরা কর্মী ছাঁটাইয়ে বাধ্য হচ্ছেন। এ অবস্থা চলতে থাকলে বাড়বে বেকারত্বের হার (কর্মী ছাঁটাই), ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আবাসন শিল্প ও সংশ্লিষ্ট লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির স্থবিরতা উত্তরণের লক্ষ্যে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান খাত সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তারা। বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ মাসাদুল আলম মাসুদ বলেন, নির্মাণ উপকরণের সবচেয়ে বড় উপাদান রড। সেই রডের চাহিদা প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। গেল বছরের শেষের দিকে রড শিল্পের কয়েকটা সংগঠন যৌথভাবে সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছিল তাদের চাহিদা ৫০ শতাংশ কমে গেছে। এরপর গেলো ৪-৫ মাসে রডের চাহিদা আরও কমেছে। শেখ মাসাদুল আলম বলেন, ড্যাপের বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সংস্কার না হলে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। একটি কারখানা বন্ধের পর চালু হতে পাঁচ বছর সময় লেগে যায়, এতে বেকারত্ব বাড়বে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি। দেশের ভালোর জন্য হলেও সংকট দূর করা আবশ্যক। বাংলাদেশ ইলেকট্রিক ক্যাবল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আখতার হোসেন ঢালি বলেন, আমাদের তারের চাহিদার ৯৮ ভাগ সরবরাহ করে থাকেন দেশীয় উদ্যোক্তারা। আমাদের ব্যবসা আবাসন খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। আজ আবাসন সেক্টরের মন্দার কারণে আমাদের উৎপাদন কমেছে। আমার নিজের কারখানার ২৫ ভাগ শ্রমিক ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছি। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামীতে আরও ছাঁটাই করতে হবে। কারণ আমার বিক্রি কমেছে বা বিক্রি নেই। সেখানে উৎপাদন করে কী করব আমরা? সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক শংকর রায় বলেন, আবাসনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

শেখ হাসিনা ও টিউলিপকে দেশে

অপব্যবহারের অভিযোগে একাধিক মামলা হয়। ক্ষমতার অপব্যবহার ও জালিয়াতি করে রাজউকের আবাসন প্রকল্পে ১০ কাঠা করে ৬০ কাঠার প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা করে দুদক। যুক্তরাজ্যের সাবেক মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিককে দেশে ফেরত আনা প্রসঙ্গে দুদক কমিশনার বলেন, আমরা এখান থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নথি পাঠিয়েছি। যেটাকে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) বলে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা বিদেশি অ্যাম্বাসিতে যাবে। সেখান থেকে বাংলাদেশের অ্যাম্বাসিতে যাবে। সেই কাজ আমরা শুরু করেছি। তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য দুদক প্রক্রিয়া শুরু করেছে। দেশে কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, এর আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমি বলতে পারছি না। তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে। তাকে যেসব চিঠিপত্র দেওয়া হয়েছে- তা তার বাংলাদেশি ঠিকানায় দেওয়া হয়েছে। তাকে বিদেশি নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করছি না। মামলা যখন হয়ে গেলো, তিনি বিদেশে অবস্থান করছেন। তাকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। শেখ হাসিনাকে ফেরত আনতে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, রেড অ্যালার্ট নিয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। এটি এখনো কমিশনে আলোচিত হয়নি। এটি কবে আলোচিত হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পরবর্তী কমিশন সভায়। এ সপ্তাহে যদি না হয়, আগামী সপ্তাহে হবে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তাকে (শেখ হাসিনা) ফেরত পাঠানোর জন্য। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন সংস্থার সঙ্গে আমাদের চুক্তি প্রক্রিয়াধীন। চুক্তি হলে আমরা তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাব।

নথি পুড়েছে দাবি রাষ্ট্রপক্ষের, পুলিশ

রিলেশন্স) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তের সময় আরও ছয় মাস বাড়ানো হয়েছে। এ নিয়ে কেউ কেউ ডিবির নথি পুড়ে যাওয়ার নিউজ করছেন, যা সঠিক নয়। তালেবুর রহমান আরও বলেন, আদালতে আগুনে এসব নথি পুড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। অ্যাডিশনাল অ্যাটর্নি জেনারেল আরসাদুর রউফ বলেছেন, ডিবির অধিকাংশ অফিসার বদলি হওয়ায় পুরনো নথি খুঁজে পাওয়া সময়সাপেক্ষ। এ জন্য রাষ্ট্রপক্ষ নয় মাস সময় চাইলে বাদীপক্ষ তিন মাস সময়ের কথা বলেন। পরবর্তীতে আদালত ছয় মাস সময় দেন। একই কথা বলছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। সংস্থাটির মিডিয়া সংযোগ থেকে বলা হয়েছে, কেউ কেউ ডিবিতে থাকা নথি পুড়ে যাওয়ার খবর প্রকাশ করেছে, যা সঠিক নয়। আগুনে পুড়ে যাওয়ার কথা বলা হয় নাই। অ্যাডিশনাল অ্যাটর্নি জেনারেল আরসাদুর রউফ বলেছেন, ডিবির অধিকাংশ অফিসার বদলি হওয়ায় পুরনো নথি ও ডকুমেন্টস খুঁজে পাওয়া সময়সাপেক্ষ। এদিকে সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যার ঘটনায় করা মামলা তদন্তে আরও ৬ মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট। রাষ্ট্রপক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এ বিষয়ে অ্যাডিশনাল অ্যাটর্নি জেনারেল আরসাদুর রউফ গণমাধ্যমকে বলেন, সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার ডিবিতে থাকা নথি আংশিক আগুনে পুড়ে গেছে বলে যে তথ্য জানানো হয়েছে তা সঠিক নয়।

‘জটিল’ এনআইডি আবেদন

ক্যাটাগরির আবেদন নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছিল ইসি। এক্ষেত্রে কেবল যে আবেদনগুলো তারা নিষ্পত্তি করতে পারবেন না বলে প্রতীয়মান হবে সেগুলো এনআইডি মহাপরিচালককে ফরওয়ার্ড করতে বলা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন জটিলতা ধরণ অনুযায়ী ক থেকে ঘ ক্যাটাগরি পর্যন্ত আবেদন ভাগ করে নিয়ে নিষ্পত্তি করে থাকে। এক্ষেত্রে আগামী জুন মাসের মধ্যে সকল ঝুলে থাকা আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছে সংস্থাটি।

ইশরাককে মেয়র ঘোষণা করতে

বিএনপির ইশরাক হোসেনকে পৌনে দুই লাখ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে আওয়ামী লীগের শেখ ফজলে নূর তাপস মেয়র হন। নির্বাচনে ভোট জালিয়াতিসহ বেশ কিছু অভিযোগ এনে ওই বছরের ৩ মার্চ ইশরাক হোসেন বাদী হয়ে মামলা করেন। এদিকে, ওই বছরের ১৬ মে দায়িত্ব নেন তাপস। আর জুনের প্রথম সপ্তাহে প্রথম সভা হয়। সেই হিসেবে এ সিটি করপোরেশনের ৫ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা চলতি বছরের জুনে।

কক্সবাজারে কাজের সন্ধানে এসে

ছয় জন হলেন- জকিগঞ্জ উপজেলার খলাছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম লোহার-মহল গ্রামের ফারুক আহমদের ছেলে মারুফ আহমদ (১৮), আজির উদ্দিনের ছেলে শাহিন আহমদ (২১), মৃত লুকুছ মিয়ার ছেলে রশিদ আহমদ (২০), সফর উদ্দিনের ছেলে খালেদ হাসান (১৯), মৃত সরবদির ছেলে আব্দুল জলিল (৫৫) ও মৃত দুরাই মিয়ার ছেলে এমাদ উদ্দিন (২২)। নিখোঁজ পরিবারের ভাষ্যমতে, গত ১৫ এপ্রিল বিকালে সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার খলাছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম লোহারমহল গ্রামের পাঁচ তরুণসহ ছয় জন কাজের জন্য কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা দেন। ১৬ এপ্রিল কক্সবাজার পৌঁছার পর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু এরপর থেকে তাদের মোবাইল বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এ ঘটনায় নিখোঁজদের পরিবারে চরম দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। নিখোঁজ সবাই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। নিখোঁজ রশিদের ভাই আব্দুল বাছিত বলেন, ‘রশিদ কয়েক বছর থেকে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের এক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করতো। বিভিন্ন সময়ে বাড়িতে আসা যাওয়া ছিল। এবার কক্সবাজার যাওয়ার পর থেকে রশিদসহ সঙ্গে থাকা সবার মোবাইল ফোন বন্ধ দেখাচ্ছে। তাদের লোকেশন টেকনাফের রাহারছড়া পাওয়া যাচ্ছে। আমরা খুব চিন্তিত কারণ টেকনাফ অপহরণ এবং মানবপাচার প্রবণ এলাকা। জকিগঞ্জ উপজেলার চৌকিদার ফয়সাল আহমেদ বলেন, ‘আমার এলাকার ছয় শ্রমিক প্রায় সময় কক্সবাজারের কাজ করতে যায় বাবুল নামে এক ঠিকাদারের অধীনে। বাবুল ঠিকাদারের কাজ না থাকায় টেকনাফের এক পরিচিত ছেলের সঙ্গে টেকনাফে কাজ করতে বের হয়। তখন থেকে তাদের ফোন বন্ধ রয়েছে। টেকনাফ সদর ইউনিয়নের ইউনিয়নের সদস্য জিয়াউর রহমান বলেন, বিষয়টি আমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেনেছি। আমিও চেষ্টা করছি তাদের খোঁজ নেওয়ার জন্য। তাদের লোকেশন যে এলাকায় পাওয়া যাচ্ছে, সেটি ভয়ংকর এলাকা। কেননা এর আগেও থ্রি মার্ডার সেখানে (রাহারছড়া) হয়েছিল।

পাওয়া গেছে পলকের হারানো

পলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তার স্ত্রী। এ সময় পলক নিজের কিছু শীতের কাপড় নিরাপত্তারক্ষীর কাছে স্ত্রীর হাতে দেওয়ার জন্য দেন। পরে অসাবধানতাবশত ব্যাগটি পড়ে থাকে। ওই দিন সাক্ষাৎ শেষে কারা রক্ষীরা ব্যাগটি পড়ে থাকতে দেখে তা স্টোররুমে রেখে দেয়। তবে আদালতে অভিযোগ ওঠার পর বিষয়টি নিয়ে কারা তত্ত্বাবধায়ক বলেন, আলোচনায় থাকার জন্য জুনাইদ আহমেদ পলক উদ্ভট সব দাবি করে থাকেন। সোয়েটার হারানোর অভিযোগ তার একটি উদাহরণ। কারাগারে বন্দির কোনো মালামাল হারানোর সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, গত বছরের ১৪ আগস্ট গ্রেপ্তার হন জুনাইদ আহমেদ পলক। তার বিরুদ্ধে ছয়টি মামলায় মোট ৫৮ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনায়

দিয়েছিলাম। তারমধ্যে ৩৫টি দলের কাছ থেকে ফিডব্যাক পেয়েছি। বিএনপিসহ ১৫টি দলের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছে। বাকি দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। আমরা আশা করছি, বিএনপির সঙ্গে আলোচনার তৃতীয় দিনে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করতে পারব। তিনি আরও বলেন, যেসব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, তা প্রতিদিনই প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অবহিত করা হচ্ছে। প্রতিটি বিষয়ে তিনি দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের সঞ্চালনায় বৈঠকে আরও উপস্থিত আছেন- কমিশনের সদস্য সফর রাজ হোসেন, বিচারপতি এমদাদুল হক, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. ইফতেখারুজ্জামান।

সাগর-রুনি হত্যা মামলা তদন্তে

নিচে নয় পুলিশের একজন প্রতিনিধি, সিআইডির একজন প্রতিনিধি ও র‍্যাবের একজন প্রতিনিধিকে রাখা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন নিরাপত্তা বিভাগ থেকে টাস্কফোর্স গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যার ঘটনায় করা মামলার তদন্তে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। তাদের ৬ মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে বলা হয়। একই সঙ্গে মামলার তদন্ত সংস্থা থেকে র‍্যাবকে সরিয়ে দেওয়ারও আদেশ দেন আদালত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। বিভিন্ন বাহিনীর অভিজ্ঞ তদন্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন করতে বলা হয়। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফাতাহ মাহবুব ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব উল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারে সাংবাদিক দম্পতি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার এবং এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনি তাদের ভাড়া বাসায় নির্মমভাবে খুন হন। সে সময় তাদের পাঁচ বছর বয়সী একমাত্র ছেলে মাহির সরওয়ার মেঘ সেসময় বাড়িতে ছিল। হত্যার ঘটনায় রুনির ভাই নওশের আলী রোমান শেরেবাংলা থানায় মামলা করেন। মামলা দায়েরের পর শেরেবাংলা নগর থানাকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিন দিন পর মামলাটি গোয়েন্দা পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়। তাদের ব্যর্থতার পর ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল মামলাটি র‍্যাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মামলায় গ্রেপ্তার আট জনের মধ্যে দুজন জামিন পেয়েছেন। বাকিরা কারাগারে রয়েছেন।

জামায়াত নেতা আজহারুল ইসলামের

আজহারুল ইসলামের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এহসান এ সিদ্দিক। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনিক আর হক ও অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আরশাদুর রউফ। এ সময় জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। এর আগে, এটিএম আজহারুল ইসলামের আইনজীবী আবেদনের শুনানির জন্য মঙ্গলবার দিন ঠিক করেন আপিল বিভাগ। সোমবার (২১ এপ্রিল) চেম্বার আদালতের বিচারপতি জুবায়ের রহমানের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনটি উপস্থাপন করেন সিনিয়র আইনজীবী এহসান এ সিদ্দিক। এর আগে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে এ টি এম আজহারুল ইসলামকে আপিলের অনুমতি দেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রংপুর অঞ্চলে গণহত্যা, হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ, আটক, নির্যাতন ও গুরুতর জখম এবং বাড়িঘরে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের মতো ৯ ধরনের ৬টি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে। ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ে ২ নম্বর, ৩ নম্বর এবং ৪ নম্বর অভিযোগে ফাঁসির দণ্ডাদেশ পান আজহারুল ইসলাম। এছাড়া ৫ নম্বর অভিযোগে অপহরণ, নির্যাতন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অমানবিক অপরাধের দায়ে ২৫ বছর ও ৬ নম্বর অভিযোগে নির্যাতনের দায়ে ৫ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানির পর ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে রায় ঘোষণা করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ। আপিল বিভাগের রায়ে ২, ৩, ৪ (সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে) ও ৬ নম্বর অভিযোগের দণ্ড বহাল রাখা হয়। আর ৫ নম্বর অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেওয়া হয়। ওই দিন আদালতে আসামিপক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী (প্রয়াত) খন্দকার মাহবুব হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন (প্রয়াত) অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। ২০২০ সালের ১৫ মার্চ আপিল বিভাগের রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশিত হয়। ওই রায় রিভিউ চেয়ে ২০২০ সালের ১৯ জুলাই আপিল বিভাগে সংশ্লিষ্ট আবেদন করেছিলেন এটিএম আজহারুল ইসলাম। ২৩ পৃষ্ঠার পুনর্বিবেচনার ওই আবেদনে মোট ১৪টি যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ওই পুনর্বিবেচনার আবেদনের শুনানি শেষে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে এটিএম আজহারুল ইসলামকে আপিলের অনুমতি দেন। এছাড়া দুই সপ্তাহের মধ্যে আপিলের সার-সংক্ষেপ জমা দিতে বলা হয়। সে অনুসারে আপিল প্রস্তুত করা হয়।

১০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায়

একটি অটোরিকশা যন্ত্রাংশ বিক্রির দোকানের ব্যবস্থাপক। আগের দিনের (শনিবার) বিক্রির ১৩ লাখ টাকা নিয়ে কুমারপাড়া চালপট্টি এলাকায় মহাজনের বাসায় রেখেছিলেন। রোববার সকালে সেই টাকা নিয়ে শিরোইল ঢাকা বাস টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিলেন। রিকশাটি ঘোড়ামারা এলাকায় পৌঁছলে হঠাৎ পাশের একটি সরু গলির দিকে মোড় নেয়। তখনই মোটরসাইকেলে থাকা দুই জন এসে রিকশার সামনে ব্যারিকেড তৈরি করে। এ সময় একজন দিলীপের চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দেয়। তিনি চিৎকার করার মধ্যেই ছিনতাইকারীরা তার পিঠে ঝুলে থাকা ব্যাগ টানতে শুরু করে। প্রতিরোধ করতে গেলে ছুরি চালিয়ে তার ডান কনুই ও বাম হাতের একটি আঙুল কেটে দেয় তারা। ধস্তাধস্তির সময় ব্যাগ থেকে প্রায় আড়াই লাখ টাকা রাস্তায় পড়ে যায়। আর সাড়ে ১০ লাখ টাকার মূল ব্যাগ নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। ঘটনার পর রিকশাচালক কোনও ভাড়া না নিয়েই পালিয়ে যান। ফলে তার ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ দেখা দেয়। তদন্তে নেমে পুলিশ ওই রিকশাচালককে শনাক্ত করে। পরে তাকে গ্রেপ্তারও করা হয়। রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র ও অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) সাবিনা ইয়াসমিন জানান, ছিনতাইয়ের ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়। সেই মামলায় রিকশাচালক মাসুমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে মাসুম ছিনতাইয়ের ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি ঘটনার পরপরই আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন। ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধারসহ অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে ৭২৫ জন সৈন্য

আছে। এটা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি কিন্তু আমরা চাইছি আরও অনেক বেশি এলএনজি আমদানি করতে। কারণ প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগকারী আমাদের জানাচ্ছে যে, তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায়। দেশে থাকা ৬০০ প্রতিষ্ঠানই নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করেছে। আমাদের নিজস্ব গ্যাস তো কমে যাচ্ছে। সরকার কাতারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুন্দর করতে চাইছে, যাতে করে এলএনজি আরও ভালো মূল্যে পাওয়া যায়, জানান শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘কাতারের কাছে পতিত স্বৈরাচার প্রচুর টাকা দেনা রেখে গেছে। কয়েকশত মিলিয়ন দেনা তারা দেয়নি। এতে দেখা গেছে, কাতারের সঙ্গে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সরকার এসে পুরো টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এখন বোধহয় ৩৭ মিলিয়ন ডলারের মতো দেনা আছে। কালকে (বুধবার) বা এই সপ্তাহের মধ্যে পুরো টাকা পরিশোধ করা হবে।

বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে

অযৌক্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং বিনা দরপত্রে কাজ দেয়ার কারণে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। ফলে বিদ্যুৎ খাতের লোকসান এবং ভর্তুকি বাড়তে থাকায় দফায় দফায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করা হয়। এমনকি এক বছরে তিনবার বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিরও রেকর্ড আছে। আর বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দামও। সূত্র আরো জানায়, দেশের বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে ডলারে চুক্তি এবং টাকার অবমূল্যায়নের কারণেও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) লোকসান বেড়েছে। ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টাকার অবমূল্যায়নের কারণে ডলারের দাম ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয়ে তার প্রভাব পড়েছে। যদিও দেশীয় মুদ্রা টাকায় বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করতে বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে তাগিদ দিয়ে এলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে বিগত সরকার দফায় দফায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির পরও গত অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ৩৩ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে দিয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও সংশোধিত বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে মোট ভর্তুকি বরাদ্দ বেড়ে ৬২ হাজার কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। সমপ্রতি আইএমএফ ঋণ দেওয়ার শর্ত হিসেবে বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনে গ্রাহক পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির পরামর্শ দিলেও সরকারের পক্ষ থেকে তা নাকচ করে দেয়া হয়। এদিকে বিগত সরকারের সময় স্থাপিত যে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং নতুন করে চুক্তি নবায়নের করার প্রস্তাব আসছে, তার কোনোটিই নবায়ন করা হচ্ছে না। এমনকি বিগত ৫ আগস্টের আগে যেসব চুক্তি নবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমানোর উদ্যোগের অংশ হিসেবে মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য একটি চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে, যেখানে ইউনিটপ্রতি ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ টাকা ৪ পয়সা। সব কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এই রেট বেঞ্চমার্ক হিসেবে কাজ করবে। উৎপাদন ব্যয় কমাতে অন্যান্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশাপাশি গ্যাস ও তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের শুল্ক পুনর্নির্ধারণের কাজ চলছে। পাশাপাশি, স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর (আইপিপি) জন্য ক্যাপাসিটি চার্জসহ শুল্ক কাঠামো পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন গ্রাহক পর্যায় ও শিল্পে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এখন খরচ কমানোর দিকেই মনোযোগী হতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিদ্যুৎ গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি ও সম্পর্ক উন্নয়ন করার পাশাপাশি এ খাতে দুর্নীতি কমাতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে অন্যান্য যেসব ব্যয় রয়েছে সেগুলো কমানোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। মূলত বিদ্যুৎ খাতে অপচয়, চুরি, লুণ্ঠনমূলক ব্যয় কমানো গেলে ভর্তুকি বাড়ানো নয়, বরং কমিয়ে দেওয়া শতভাগ সম্ভব। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের গড় উৎপাদন খরচ ছিল ৬ টাকা ৬১ পয়সা এবং পাইকারি বিক্রির দর ছিল ৫ টাকা ১৩ পয়সা। ফলে প্রতি ইউনিটে পিডিবির ১ টাকা ৪৮ পয়সা লোকসান ছিল। চলতি অর্থবছরে গড় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৩১ টাকা। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের পাইকারি মূল্য ৭ টাকা ৪ পয়সা। অর্থাৎ এক ইউনিটে ক্ষতি হচ্ছে ৫ টাকা ২৭ পয়সা। আর বিগত ২০০৯ সালে বিদ্যুতের খুচরা দাম ছিল ইউনিটপ্রতি ৩ টাকা ৭৩ পয়সা। গত ১৫ বছরে প্রতি ইউনিটের খুচরা দাম বেড়ে হয়েছে ৮ টাকা ২৫ পয়সা। দাম বাড়িয়েও লোকসান কমেনি। তাই ভর্তুকির মাধ্যমে এই লোকসান সামাল দেয়ার চেষ্টা করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। আর চলতি অর্থবছরে ভর্তুকি বেড়ে হয়েছে ৬২ হাজার কোটি টাকা। প্রতিবছর ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের বড় অংশ ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করতেই চলে যায়। বর্তমানে চাহিদার চেয়ে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৫৪ শতাংশ বেশি। অতিরিক্ত সক্ষমতার কারণে বিদ্যুৎ না কিনেও ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধে বিদ্যুৎ বিভাগকে প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হয়। তাছাড়া চাহিদার অতিরিক্ত সক্ষমতার বিদ্যুৎ এখন বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত অর্থবছরের শেষে রিজার্ভ মার্জিন, ক্যাপাসিটি ও সর্বোচ্চ চাহিদার মধ্যে পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৬২১ মেগাওয়াট। বার্ষিক চাহিদা বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হলেও প্রকৃত প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার তুলনায় কম হয়েছে। আদর্শ রিজার্ভ মার্জিন ২০ শতাংশ হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে এটি প্রায় ৪১ শতাংশ, যা বিনিয়োগের সুযোগ ব্যয় বাড়িয়ে তুলছে। অন্যদিকে বিদ্যমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান জানিয়েছেন, অনেক চাপ সত্ত্বেও বর্তমান সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়ায়নি। এই মুহূর্তে দাম বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নেই। নিকট ভবিষ্যতেও বিদ্যুতের দাম বাড়বে না। সরকার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং খাতভিত্তিক সংস্কারের মাধ্যমে ভর্তুকি কমাতে চায়। সেক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হওয়া, কেনাকাটায় স্বচ্ছতাসহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনার ডক্টরেট ডিগ্রি

হাসিনার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির অনুরোধ জানিয়েছে। এর আগে, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা জানিয়েছেন, শেখ হাসিনার শাসনামলে আন্দোলন দমনে চালানো অভিযানে ১ হাজার জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অভিযোগ তোলে, কারফিউ জারি করার পর সেনাবাহিনীকে আন্দোলনকারীদের ‘দেখামাত্রই গুলি করার’ নির্দেশ দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। অভ্যুত্থান চলাকালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, শেখ হাসিনাকে তার বাহিনীর বর্বরতা থামাতে চাপ দিতে হবে। সেই সঙ্গে অস্ত্রহীন ছাত্র আন্দোলনকারীদের ওপর সহিংসতা চালানোর দায় সেনাবাহিনীকে নিতে হবে। গত বছরের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার নজিরবিহীন অভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীত্ব ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। বর্তমানে তিনি সেখানেই অবস্থান করছেন।

সাত দেশের ১৭ হাজার প্রবাসী

৪৬ হাজার ৫৩৪ জন প্রবাসী রয়েছে। সবচেয়ে রয়েছে বেশি প্রবাসী রয়েছে সৌদি আরবে, ৪০ লাখ ৪৯ হাজার ৫৮৮ জন। আর সবচেয়ে কম রয়েছে নিউজিল্যান্ডে দুই হাজার ৫শ জন। জানা গেছে, নির্বাচন কমিশন ওই ৪০টি দেশেই কার্যক্রমটি সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে তা হাতে নিতে হচ্ছে। তবে যেসব দেশে কার্যক্রম চলমান, সেখান থেকেও খুব একটা সাড়া মিলছে না। ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, প্রবাসীদের ভোটার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পাসপোর্ট। কেননা, বৈধ পাসপোর্টধারী ছাড়া কারো আবেদন তারা আমলে নিচ্ছে না। এছাড়া ভৌগলিক অবস্থানও একটা কারণ। অন্যদিকে অনেকেই নিরক্ষর হওয়ার কারণেও আসছেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, আমাদের প্রবাসীদের অধিকাংশই কাজের জন্য বিদেশ গিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে কাজ সেরে বা কাজের ফাঁকে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে এসে ভোটার হওয়া অনেকের জন্যই প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। একজন ব্যক্তি হয়তো ভোটার হতে চান, আর তার কর্মক্ষেত্রে হয়তো কোনো রিমোট অঞ্চলে, তাহলে অর্থ ও সময় ব্যয় করে তিনি সংশ্লিষ্ট দেশের রাজধানীতে স্থাপিত আমাদের দূতাবাসে এসে ভোটার হতে চাইবেন না, এটাই স্বাভাবিক। আবার অনেকেই প্রবাস জীবন কাটাচ্ছেন বৈধ কাগজপত্র ছাড়া। হয়তো ভুয়া কাগজ বানিয়ে গেছেন। কিন্তু এখন আর সঠিক কাগজ দেখাতে পারছেন না। ফলে সেটাও আইনের বরখেলাপ হয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেকের আগ্রহ থাকলেও ভোটার করে নেওয়া যাচ্ছে না। তাই সেভাবে এগুচ্ছে না। এ বিষয়ে ইসির অতিরিক্ত সচিব কেএম আলী নেওয়াজ বলেন, আমরা সাতটা দেশে ভোটার কার্যক্রম চালাচ্ছি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের আমাদের দূতাবাসের লোকবলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তারা একটা নির্দিষ্ট ফি নিয়ে ভোটার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। অর্থাৎ তারা অনলাইনের তথ্যের ইনপুট দেওয়া, ছবি তোলা ও চোখের আইরিশ নেওয়ার কাজটি করে দিচ্ছে। এরপর সেই ব্যক্তির স্থায়ী ঠিকানা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সেই আবেদনের সত্যতা প্রমাণে তদন্ত করছেন। তদন্তে সত্যতা মিললে সেটিকে আমরা অনুমোদন দিচ্ছি। এরপর প্রবাসীর এনআইডি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে। তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে আইনের ব্যত্যয় করা যায় না। বৈধ কাগজপত্র থাকলে এবং ভোটার হতে চাইলে তার জন্য কোনো অসুবিধা নেই। খুব সহজেই ভোটার হতে পারবেন। অন্যদিকে প্রবাসীদের অনেকেই দেশ থেকেই ভোটার হয়ে গেছেন। কেননা, যারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিদেশে গিয়েছেন, তারা এনআইডি ছাড়া পাসপোর্ট করতে পারেননি। কাজেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, প্রবাসীদের অধিকাংশেরই এনআইডি আছে এবং তারা ভোটার হয়েছেন। অন্যরা যারা হননি, তাদের জন্যই আমরা সুযোগটি সৃষ্টি করেছি। তবে বৈধ কাগজপত্র লাগবে। ভোটদান পদ্ধতি নির্ধারণ হলে ভালো সাড়াই মিলবে বলে আশা করি।

এদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাতে এসে রোববার (২০ এপ্রিল) প্রবাসীদের ভোটদান নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক নাসির উদ্দিন পাটোয়ারী। তিনি বলেছেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি। এখন পর্যন্ত কোনো ভালো পদ্ধতি পায়নি কমিশন। প্রবাসীদের ভোটাধিকার যদি নিশ্চিত না করা হয়, তাহলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এ বিষয়ে ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, প্রবাসীদের ভোটার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইনে যেভাবে আছে, সেভাবে ভোটার হয়ে যাবেন। আর তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য কমিশন পদ্ধতি খুঁজছে। এক্ষেত্রে তিনটি পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যে কোনো পদ্ধতিতে ভোট হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা পেয়ে কেএম নূরুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন ২০১৯ সালে প্রবাসে এনআইডি সরবরাহের উদ্যোগ হাতে নেয়। এরপর ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অনলাইনে ভোটার করে নেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করে ইসি। এর আগে ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রবাসীদের মাঝে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। তার আগে একই বছর ৫ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার অংশ হিসেবে অনলাইনে আবেদন নেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এরপর সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর ও মালদ্বীপে থাকা বাংলাদেশিদের জন্যও এ সুযোগ চালু করা হয়। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে থমকে যায় দূতাবাসের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা। পরবর্তী সময়ে ২০২২ সালে কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই কার্যক্রমকে ফের উজ্জীবিত করেন। এক্ষেত্রে আগের আবেদনগুলো পাশ কাটিয়ে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করেন তারা। সেই কার্যরক্রমকেই এগিয়ে নিচ্ছে বর্তমান নাসির কমিশন।

পৃথিবীর জন্য আশার বাতিঘর হিসেবে

অন্তর্ভুক্তি ও প্রান্তিক জনগণের ক্ষমতায়ন মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রধান উপদেষ্টা তার বক্তব্যে একটি সহনশীল, সমৃদ্ধ এবং টেকসই ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তবে এখন এমন নানা হুমকি রয়েছে যা আমাদের উন্নয়নকে বিপথে ঠেলে দিতে পারে। তিনি বলেন, ‘আমরা এমন এক সময় পার করছি যেখানে বহুপাক্ষিকতা হুমকির মুখে, জলবায়ু পরিবর্তন দ্রুততর হচ্ছে, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে এবং মানবিক সংকট গভীরতর হচ্ছে। নতুন নতুন নীতিমালা, প্রযুক্তি এবং শাসন পদ্ধতি আমাদের পৃথিবীকে দ্রুত রূপান্তরিত করছে, যা অতীতের অনেক অনুমানকে অচল করে দিচ্ছে।’ এমন প্রেক্ষাপটে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে ড. ইউনূস বলেন, ‘এখন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতার পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।’ তিনি বলেন, ‘আসুন আমরা সাহসী হই। একটি এমন পৃথিবী গড়ি, যেখানে কেউ এতটা দরিদ্র না হয় যে সে স্বপ্ন দেখতে না পারে, এবং কোনো স্বপ্ন এত বড় না হয় যে তা অর্জন করা যায় না।’ প্রধান উপদেষ্টা যোগ করেন, ‘ভবিষ্যৎ এমন কিছু নয় যা আমরা উত্তরাধিকার হিসেবে পাই। এটি এমন কিছু যা আমরা তৈরি করি। এবং আমাদের প্রত্যেকেরই এতে একটি করে ভূমিকা রয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ড. ইউনূস বলেন, ‘কিন্তু আমাদের উদ্ভাবন, সহমর্মিতা এবং সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের সক্ষমতাও ব্যাপক।’ তিনি বলেন, কাতার যেভাবে আর্থনা শীর্ষ সম্মেলনের উদ্যোগ নিয়েছে, তা দেখাচ্ছে কীভাবে একটি দেশ উদ্ভাবন, ঐতিহ্য ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জলবায়ু সংকট, সামাজিক বৈষম্য এবং কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ মোকাবিলা করতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা তার মূল বক্তব্যে সামাজিক ব্যবসা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং মাইক্রোফাইন্যান্সের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি কাতার ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন শেখ মোজা বিনতে নাসের এবং ভাইস চেয়ারপারসন ও সিইও শেখ হিন্দ বিনতে হামাদ আল থানিকে সময়োপযোগী ও চমৎকার এই শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। দোহায় আজ শুরু হওয়া দুদিনব্যাপী আর্থনা শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘আমাদের উত্তরাধিকার গড়ে তোলা: স্থায়িত্ব, উদ্ভাবন ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান’। এই শীর্ষ সম্মেলন এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে, যেখানে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও উদ্ভাবনী পন্থাগুলি আধুনিক টেকসই উন্নয়নে কীভাবে অবদান রাখতে পারে, তা অনুসন্ধান করা হয়-যা একটি আরও সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করবে।

টানা পাঁচদিন বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস

রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এই সময়ে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপামাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপামাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার (২৬ এপ্রিল) রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এছাড়া সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। বর্ধিত পাঁচদিনের আবহাওয়ার অবস্থা জানিয়ে আবহাওয়া অফিস জানায়, বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে। এদিকে আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বান্দরবানে ২১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কুয়েটে ৩২ শিক্ষার্থীর অনশন, একজন অসুস্থ

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাছুদের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন গতকাল মঙ্গলবার অব্যাহত ছিল। গত সোমবার শুরু হওয়া এ অনশন গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১২টায়ও চলমান ছিল। এ সময়ের মধ্যে না খেয়ে থাকা ৩২ শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। একজন শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে গত সোমবার রাতেই অনশন থেকে সরে যান। অন্য এক শিক্ষার্থীকে তার অভিভাবক এসে অনশন থেকে নিয়ে গেছেন। এদিকে ছাত্রদের অনশন ভাঙাতে তৎপর রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ দফতর। উল্লেখ, পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৩২ শিক্ষার্থী গত সোমবার পৌনে ৪টার দিকে আমরণ অনশনে অংশ নেন। এ সময় সেখান জড়ো হওয়া অন্য শিক্ষার্থীরা অনশনরত শিক্ষার্থীদের চারদিকে অবস্থান নিয়ে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে গত সোমবার সকাল থেকে শিক্ষার্থীদের আমরণ কর্মসূচি থেকেই ছাত্রদের আলোচনায় বসানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। গত সোমবার সকালে তারা আন্দোলনরত কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার সেন্টারের বারান্দায় সংবাদ সম্মেলন করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। দুপুর আড়াইটায় ছাত্র কল্যাণ পরিচালক, সহকারী পরিচালক, ডেপুটি পরিচালকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত অনশনস্থল স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার সেন্টারের বারান্দায় অবস্থান নেন। এরপর বিকাল পৌনে ৪টায় অনশন শুরু হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের অনশন থেকে সরে এসে আলোচনা টেবিলে বসার আহ্বান জানিয়ে একাধিক শিক্ষক বক্তৃতা করেন। এ সময় শিক্ষকরা তাদেরকে জুস পান করার অনুরোধ জানিয়ে অনশন থেকে সরে আসার আহ্বান জানান। এভাবে টানা আড়াই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়েও শিক্ষার্থীদের নমনীয় করতে না পেরে ছাত্র কল্যাণ দফতরের পরিচালকসহ শিক্ষকরা সেখান থেকে চলে যান। যাওয়ার সময় তারা বলে যান, আমরা আবারও তোমাদের কাছে আসবো আলোচনার সুযোগ সব সময় রয়েছে। অনশনরত সিইসি বিভাগের ২০ ব্যাচের শিক্ষার্থী রাহাতুল ইসলাম বলেন, আমাদের এক দফা, এক দাবি, ভিসির পদত্যাগ। আমাদের দাবি যেদিন মেনে নেওয়া হবে, সেদিন আমাদের অনশন শেষ হবে। আমরা ইন্টেরিম দিকে তাকিয়ে আছি, তারা কখন আমাদের দিকে তাকাবে? কুয়েটে গত দুই মাস ধরে যতটুকু আন্দোলন হয়েছে, শান্তিপূর্ণ হয়েছে। আমরা রেল না রাস্তা ব্লকেড করছি? এমনকি আমরা যখন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তখন পর্যন্ত আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থানে ছিলাম। শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকার জন্যই কি ইন্টেরিম আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না? তিনি বলেন, শিক্ষকদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ যে আমাদের কাছে এসেছেন। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওনারা যখন আসছে তার আগে আমাদের দমানোর জন্য আমাদের প্রতি মামলা করা হয়েছে, এমনকি আমাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কারের পরে আবার নতুন করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, যে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে আমাদেরকে দমানো যায়। শুধু এই তদন্ত কমিটি নয়, গত সোমবার আবার শৃঙ্খলা কমিটির মিটিং ডাকা হয়েছিল, যাতে আমরা আমাদের দাবি আদায়ের জন্য বসতে না পারি। এত হামলা, এত বহিষ্কারের পরে ছাত্ররা আর তাদের দাবি থেকে ফেরত যেতে চায় না। আইইএম বিভাগের ২০ ব্যাচের শিক্ষার্থী উপল বলেন, আন্দোলন তো শুরু হয়েছে দুই মাস ধরে। ৬ দফার যৌক্তিক দাবি নিয়ে আমরা আন্দোলন করছিলাম। কিন্তু সেটা মানা হয়নি। এরপর আমরা ভিসিকে বর্জন করি। আমরা ঢাকায় গিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের স্মারকলিপি দিয়ে আসি। এ কারণে যে ইন্টেরিম আমাদের দিকে তাকাবে। কিন্তু দুই মাস হয়ে গেলো ইন্টেরিম আমাদের দিকে তাকায়নি। তিনি বলেন, এই সরকার জুলাইয়ের ও ছাত্রদের রক্তের ওপর দিয়ে আসলো। অথচ এই সরকার ছাত্রদের দিকে তাকালো না। লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী শেখ তৌফিক আহমেদ বলেন, আলোচনার সময় এখন আর নেই। আমরা স্যারদের সঙ্গে বসার অনেক চেষ্টা করেছি। আমরা বলেছি সমঝোতার সুযোগ আছে, হলগুলো খুলে দিন। তাহলে হয়তো তখন সমঝোতা হয়ে যেত। আর যে পাঁচটা দাবি অন্তত এই পাঁচটা দাবি যদি মানতো। আজকে তারা আমাদের সঙ্গে বসছেন, এই বসাটা আরও আগে বসলে সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু এখন যখন আমরা হার্ড লাইনে চলে এসেছি, এখন আর কথা বলার সুযোগ নেই।

বড় ভাইয়ের মৃত্যুর ১০ মিনিট পর ছোট ভাইয়ের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বড় ভাই ফকির মিয়ার (৫৬) মৃত্যুর খবর শোনার ১০ মিনিট পরই মারা গেছেন ছোট ভাই গাজী মিয়া (৫০)। গত সোমবার রাতে উপজেলার পৌরশহরের কালিনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত দুই ভাই ওই এলাকার মৃত আহলু মিয়ার ছেলে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বড় ভাই ফকির মিয়া দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তার মৃত্যুর খবর শুনে ছোট ভাই গাজী মিয়া ১০ মিনিটের ব্যবধানে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। দুই ভাইয়ের এমন মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ফরিদপুরে আ. লীগের বিক্ষোভ মিছিলের প্রস্তুতির সময় গ্রেপ্তার ৮

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিলের প্রস্তুতিকালে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গত সোমবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ফরিদপুর সদরের মাচ্চর ইউনিয়নের চন্ডিপুরে ব্র্যাক নার্সারির সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। অভিযানকালে পুলিশ একটি ব্যানার জব্দ করে। ওই ব্যানারে লেখা ছিল ‘অবৈধ দখলকারী স্বৈরাচার ইউনূস সরকারের আইসিটি আদালতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যদের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান কার্যক্রম প্রত্যাখ্যান করে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল, আয়োজনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ফরিদপুর জেলা শাখা। গ্রেপ্তার আট জন হলেন- ফরিদপুর সদরের চন্ডিপুরের মৃত জীবন সাধুর ছেলে বিমল কুমার সরকার (৪৫), সদরের দয়ারামপুর এলাকার মৃত আসাদউজ্জামানের ছেলে বাবু মোল্লা (১৯), সালথা উপজেলার সালথা গ্রামের দাউদ শেখের ছেলে বিল্লাল হোসেন (১৯), সালথার গুড়দিয়া গ্রামের নয়া মাতুব্বরের ছেলে রবিউল ইসলাম (২০), সালথার সোলায়মানের ছেলে হাসিবুল (১৯), সালথার ঝন্টুর ছেলে আকাশ (২১), সালথার খলিসাডুবি গ্রামের ফারুক মাতুব্বরের ছেলে ফাহিম মাতুব্বর (১৯) ও মধুখালী উপজেলার গন্ধখালী গ্রামের মাকুল হোসেনের ছেলে সোয়াদ হোসেন (১৯)। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ওসি আসাদউজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, আওয়ামী লীগের পক্ষে মিছিল বের করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে- এ খবর শুনে রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে চন্ডিপুর ব্র্যাক নার্সারির সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে মিছিলের প্রস্তুতিকালে পুলিশ চারদিক থেকে অভিযান চালিয়ে ওই আট জনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে। ওসি আরও বলেন, এ বিষয়ে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। ওই আট জনকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কুমিল্লায় মধ্যরাতে ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ৮

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লায় মধ্যরাতে ‘সরকার বিরোধী’ ঝটিকা মিছিল দিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন আওয়ামী লীগের আট নেতাকর্মী। গত সোমবার রাত দেড়টার দিকে নগরীর শাসনগাছা এলাকায় তারা ঝটিকা মিছিল দেন। পরে রাতভর কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। স্থানীয়রা জানান, ঝটিকা মিছিল শেষে দুই মিনিটের মধ্যেই মিছিলে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা সটকে পড়েন। মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে তাদের ‘অবৈধ সরকার মানি না মানি না’, ‘শেখ হাসিনা বীরের বেশে আসবে ফিরে বাংলাদেশে,’ ‘আ ক ম বাহার বীরের বেশে আসবে ফিরে বাংলাদেশে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে শোনা গেছে। উল্লেখ্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার কুমিল্লা-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আট জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তাররা এমপি বাহারের অনুসারী। তারা হলেন- নগরীর চাঁদপুর এলাকার আলী আশরাফের ছেলে আরিফ, মোগলটুলির আব্দুল মান্নানের ছেলে আব্দুল হান্নান প্রকাশ আদি, ছোটরার মৃত আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার ছেলে এ কে এম মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া প্রকাশ কিশোর, সদর উপজেলার তৈলকুপী গ্রামের ফজলু মিয়া প্রকাশ টুকু মিয়ার ছেলে ডাক্তার মোস্তফা। কালিরবাজার ইউনিয়নের রাইচৌর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে কবির হোসেন, বরুড়া থানার ঝলম গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে আরিফুল ইসলাম, বুড়িচংয়ের বানতি গ্রামের আবুল হাশেমের ছেলে জাহিদুল হাসান রিমন ও দেবিদ্বারের চাপানগর গ্রামের বালাই চন্দ্র সাহার ছেলে পিয়েল চন্দ্র সাহা। কোতোয়ালি থানার ওসি মাহিনুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তাররা মহানগর আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ওয়ার্ড পর্যায়ের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিশ লাইন্সে এবং আলেখারচর এলাকায় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গত সোমবার দুপুরে তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে কুমিল্লা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বরিশালে র‍্যাবের অভিযানে মাদক ব্যবসায়ীদের হামলা, গুলিতে যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সাহেবের হাটের বাঁশবাড়ি এলাকায় র‍্যাবের অস্ত্র ও মাদক বিরোধী অভিযানে মাদক বিক্রেতাদের হামলা চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় র‍্যাবের গুলিতে একজন মাদক বিক্রেতা নিহত ও অপর একজন আহত হয়েছে। নিহত সিয়াম মোল্লা উজিরপুর উপজেলার বাহেরঘাট এলাকার বাসিন্দা এবং আহত রাকিব একই এলাকার খালেক মোল্লার ছেলে। তারা সম্পর্কে মামাতো-ফুফাতো ভাই এবং এলাকার চিহ্নিত মাদক বিক্রেতা। নাম প্রকাশ না করা শর্তে একাধিক গ্রামবাসী জানিয়েছেন, গত সোমবার সন্ধ্যায় সাহেবেরহাটে কালো গেঞ্জিধারীরা অভিযান চালায়। এ সময় তাদের মধ্য থেকে গ্রামবাসীকে জানানো হয় তারা র‍্যাবের লোক। এরপর র‍্যাবের অভিযান চলাকালে মাদক বিক্রেতারা তাদের প্রতিপক্ষ ভেবে লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় র‍্যাব ফাঁকা গুলি চালায়। এতে দুই মাদক বিক্রেতা গুলিবিদ্ধ হয়। তাদের উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে সিয়ামকে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। রাকিবকে শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। রাকিব হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন।

এভাবে চলতে থাকলে খালে

মানুষদের আর দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হতো না।' বর্ষায় অতিরিক্ত পলি আসায় খরায় প্রায় পানিশূন্য তিস্তা। প্রতিবছর জেগে ওঠে নতুন নতুন চর লালমনিরহাট সদর উপজেলার কালমাটি পাকার মাথার বাসিন্দা রজমান ঘাটিয়াল বলেন, 'বন্যার সময় ২-৩ কিলোমিটার পর্যন্ত পানি আর পানি থাকে। নৌকা চালাতে হয়। আর এখন হেঁটে পার হওয়া যায় নদী। শুধুমাত্র মালামাল নিতে না ভিজে সেজন্য নৌকা ব্যবহার করে কৃষকসহ অন্যান্যরা। তাই আয় কমেছে আমার। এভাবে চলতে থাকলে তিস্তা একটি খালে পরিণত হবে।'

'তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাও' সংগ্রাম পরিষদের লালমনিরহাট জেলা ইউনিটের সভাপতি শফিকুল ইসলাম কানু বলেন, বর্ষাকালে তিস্তা কমপক্ষে ২-৩ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রায় ৫০-৬০ মিটার প্রশস্ত হয়ে এসেছে, যেখানে মাত্র হাঁটু পর্যন্ত পানি রয়েছে। তিস্তাপাড়ের মানুষদের কষ্ট বর্ণনা করে তিনি বলেন, তিস্তাপাড়ের মানুষ ফিকে বালুর ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারে, তা ভাবলে খুবই কষ্ট হয়। তারা বালুর পাড়ে হেঁটে পাড়ি দিতে বাধ্য হন কারণ তাদেরকে মূল ভূখণ্ডে যেতে হবে। বর্ষায় অতিরিক্ত পলি আসায় খরায় প্রায় পানিশূন্য তিস্তা। প্রতিবছর জেগে ওঠে নতুন নতুন চর তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, তিস্তাপাড়ের মানুষ এক সময় আনন্দে দিন কাটাতো। তিস্তা নদী ছিল আমাদের মায়ের মতো, কিন্তু এখন সেই তিস্তা নদী এখন শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। তিস্তা নদী এখন ধূ-ধূ বালুচর। তিনি বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ করে পানি আটকে রাখে, আর বর্ষা মৌসুমে বিনা কারণে পানি ছেড়ে দেয়। এর ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়। লাখ লাখ পরিবারের বাড়ি-ঘর পানিতে তলিয়ে যায়, বাড়ি-ঘর নদীভাঙনের কবলে পড়ে। তিস্তা এখন আমাদের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শুনীল কুমার রায় বলেন, নভেম্বরের পর থেকে তিস্তা নদীর পানির স্তর তীব্রভাবে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। তিস্তার সবগুলো শাখা নদী উদ্বেগজনক হারে শুকিয়ে গেছে। তিস্তার বুকে এরইমধ্যে অনেক নতুন নতুন চর জেগে উঠেছে। এতে তিস্তা পাড়ের জীববৈচিত্র্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সরকার কাজ শুরু করেছে। তিস্তা নদী রক্ষা হলে রক্ষা হবে তিস্তাপাড়ের কয়েক কোটি মানুষ, কৃষি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য। কর্মসংস্থান বাড়বে তিস্তাপাড়ের মানুষের।

৩৬ দিনের আন্দোলনে হাসিনা

দীর্ঘদিন ধরে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। বিএনপির আন্দোলন এখনও থেমে নেই। ভোটের দাবি আদায় পর্যন্ত নেতাকর্মীদের রাজ পথে থাকার আহ্বান জানান তিনি। এর আগে বেলা ১১টার দিকে জেলা ইনডোর স্টেডিয়ামে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। গাইবান্ধা জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মইনুল হাসান সাদিকের সভাপতিত্বে বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল, অ্যাডভোকেট ফারজানা শারমিন পুতুল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এক ব্যক্তি টানা দুবারের বেশি

বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিএনপি বলছে, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ পাঁচ বছরই থাকা উচিত। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা একই ব্যক্তি থাকার পক্ষেও মতামত দিয়েছে দলটি। তিনি বলেন, 'আমরা আইনসভা দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট রাখার পক্ষে। যেখানে নিম্নকক্ষের ৪০০ আসনের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভোটে ১০০ আসনের এমপি হবে নারী। দুজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন বিরোধী দল থেকে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদেও থাকবে বিরোধী দলের অগ্রাধিকার।' বিএনপির আগের দাবি, স্থানীয় সরকার নির্বাচন কোনও দলীয় প্রতীকে থাকতে পারবে না। কমিশনের সঙ্গে সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'তাছাড়াও সংসদ সদস্যরা কোনও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোনও পদে থাকতে পারবেন না বলেও আমরা প্রস্তাব দিয়েছি।' তিনি বলেন, 'ধর্ম নিরপেক্ষতা বাতিল করার কথা বলেছে কমিশন। তারা বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর স্বাধীনতা ও মতের কথা বলেছে। আমরা এর সঙ্গে একমত পোষণ করেছি।' সুপ্রিম জুডিসিয়াল অ্যাপয়েনমেন্ট-এর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'কিন্তু সব কিছু আমরা আইন অনুযায়ী করতে চেয়েছি। ন্যায়-সঙ্গত ইন্টারনেট সুবিধা ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশনের সঙ্গে একমত বিএনপি। খুব কম বিষয়েই দ্বি-মত হয়েছে।' প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কমিশনের প্রস্তাব ছিল আপিল বিভাগের সিনিয়র বিচারপতিকে দেওয়া। আমরা বলেছি, এই প্যানেলে আপিল বিভাগের কমপক্ষে তিন জনকে বিবেচনায় রাখতে হবে।' বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য স্থায়ী কমিটি সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন দলটির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিল সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ, সাবেক সংস্থাপন সচিব আবু মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। অপরদিকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত আছেন, কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার, সফর রাজ হোসেন, ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। এর আগে দলটির সঙ্গে কমিশনের গত বৃহস্পতিবার (১৭ এপ্রিল) প্রথম দফা এবং রবিবার (২০ এপ্রিল) দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়।

ইতিহাসে প্রথমবার ৩৫০০ ডলারে

এর বিশ্লেষক রোনা ও'কনেল বলেন, সাধারণত শেয়ারবাজারে দাম পতনের সময় বিনিয়োগকারীরা সোনা বিক্রি করে। কিন্তু এবার উল্টো চিত্র দেখা গেছে।বিনিয়োগকারীরা বরং সোনার দিকেই ছুটছেন। এ বছর এখন পর্যন্ত সোনার দাম প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক ও ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সময় সাধারণত সোনাকে নিরাপদ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এদিন, স্পট সিলভারের দাম ০ দশমিক ৯ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ৪১ ডলারে। এছাড়া প্লাটিনামের দাম ০ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৯৬৮ দশমিক ১৫ ডলার এবং প্যালাডিয়ামের দাম ১ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে পৌঁছেছে ৯৪২ দশমিক ৬৭ ডলারে।

বাসা থেকে ঢাবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত

ভুগছিলেন' বলে জানিয়েছেন তার সহপাঠীরা। তার এক সহপাঠী অর্ণব চন্দ্র দেব বলেন, গত সোমবার রাতে পিনাকের ফেসবুক মেসেঞ্জারের নোটসে 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' লেখা দেখতে পাই। এরপর তার রুমমেট ও সহপাঠী জাহিদুল ইসলামকে বিষয়টি জানাই। জাহিদ তখন অফিসে ছিল। সে দ্রুত বাসায় ফিরে এসে দেখে কক্ষ ভেতর থেকে বন্ধ। পরে ৯৯৯-এ কল দিলে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে। অর্ণব আরও জানান, পিনাকের বাড়ি ময়মনসিংহে। তিনি কিছুটা চাপা স্বভাবের ছিলেন এবং সহজে নিজের আবেগ বা হতাশা প্রকাশ করতেন না। তবে গত কয়েকদিন ধরে তার হতাশার কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, সেই হতাশা থেকেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

ড্যাপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ২০০

শিল্পের মতো সিমেন্টের চাহিদা কমেছে। আমাদের প্রতিটি কাঁচামাল আমদানি নির্ভর, এর ওপরে বিক্রি খরা। আমরা এ সংকটের সমাধান চাই। ব্যবসা বাঁচলে দেশ বাঁচবে, দেশের অর্থনীতির চাকা সচল হবে। ব্যবসায়ী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আবাসনের লিংকেজ ব্যবসায় জড়িত আমি। আমার ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ, প্রতিষ্ঠানের কর্মী ৩৫০ জন থেকে এখন ৭৫-এ নামাতে বাধ্য হয়েছি। আমার মতো অন্যদের অবস্থাও একই রকমের। আমরা সমাধানের পথ চাই, ড্যাপের সংশোধন চাই। বাংলাদেশ এলিভেটর এসকেলেটরস অ্যান্ড লিফট ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে সভাপতি এমদাদ উর রহমান বলেন, আমাদের লিফটের ব্যবসা অর্ধেকে নেমেছে। অনেক ব্যবসায়ী লোকসান এড়াতে ব্যবসা ছোট করতে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ আবার কর্মী ছাঁটাই করছেন। লিংকেজ ব্যবসা অনেক বড়। প্রায় ৫০ লাখ নাগরিকের কর্মসংস্থান এবং দুই কোটি লোকের খাদ্যের সংস্থান হয়েছে এই গৃহায়ন শিল্পকে ঘিরে। আমরা ছাঁটাইয়ে বিশ্বাসী না, আমরা চাই আবাসনের সমস্যা দ্রুত সময়ে সমাধান করা হোক। আমরা ব্যবসা করতে চাই। এ সময় টিম্বার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ তানভির হোসেন বলেন, কয়েক বছর ধরে আবাসন খাতে মন্থর অবস্থার কারণে আমাদের কাঠের ব্যবসায় ধস নেমেছে। সারা দেশে এই খাতের ১০ লাখ ব্যবসায়ী আছেন যাদের দেড় লাখের মতো থাকেন ঢাকা শহরে। যাদের প্রায় ৩০ হাজার ব্যবসায়ী এখন পথে বসেছেন। রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, মৌলিক চাহিদার অন্যতম গৃহায়ন সমস্যা সমাধানে সরকারের সঙ্গে বড় সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে আবাসন শিল্পের সদস্যদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান রিহ্যাব। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ আবাসের ব্যবস্থা করাই রিহ্যাবের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য। রিহ্যাব সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণেই আজ শহরগুলোতে সুন্দর সুন্দর নান্দনিক ভবন তৈরি হচ্ছে। আবাসন শিল্পের কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করে রড, সিমেন্ট, ইট, টাইলস, কেবল, রং, লিফট, থাই, স্যানিটারিসহ দুই শতাধিকের বেশি লিংকেজ শিল্প অর্থনীতির চাকা গতিশীল রেখেছে। প্রায় দুই কোটি লোকের খাদ্যের সংস্থান হয়েছে এই গৃহায়ন শিল্পকে ঘিরে। জিডিপিতে প্রায় ১৫ শতাংশ অবদান রয়েছে এই খাতের। এ খাতের সমাধান না করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি, বাড়বে বেকারত্ব। রিহ্যাব সভাপতি বলেন, বৈষম্যমূলক ও ত্রুটিপূর্ণ ড্যাপ নিয়ে ভূমি মালিক, আবাসন ব্যবসায়ী এবং এই সংক্রান্ত লিংকেজ শিল্পগুলোর বিনিয়োগকারীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ রয়েছে। জমির মালিকের পাশাপাশি ফ্ল্যাটক্রেতা সবার মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে অবশ্যই আবাসন শিল্প ও সংশ্লিষ্ট লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির স্থবিরতা থেকে অতিদ্রুত উত্তরণ ঘটাতে হবে। সরকারের এ ব্যাপারে একটা ইতিবাচক ভূমিকা নিতে হবে। আমরা প্রত্যাশা করি বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেবেন। সংবাদ সম্মেলনে লিংকেজ শিল্প উদ্যোক্তারা বলেন, আবাসন খাত ভালো থাকলে আমাদের সংশ্লিষ্ট লিংকেজ শিল্পগুলো স্বাভাবিকভাবেই ভালো থাকার কথা। কিন্তু তারাও ভালো নেই। কারণ লিংকেজ শিল্পগুলোর সবশেষ প্রোডাক্টের বেশিরভাগ ক্রেতাই ডেভেলপাররা। বৈষম্যমূলক ড্যাপ (২০২২-২০৩৫) ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন যাবৎ আবাসন শিল্প মারাত্মক সমস্যায় রয়েছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে লিংকেজ শিল্পগুলোর ওপর। ড্যাপে ফার সমস্যাকে কেন্দ্র করে আমাদের ভবনের উচ্চতা এবং আয়তন একেবারে কমে গেছে। ফলে ২০২২ সালে ড্যাপের প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পর জমির মালিকরা ডেভেলপ করার জন্য আমাদের কোনো ভূমি দিচ্ছেন না। যার কারণে ডেভেলপার কোম্পানিগুলো নতুন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারছেন না। এতে লিংকেজ শিল্পগুলোর পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। তারা বলেন, সিমেন্ট, রড, ইটসহ অন্যান্য উপকরণের চাহিদা কমেছে। চাহিদা কমে যাওয়ায় কিছু কিছু পণ্যের দাম কমিয়ে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে অনেকগুলো লিংকেজ শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তিন শিফটের উৎপাদন দুই শিফটে নামিয়ে দিয়েছে। আবার কেউ সেটা এক শিফটে নামিয়ে এনেছে। উৎপাদন কমানোর কারণে স্বাভাবিকভাবেই কর্মসংস্থান এখানে সংকুচিত হয়েছে। অনেক লোকবল ছাঁটাই হয়েছে এবং অনেকে সেই পথে হাঁটছেন। এক কথায় বলতে গেলে বৈষম্যমূলক ড্যাপ ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালার ফার সংক্রান্ত সমস্যা এবং সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামোগত প্রকল্পের গতি কমে যাওয়াতে আবাসন শিল্প ও সংশ্লিষ্ট লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিতে মারাত্মক স্থবিরতা বিরাজ করছে। সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পেইন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পিভিসি পাইপ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ স্টেইনলেস স্টিল পাইপ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবলস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পাথর ব্যবসায়ী সমিতি, বাংলাদেশ মোজাইক মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অটো রি-রোলিং অ্যান্ড স্টিল মিলস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এয়ারকন্ডিশনিং ইকুইপমেন্ট ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অ্যালুমি-নিয়াম ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ গ্লাস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ রেডিমিক্স কংক্রিট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ টিম্বার ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এলিভেটর এসকেলেটর অ্যান্ড লিফট ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ অটো ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা।

শহর থেকে গ্রামে অনলাইন

দেওয়ার নামে হাতিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। একজন গ্রাহক নিজের আইডি চালু করার পর অন্য কাউকে আইডি চালু করাতে পারলে পাচ্ছেন বাড়তি বোনাস। এসব কথিত বোনাস ও রাতারাতি বড়লোক হওয়ার ভুয়া স্বপ্নে প্রতারকদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন উঠতি তরুণ, যুবকসহ নানা বয়সের মানুষ। পেশাজীবী, শ্রমজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনেকেই এসব জুয়ায় মেতেছেন। সূত্র বলছে, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে জুয়ার মাধ্যমে কথিত উপার্জিত টাকা দেশের অনুমোদিত কোনো ব্যাংকেই লেনদেন সম্ভব নয়। যে কারণে স্থানীয় এজেন্টদের মাধ্যমেই এসব কথিত জুয়ার টাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। ভিপিএন সফটওয়্যার ব্যবহার করে রাতভর মোবাইলে মোবাইলে চলছে রমরমা জুয়ার আসর। যে কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও কোনো কূলকিনারা করতে পারছে না। গোয়েন্দা সূত্র বলছে, অনলাইন জুয়ায় যে কথিত উপার্জন দেখানো হয়, প্রকৃতপক্ষে তা কোনো ব্যাংকিং বা অনুমোদিত আর্থিক চ্যানেলে উত্তোলন কিংবা জমা দেওয়া অসম্ভব। প্রতারক জুয়াড়ি চক্র এজেন্ট ব্যবহার করে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করে থাকে। চক্রটি কৌশলে টাকার হাত বদল ঘটায় মাত্র। তবে এসব জুয়ায় অর্জিত টাকার কোনো অস্তিত্ব অনুমোদিত আর্থিক চ্যানেলে পাওয়া যাবে না। অনলাইন জুয়ায় আসক্ত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তরুণ প্রতিবেদককে জানান, তিনি তিন মাস ধরে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলছেন। জুয়ার মাধ্যমে অর্জিত টাকা কোনো ব্যাংক বা সরকার অনুমোদিত আর্থিক মাধ্যম থেকে উত্তোলন করতে পারেননি। কথিত উপার্জিত সব টাকা তিনি নির্ধারিত এজেন্টের মাধ্যমেই উত্তোলন করেছেন। অনেক সময় এজেন্টরা গ্রাহকদের সঙ্গে এ নিয়ে প্রতারণাও করে থাকেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর এক যুবক বলেন, জুয়ার মাধ্যমে যে টাকা আসে তা কোনো ব্যাংক থেকে তোলা যায় না। এজেন্টের মাধ্যমে যোগাযোগ করে টাকা নির্ধারিত অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনে এজেন্টের কথিত জুয়ার আইডিতে ট্রান্সফার করা হয়। পরে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এজেন্টরা এ টাকা পাঠিয়ে দেন। অনেক ক্ষেত্রেই এজেন্টরা টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যান। জুয়ায় আসক্ত মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, জুয়া মানেই প্রতারণা। জেনে বুঝেই সাময়িক লাভের নেশায় অনেকেই মোবাইল ফোনের এসব জুয়ার ফাঁদে পড়ছে। অনেক সময় অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের এজেন্টরা রাতারাতি মোটা টাকা হাতিয়ে উধাও হয়ে যান। এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। যেহেতু বিষয়টি বেআইনি, তাই কেউই আইনি সহায়তা নিতে পারে না। আর এই সুযোগেই প্রতি মাসে কোটি টাকার ওপর হাতিয়ে নিচ্ছে সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র। ঝিনাইদহ সরকারি কেশবচন্দ্র কলেজের শিক্ষক মো. আলমগীর হোসাইন বলেন, তরুণ প্রজন্মকে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচাতে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে। পাশাপাশি এ ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের ছোবল থেকে প্রজন্মকে বাঁচাতে প্রশাসনকে সোচ্চার হতে হবে। অভিভাবকসহ সবার এসব বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, পরিশ্রম ছাড়া অর্থ উপার্জন কখনো সঠিক পন্থা হতে পারে না। অর্থ আয়ের ব্যাপারে সবারই একটা মোহ থাকে। এই মোহ থেকে চটকদার অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়ছে যুবকরা। এ ব্যাপারে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার পরিদর্শক মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, অনলাইন জুয়ার বিষয়টি আমরা শুনেছি। তবে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ না পাওয়ায় কাউকে আইনের আওতায় আনা যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি, নানামুখী অনুসন্ধান ও তদন্ত চলছে। এ ধরনের প্রতারণা ও প্রতারক চক্রের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তকরণে আমাদের বিভিন্ন টিম সক্রিয় রয়েছে। জেলা সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের ইনচার্জ ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া বলেন, ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহারের স্বাধীনতা রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনলাইনে নানান রকম প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। অনলাইন জুয়া তেমনই একটি অপরাধ। এটা রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের অনলাইন জুয়ায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তারা নির্ভয়ে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলে অভিযোগ করতে পারেন। আমরা সর্বোচ্চ আইনগত সুবিধা দেবো। অভিযোগ জানানো নিয়ে সংকোচ বা সংশয় থাকা উচিত নয়। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল এ বিষয়টি নিয়ে তৎপর রয়েছে।

বেনজীরের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের

মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় আসেনি। এ জন্য আরও কিছু কার্যক্রম বাকি রয়েছে, সেগুলো শেষ হওয়ার পর রেড নোটিশ ওয়েবসাইটেও দেখা যাবে বলে জানায় পুলিশ। বেনজীর সপরিবারে পলাতক। তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। উল্লেখ্য, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় দেশত্যাগ করা শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ আরও ১১ জনের বিষয়টি বর্তমানে ইন্টারপোলের আইনি পর্যালোচনার আওতায় রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেও যেকোনো সময় রেড নোটিশ জারি হতে পারে।

আবারও সংঘর্ষে ঢাকা কলেজ ও সিটি

কলেজের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন যুবক। তারা জানান, ওই যুবকদের মধ্যে একজন ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থী ছিল। পূর্বশত্রুতার জেরে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেন তারা। আহত শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরই জের ধরে আজকের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহসিন উদ্দিন বলেন, ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ইস্যু নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রেষারেষি চলছে। কিছুদিন আগে ফেসবুক গ্রুপে লেখালেখি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরেও সংঘর্ষ হয়েছিল। আজও একই ধরনের উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ক্যাম্পাসে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।

তেজগাঁওয়ে ছিনতাইকারীর

দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে। কী নিয়ে পূর্ব শত্রুতা ছিল, জানতে চাইলে ওসি বলেন, কিছুদিন আগে নাগরিক সচেতনতা থেকে দুর্বৃত্তদের মধ্যে একজনকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল নিহত আরমান। সে কারণে তাকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিহত খালাতো ভাই রাজু বলেন, বেশ কিছু দিন আগে আরমান ওই এলাকার এক ছিনতাইকারীকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল। গত সোমবার ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে। নিহত আরমান মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় উপজেলার আন্দার মানিক গ্রামের দিন মজুর একরাম হোসেনের ছেলে। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। বর্তমানে মধ্য বেগুনবাড়ি এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতো।

ভোগান্তিতে মেট্রোরেল যাত্রীরা

'মেট্রোরেলের র‌্যাপিড কার্ড সংকট কমাতে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ কার্ড চলে আসছে। বাকি কার্ড চলতি মাসের মধ্যেই চলে আসবে।' ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেলের ভাড়া পরিশোধে স্থায়ী কার্ড র‌্যাপিড পাসের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু এ কার্ডের চাহিদা মেটাতে পারছে না তিনি বলেন, 'এ র‌্যাপিড পাস কার্ড মেট্রোরেলের পাশাপাশি অন্যান্য গণপরিবহনে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। আরও কয়েকটি ধাপে এ কার্ড সংগ্রহ করা হবে।' র‌্যাপিড পাস: ডিএমটিসিএল সূত্র জানায়, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রথম মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। এখন ঢাকার উত্তরা থেকে মতিঝিল পথে মেট্রোরেল চলাচল করে। এ গণপরিবহনে ভাড়া পরিশোধে ডিটিসিএ একটি প্রকল্পের আওতায় জাপানের নিপ্পন সিগন্যাল কোম্পানি থেকে তিন লাখ ১৩ হাজার একক যাত্রার এবং সাত লাখ ২৮ হাজার এমআরটি পাস কেনে। ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সেগুলো বিক্রি হয়। এরপর আর যাত্রীরা এমআরটি পাস কিনতে পারেনি। তবে যাত্রী চাহিদা মেটাতে গত জানুয়ারিতে প্রাইম পাওয়ার সলিউশন নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে আড়াই লাখ র‌্যাপিড পাস সরবরাহের দায়িত্ব দেয় ডিটিসিএ। তারা ইন্দোনেশিয়া থেকে কার্ড আমদানি করে ডিএমটিসিএলকে দিচ্ছে। চলতি মাসের মধ্যে তাদের সব কার্ড সরবরাহের কথা। তবে এখন পর্যন্ত তারা মাত্র এক লাখ ১৮ হাজার র‌্যাপিড পাস সরবরাহ করতে পেরেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডিএমটিসিএলের এক কর্মকর্তা জানান, এখন মেট্রোরেলে দিনে চার লাখের বেশি যাত্রী যাতায়াত করে। মোট যাত্রীর প্রায় ৬০ শতাংশই র‌্যাপিড ও এমআরটি পাস ব্যবহার করে। বাকি ৪০ শতাংশ যাত্রী ব্যবহার করে একক যাত্রার কার্ড। কিন্তু এখন মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি করার মতো র‌্যাপিড ও এমআরটি পাস আছে খুব কম। ফলে প্রতিদিনই যাত্রীদের কার্ড কিনতে গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। অথচ ডিটিসিএর ঠিকাদার সময়মতো কার্ড সরবরাহ করতে পারছে না। ছয় মাস ধরে এভাবেই চলছে। ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেলের ভাড়া পরিশোধে স্থায়ী কার্ড র‌্যাপিড পাসের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু এ কার্ডের চাহিদা মেটাতে পারছে না সোমবার (২১ এপ্রিল) সকাল ১০টায় মেট্রোরেলের সচিবালয় স্টেশনে গিয়ে দেখা যায়, এ স্টেশনে একক যাত্রার টিকিট কিনতে মানুষের দীর্ঘ লাইন। তারা একেক করে টিকিট কিনছেন, তারপর মেট্রোরেলে ভ্রমণ করছেন। কিন্তু স্টেশনে স্থায়ী কার্ড বিক্রি করতে দেখা যায়নি। জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে মেট্রোরেলে চড়ে নিয়মিত ফার্মগেটে অফিসে যান বংশালের নজরুল ইসলাম। কিন্তু তিনি প্রতিদিনই একক যাত্রার টিকিট কেটে মেট্রোরেলে যাতায়াত করেন। কারণ জানতে চাইলে নজরুল ইসলাম বলেন, 'চার মাস আগে ফার্মগেটের একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছি। এরপর থেকে মেট্রোরেলেই যাতায়াত করি। কিন্তু মেট্রোরেলের স্থায়ী কার্ড না পাওয়ায় প্রতিদিন লাইনে দাঁড়িয়ে একক যাত্রার টিকিট কিনতে হয়। এতে সময় অপচয়ের পাশাপাশি দুর্ভোগও হচ্ছে।' স্ত্রীর জন্য শাহবাগ স্টেশন থেকে স্থায়ী কার্ড কিনতে গিয়ে ব্যর্থ হন পরিবাগের বাসিন্দা জসিম উদ্দিন। তিনি বলেন, তার একটি স্থায়ী কার্ড আছে। স্ত্রীর জন্য আরেকটি কার্ড কিনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে কাউন্টার থেকে বলা হয়েছে এখন কার্ড নেই। ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেলের ভাড়া পরিশোধে স্থায়ী কার্ড র‌্যাপিড পাসের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু এ কার্ডের চাহিদা মেটাতে পারছে না জসিম উদ্দিন বলেন, 'হাজার কোটি টাকার মেট্রোরেলে কার্ড সংকট, এটা মানা যায় না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মেট্রোরেল যাত্রীদের প্ল্যাটফর্ম র‌্যাপিড অ্যান্ড এমআরটি পাস কার্ড ইউজার কমিউনিটি অব বাংলাদেশ। ৯১ হাজার সদস্যের এ গ্রুপে এডমিন লেখেন, দেশের অন্যতম জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেল চালু হয়েছে দুই বছরেরও বেশি সময় আগে। তবে এখনো টিকিটিং কার্ড সেবার ক্ষেত্রে যাত্রীদের ভোগান্তির সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। অনেক সময় কারণ ছাড়াই কার্ড ইন্টারনাল ড্যামেজে অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে, আর এতে গ্রাহককে গুনতে হচ্ছে জরিমানা। এই কার্ড ব্যবহার যেন টাকার বিনিময়ে সেবার নামে ভাগ্য নির্ধারণের লটারির মতো! যদিও সাময়িকভাবে কিছু সংখ্যক র‌্যাপিড পাস কার্ডে ফ্রি রিপ্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। আমরা দ্রুততার সঙ্গে এসব সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

একই প্ল্যাটফর্মে শাওন সাজু নামের এক যাত্রী লেখেন, '...র‌্যাপিড পাস এখন সোনার হরিণ। আজ আবার দুজনের জন্য কার্ড নিতে গেলে সৌভাগ্যক্রমে পেলাম এই সোনার হরিণ। শুনলাম এই কার্ড এতই দুষ্প্রাপ্য যে দিনে শুধু ৩০ মিনিটের জন্য এই কার্ড দেওয়া হয়। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে পৌনে ১টা আর দুপুর সাড়ে ৩টা হতে পৌনে ৪টা পর্যন্ত (শেওড়াপাড়া মেট্রো স্টেশন)।' ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেলের ভাড়া পরিশোধে স্থায়ী কার্ড র‌্যাপিড পাসের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু এ কার্ডের চাহিদা মেটাতে পারছে না র‌্যাপিড পাস সংকটের বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি ডিএমটিসিএলের পরিচালক (অপারেশন ও অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স) নাসির উদ্দিন আহমেদ। তিনি ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। পরে ফারুক আহমেদের মুঠোফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।

আজ বৃহস্পতিবার সিটি কলেজ বন্ধ

দেয়। দুইটার দিকে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের দিক থেকে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা সিটি কলেজের সামনে এসে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

'ভবদহ সমস্যার' স্থায়ী সমাধানের

সময় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। স্থানীয়রা জানান, টিআরএমের বিরোধিতাকারীরা মূলত মাছের ঘের মালিকদের ভাড়া করা লোক। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কয়েক ব্যক্তি সাংবাদিকদের কাছে তা স্বীকারও করেন। এর আগে সকালে তিন উপদেষ্টা হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা থেকে যশোরের অভয়নগরে আসেন। সেখানে তারা বোরো ধান কাটা উৎসবে যোগ দেন। দুপুরে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা যশোর কালেক্টরেট সভাকক্ষে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

আন্দোলন স্থগিত করে পলিটেকনিক

আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। এরই মধ্যে যৌক্তিক দাবিগুলো পূরণের লক্ষ্যে এ বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আইইবি, আইডিইবি এবং ছাত্র প্রতিনিধিসহ ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি দাবিগুলো পূরণে সুপারিশ প্রণয়ন করবে। ওই সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিববের সঙ্গে ৬ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনরত ছাত্ররা তাদের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করে ক্লাসে ফিরে যাবেন। শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখবেন বলে ঘোষণা করেছেন তারা। আন্দোলনরত ছাত্রদের কর্মসূচি প্রত্যাহারের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা দূর হয়ে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়।

কুমিল্লায় কাভার্ডভ্যানচাপায় যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লায় অটোরিকশার ধাক্কায় বড় ভাইয়ের মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে কাভার্ডভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে ছোট ভাই নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরের টমছমব্রিজ রামমালা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই যুবক গত সোমবার ভাইয়ের সঙ্গে একই কোম্পানিতে যোগ দেন। নিহত যুবকের নাম ইমন সরকার (২২)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার বাসিন্দা। কুমিল্লার কোটবাড়িতে তার বড় ভাইয়ের ভাড়া বাসায় থাকতেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ইমনের বড় ভাই সুমন সরকার। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইমন সরকার তার ভাই সুমন সরকারসহ রামমালা হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে টমছমব্রিজের দিকে যাচ্ছিলেন। রামমালা পানির ট্যাংক মোড়ে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েন ইমন। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা কাভার্ডভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি। সরেজমিনে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধ করে রেখেছে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘটনার পর স্থানীয়রা কাভার্ডভ্যানটিকে আটক করে। চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। নিহতের খালাতো ভাই ফাহাদ সরকার জানান, ইমন এইসএসসি পাস করে আর লেখাপড়া করেননি। তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে সে রায়োচ সার্জিক্যালের বিক্রয় কর্মকর্তা হিসেবে গত সোমবার চাকরিতে জয়েন করেন। গতকাল মঙ্গলবার সে কাজের উদ্দেশ্য বের হয়ে এই দুর্ঘটনার শিকার হয়। কান্দিরপাড় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মু. রকিবুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

স্বার্থান্বেষী মহলের চাপে ত্রুটিপূর্ণ ড্যাপ চালু হয়েছে: রিহ্যাব সভাপতি

স্টাফ রিপোর্টার : রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেছেন, কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের চাপে ২০০৮ সালের 'ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা' ও 'মাস্টারপ্ল্যান ২০১০' বাতিল করে বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ ঢাকা মহানগরের বিস্তারিত অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) চালু করা হয়েছে, যা ভবন নির্মাণে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং নগর উন্নয়নের গতি থমকে দিয়েছ। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা মহানগরের বিস্তারিত অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) ২০২২৩৫ নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে রিহ্যাব ও গৃহায়ন খাত সংশ্লিষ্ট শিল্প সংগঠনগুলো। ইন্ডাস্ট্রিতে গতিশীলতা আনতে অন্তর্বর্তী সরকারকে এখনই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে বলেও জানানো হয়। মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, নতুন ড্যাপের ফ্লোর এরিয়া রেশিও (ঋঅজ) সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে আবাসন খাতে মারাত্মক স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। ফলে বিনিয়োগ কমেছে, কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে এবং দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, ড্যাপ অনুযায়ী ভবনের উচ্চতা ও আয়তন সীমিত হওয়ায় জমির মালিকরা আর জমি ডেভেলপারদের হাতে দিতে রাজি হচ্ছেন না। এতে করে নতুন প্রকল্প শুরু করা যাচ্ছে না, ফলে আবাসন খাতসহ এর সাথে জড়িত প্রায় ২০০টির বেশি লিংকেজ শিল্পড় যেমন রড, সিমেন্ট, ইট, কেবল, রং, টাইলস, লিফট, থাই অ্যালুমিনিয়াম, স্যানেটারি সামগ্রী ইত্যাদির বাজারে মারাত্মক মন্দাভাব চলছে। রিহ্যাব সভাপতি বলেন, এই শিল্পে ৪০ লাখেরও বেশি মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান এবং প্রায় ২ কোটি মানুষের জীবিকা জড়িত। অথচ রডের চাহিদা ৫০ শতাংশ কমে গেছে, অনেক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে, শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আরও বড় বিপর্যয় আসবে। তিনি বলেন, আমরা চাচ্ছি সরকার একটি বাস্তবসম্মত, জনবান্ধব এবং ব্যবসাবান্ধব বাজেট উপহার দিক। ভ্যাট-ট্যাক্স সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে এই শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে। তবেই কর্মসংস্থান বাড়বে এবং অর্থনীতিও সচল থাকবে। তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, অস্থায়ী সরকার হলেও আবাসন খাত ও সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলোর সংকট নিরসনে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এই খাত সচল না হলে জাতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, যা দেশের উন্নয়ন থমকে দিতে পারে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেনড় এফবিসিসিআইর সাবেক পরিচালক নিয়াজ উদ্দিন, বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম মাসুম, বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক শঙ্খ কুমার রায়, বাংলাদেশ গ্লাস মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি হোসেন আলমগীর, বাংলাদেশ টিম্বার মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ তানভীর মোহাম্মদ প্রমুখ।

জামালপুরে ড্রেনে পড়ে ছিল নিখোঁজ বৃদ্ধের লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরের ইসলামপুরে নিখোঁজের একদিন পর সমজউদ্দিন (৬০) নামে এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলা টিঅ্যান্ডটি অফিসের সামনে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। সমজউদ্দিন উপজেলার পাথর্শী ইউনিয়নের বড় দেলিরপাড় এলাকার তমেজ প্রধানের ছেলে। মৃতের মেয়ে মারিয়া আক্তার মিম জানান, গত সোমবার সন্ধ্যার দিকে ইসলামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে থেরাপি দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন তার বাবা। পরে রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। গতকাল মঙ্গলবার সকালে খবর পান তার বাবার লাশ টিঅ্যান্ডটি অফিসের সামনে পানি নিষ্কাশনের ড্রেনে পড়ে রয়েছে। ইসলামপুর থানার ওসি সাইফুল্লাহ সাইফ জানান, স্থানীয়রা ড্রেনে লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। এ ব্যাপারে এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নাটোরের ধর্ষণের দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের গুরুদাসপুরে বিয়ের প্রলোভনে স্কুলছাত্রীকে (১৪) ধর্ষণের অভিযোগে মেহেদী হাসান (২২) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া জরিমানার টাকা ভিকটিমকে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নারী ও নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এ আদেশ দেন। এসময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মেহেদী হাসান গুরুদাসপুর উপজেলার বৃ-চাপিলা পাঠানপাড়া গ্রামের আব্দুর রহিম শেখের ছেলে। নাটোর নারী ও নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (বিশেষ পিপি) অ্যাডভোকেট আব্দুল কাদের মিয়া এতথ্য নিশ্চিত করে জানান, গুরুদাসপুর উপজেলার বৃ-চাপিলা গ্রামের মেহেদী হাসান নামে এক যুবক বিয়ের প্রলোভন দিয়ে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সম্পর্কের এক পর্যায়ে ২০২২ সালের ৩০ জানুয়ারি মধ্যে রাতে মোবাইলফোনে ক্ষুদে বার্তা দিয়ে বাড়ির পাশের একটি বাঁশ বাগানে ডেকে নেন মেহেদি। পরে সেখানে মেহেদী ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর মা বাদী হয়ে মেহেদীকে অভিযুক্ত করে গুরুদাসপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর পুলিশ মেহেদীকে গ্রেপ্তারসহ তার বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। ওই মামলার শুনানি, সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আদালতের বিচারক এ রায় দেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রবাসীর স্ত্রীকে গাছে বেঁধে নির্যাতন, আটক ২

স্টাফ রিপোর্টার : পারিবারিক বিরোধের জেরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক সৌদি প্রবাসীর স্ত্রীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় তার সন্তানদেরও মারধর করা হয়। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই নারী গতকাল মঙ্গলবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানায় সাতজনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। ইতোমধ্যে মামলার আসামি দুই ভাশুরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের মধ্যপাড়া গ্রামে। প্রকাশ্যে এমন নির্যাতনের ঘটনায় প্রতিবেশীরা বাধা দিলেও কাজ হয়নি। পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির হস্তক্ষেপে উদ্ধার করা হয় ওই নারীকে। ভুক্তভোগী নারী শারমিন আক্তারের অভিযোগ, তার স্বামী মো. হায়দার আলী দীর্ঘদিন ধরে সৌদি প্রবাসী। তবে টাকার লেনদেন ও বিভিন্ন পারিবারিক বিষয় নিয়ে শারমিনের সঙ্গে প্রায়ই তার ভাশুরসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিরোধে জড়ায়। গত সোমবার বিকেলেও স্বামীর সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় দুই ভাশুর মঙ্গল মিয়া ও জয়নাল আবেদীনসহ পরিবারের লোকজন তাকেসহ সন্তানদের মারধর করে। একপর্যায়ে তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের দাবি শারমিনের বেপরোয়া চলাচলে বাধা দেওয়ায় সে তার শ্বশুর মন্তাজ মিয়াকে মারধর করেন। এরই জেরে এ ঘটনার সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ওসি মো. মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নারীকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শারমিন থানায় সাতজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন। ইতোমধ্যে দুইজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

কাতারের আমিরের মায়ের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কাতারের আমিরের মা ও কাতার ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন শেখ মোজা বিনতে নাসেরের সাথে বৈঠক করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার দোহায় আর্থনা শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস শেখ মোজা বিনতে নাসেরের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। এর আগে গত সোমবার রাতে কাতারে পৌছানোর পর দোহা বিমানবন্দরে ড. ইউনূসকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয়। এ সময় তাকে স্বাগত জানান কাতারের চিফ অব প্রটোকল রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম ফখরু। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. নজরুল ইসলাম। প্রধান উপদেষ্টা আর্থনা (আমাদের পৃথিবী) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে কাতার গেছেন। সফরকালে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলুথানির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয় উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী জব্বারের বলীখেলা শুক্রবার

স্টাফ রিপোর্টার : ঐতিহ্যবাহী আবদুল জব্বারের বলীখেলারর ১১৬তম আসর লালদীঘি মাঠে আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে তিন দিনের মেলা শুরু হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার থেকে। এবার আন্দরকিল্লা থেকে কোর্ট বিল্ডিং পর্যন্ত প্রধান সড়কে বৈশাখী মেলার স্টল না বসানোর পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। বলীখেলার মূল পর্বের উদ্বোধন করবেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজ। বিজয়ী বলীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন বলীখেলার পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোনের কর্মকর্তারা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে চসিক পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বলীখেলা আয়োজক কমিটির সদস্যসচিব, আবদুল জব্বার সওদাগরের নাতি শওকত আনোয়ার বাদল। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন বলীখেলা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও প্রধান বিচারক হাফিজুর রহমান, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের অন্তর্বর্তী কমিটির সদস্যসচিব জাহিদুল করিম কচি, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহনেওয়াজ, গ্রামীণফোনের চট্টগ্রাম সেন্ট্রাল রিজিয়নের রিজিওনাল হেড মোহাম্মদ মোরশেদ আহমেদ, সাবেক কাউন্সিলর ইসমাইল বালী প্রমুখ। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক আবদুল জব্বার সওদাগরকে নিয়ে গবেষণা, লালদীঘি চত্বরকে আবদুল জব্বার সওদাগরের নামে নামকরণ, বলী খেলা চর্চার একাডেমি প্রতিষ্ঠা, আবদুল জব্বার সওদাগরকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান ও ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রতিনিধি নিয়ে শক্তিশালী পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গ্রামীণফোনের চট্টগ্রাম সেন্ট্রাল রিজিয়নের রিজিওনাল হেড মোহাম্মদ মোরশেদ আহমেদ বলেন, জব্বারের বলী খেলার মতো একটি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় আয়োজনে অংশ হতে পেরে গ্রামীণফোন গর্বিত। এর আগেও আমরা এই আয়োজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলাম। আমরা স্থানীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এমন আয়োজনের পাশে থাকতে সংকল্পবদ্ধ গ্রামীণফোন।

মহেশখালী-মাতারবাড়ী অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে কমিটি পুনর্গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : মহেশখালী-মাতারবাড়ী সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ে কমিটি পুনর্গঠন করেছে সরকার। গত সোমবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প তালিকাভুক্ত মহেশখালী-মাতারবাড়ী সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বয়ের লক্ষ্যে কমিটি পুনর্গঠন করা হলো। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবকে সভাপতি এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সেলের মহাপরিচালককে সদস্য সচিব করা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধিতে বলা হয়, মহেশখালী উপজেলায় বাস্তবায়ন-াধীন ও বাস্তবায়নযোগ্য বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব সমন্বয় করা এবং পরিবীক্ষণ; মহেশখালী উপজেলায় নাগরিক ও সামাজিক সুবিধা সৃষ্টির জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়নের সমন্বয়; কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত স্থানীয় কমিটিকে এ সংক্রান্ত উন্নয়ন কাজ সমন্বয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শ দেওয়া এবং মহেশখালী উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমি বরাদ্দ, অধিগ্রহণ ও ভূমি জরিপ বিষয়ক সমন্বয়।

সম্পাদকীয়

মৌলভীবাজার বিসিক: ত্রিশ বছরের অব্যবস্থাপনার দায় কার?

মৌলভীবাজার বিসিক শিল্পনগরী–যার নাম শুনলে শিল্পায়নের আশ্বাস ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার প্রত্যাশা জাগে, বাস্তবে সেখানে রয়েছে দীর্ঘ ২৭ বছরের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনাহীনতার নির্মম চিত্র। একটি পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে শিল্পনগরী হয়ে উঠেছে এক অচল, দূষিত এবং জনদুর্ভোগের প্রতীক। ১৯৯৮ সালে ২ কোটি ৪ লাখ টাকা ব্যয়ে যাত্রা শুরু করলেও আজ অবধি গড়ে ওঠেনি একটি কার্যকর পানি ও বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা। ভাটির দিকে পার্শ্ববর্তী কাঞ্জাইর হাওরে বিষাক্ত পানি ফেলে শুধু কৃষকের জীবন-জীবিকা নয়, পুরো এলাকার পরিবেশকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। হাওরের জমি অনাবাদি, দূষিত পানিতে আক্রান্ত কৃষকরা–এই সংকট কোনো আজকের নয়, দীর্ঘ দিনের। অথচ কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে দৃশ্যমান কোনো সমাধান দিতে পারেনি। ব্যর্থতা এখানেই শেষ নয়। সমস্যার সমাধানে এখন যে 'উজানের দিকে' পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, তা আরও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। ভাটির পরিবর্তে উজানের দিকে বর্জ্য সরিয়ে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে–জলাবদ্ধতা, দুর্গন্ধ এবং আশপাশের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে বাধা। পুলিশ লাইন, যুব উন্নয়ন কেন্দ্র, কারাগার বা মাদ্রাসা–এগুলো কেবল প্রতিষ্ঠান নয়, জনসাধারণের সেবাকেন্দ্র। সেখানে দূষণ ছড়িয়ে পড়লে তার প্রভাব শুধু শিল্প এলাকা নয়, সমগ্র শহরবাসীর ওপর পড়বে। রাস্তার পাশে ময়লার স্তূপ, ভরাট হয়ে যাওয়া ড্রেন, বিষাক্ত বর্জ্যের পচা গন্ধ এবং বনজঙ্গলে ছেয়ে থাকা প্লট–এসব কি কোনো সরকারি শিল্পাঞ্চলের পরিচয় বহন করে? ব্যবসায়ীদের ভাষায়, 'শিল্পের নামে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তার দায় কার?' এই প্রশ্নের জবাব বিসিক কর্তৃপক্ষের কাছে চাইতেই হবে। পরিকল্পনার অভাব, দায়িত্বশীলতার ঘাটতি এবং স্থানীয়দের মতামতকে উপেক্ষা করার যে প্রবণতা বিসিক প্রশাসনে দেখা যায়, তা থেকে অবিলম্বে বেরিয়ে আসা জরুরি। আমরা মনে করি, মৌলভীবাজার বিসিক শিল্পনগরী নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। একদিকে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশবান্ধব ড্রেনেজ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, অন্যদিকে জরুরি ভিত্তিতে স্থানীয়দের সঙ্গে সংলাপ করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান খুঁজে বের করা। শিল্পায়ন হোক জনবান্ধব, পরিকল্পিত এবং পরিবেশসম্মত–এটাই এখন সময়ের দাবি।

ভাটির দিকে পার্শ্ববর্তী কাঞ্জাইর হাওরে বিষাক্ত পানি ফেলে শুধু কৃষকের জীবন-জীবিকা নয়, পুরো এলাকার পরিবেশকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। হাওরের জমি অনাবাদি, দূষিত পানিতে আক্রান্ত কৃষকরা–এই সংকট কোনো আজকের নয়, দীর্ঘ দিনের। অথচ কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে দৃশ্যমান কোনো সমাধান দিতে পারেনি। ব্যর্থতা এখানেই শেষ নয়। সমস্যার সমাধানে এখন যে

কুমিল্লার মহাসড়ক যেন বাজারের ভেতর দিয়ে!

কুমিল্লা জেলার চারটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক আজ যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহনের জন্য আরামদায়ক চলাচলের পথ নয়, বরং তা যেন প্রতিদিনের দুর্ভোগের নামান্তর। ঢাকা-চট্টগ্রাম, কুমিল্লা-নোয়াখালী, কুমিল্লা-সিলেট ও কুমিল্লা-চাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ওপর অবস্থিত অন্তত ১১টি বাজার রীতিমতো যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। প্রতিদিন লাখো মানুষের যাতায়াত, পণ্য পরিবহন ও পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রাণরেখা হিসেবে বিবেচিত এই মহাসড়কগুলো এখন রিকশা, ভ্যান, হাট-বাজার ও অবৈধ স্থাপনার দখলে। গৌরিপুর, চান্দিনা, নিমসার, সুয়াগাজী, চৌদ্দগ্রাম, বাগমারা, বাইপাস, কংশনগর, দেবিদ্বার, কোম্পানীগঞ্জ এবং মুদাফফরগঞ্জ–সব জায়গাতেই একই চিত্র: মহাসড়কের গায়ে বাজার, পাশে যত্রতত্র পার্কিং, পুলিশের অনুপস্থিতিতে সীমাহীন যানজট। প্রতিনিয়ত এই যানজট শুধু জনসাধারণের সময় ও ধৈর্যের অপচয়ই নয়, এর ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, ক্ষতির মুখে পড়ছে পরিবহন খাত, আর বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয়, এসব সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চললেও সমাধানে নেই কোনো টেকসই উদ্যোগ। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ বলছে, তারা সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবগত এবং ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে–এই আলোচনা কতটা কার্যকর? এবং এর ফলাফল কতটা দীর্ঘস্থায়ী? মহাসড়ক জনগণের, বাজারের নয়। হাইওয়ে কোনো গ্রামের হাট বসানোর জায়গা নয়, এটি জাতীয় সম্পদ, যেখানে চলাচলের নিরাপত্তা ও গতি নিশ্চিত করাই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। স্থানীয় হাট-বাজার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সেগুলো যেন মহাসড়ককে গ্রাস না করে। সরকারকে এখনই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাজার সরানো, বিকল্প স্থানে স্থানান্তরের জন্য উন্নয়নমূলক সহায়তা, অস্থায়ী স্থাপনা উচ্ছেদ, নির্ধারিত পার্কিং ব্যবস্থা এবং হাইওয়ে পুলিশের টহল জোরদার–এসব ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। কুমিল্লার মহাসড়ক যেন কোনো বাজারের গলি নয়, এটি জাতীয় সড়কব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ–এই বোধটুকু সবার আগে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে জাগাতে হবে।

নিষ্ঠুরতার শিকার হাতি

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর সরল ইউনিয়নের জঙ্গল পাইরাংয়ের দমদমার পাহাড়ে গত বুধবার একটি বন্যহাতির মরদেহ উদ্ধারের ঘটনা প্রথমে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হলেও, এখন তা একটি নৃশংস হত্যাকা- হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বন বিভাগের প্রাথমিক দাবি ছিল, হাতিটি বয়সজনিত কারণে মারা গেছে। কিন্তু ময়নাতদন্তে উঠে এসেছে ভয়াবহ সত্য–হাতিটিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে, এবং এর দাঁত ও পায়ের নখ কেটে নেয়া হয়েছে। গত ১০ বছরে বাঁশখালীতে অন্তত ১৬টি হাতির মৃত্যুর রেকর্ড রয়েছে। খাদ্যে বিষক্রিয়া, বৈদ্যুতিক ফাঁদ, পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়া, রোগাক্রান্ত হওয়া– নানা কারণে এই মৃত্যুগুলো ঘটেছে। তবে সাম্প্রতিক ঘটনাটি সংঘবদ্ধ পাচারকারীদের দ্বারা পরিকল্পিত হত্যাকা- হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, হাতিটির বয়স ছিল মাত্র ছয়-সাত বছর, অথচ প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল ৬০-৭০ বছর। এই ভুল তথ্য প্রকাশ ও পরবর্তী সমালোচনা বন বিভাগের দায়িত্বশীলতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বাঁশখালীর কালীপুর ও জলদি রেঞ্জের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল একসময় বন্য হাতির নিরাপদ আবাসস্থল ছিল। কিন্তু বন ধ্বংস, অবৈধ দখল, এবং মানুষের বসতি বৃদ্ধির কারণে হাতিরা তাদের প্রাকৃতিক আবাস হারাচ্ছে। ফলে, তারা মানুষের বসতির কাছাকাছি চলে আসছে, যা মানুষ-হাতির সংঘাত বাড়াচ্ছে। এই সংঘাতের ফলশ্রুতিতে হাতিরা প্রাণ হারাচ্ছে– কখনো দুর্ঘটনায়, কখনো পরিকল্পিতভাবে। বন বিভাগের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের এবং দুজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ১৫-১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে, শুধু মামলা দায়েরই যথেষ্ট নয়। এই অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, বন বিভাগের অভ্যন্তরীণ ত্রুটিগুলো– যেমন ভুল তথ্য প্রকাশ বা ঘটনার গুরুত্ব বোঝার ব্যর্থতা– সংশোধন করা প্রয়োজন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার ও পাচার প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ভারতের মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে কেন 'এতিম' হয়ে গেল

লেখা:জাকিয়া সোমান

সরকার যে মুসলমানদের কল্যাণের কথা বলে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার সংস্কার করছেড়াবিটা সন্দেহজনক মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। গত ১০ বছরে সরকার যেভাবে মুসলমানদের নিয়ে নির্লিপ্ত থেকেছে, তাতে এ দাবি বিশ্বাসযোগ্য হয় না; বরং এটাকে রাজনৈতিক ধোঁকাবাজির আরও একটি দৃষ্টান্ত বলা চলে। সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে তুমুল বিতর্কের পর ওয়াক্ফ (সংশোধনী) বিল পাস হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এটিকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এক 'ঐতিহাসিক মাইলফলক' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস এই বিলকে সংবিধানের মূলনীতি, ধারা ও চর্চার ওপর আঘাত বলে নিন্দা করেছে। সেই সঙ্গে তারা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই বিল পাস হতো না, যদি না তথাকথিত মুসলিম-সমর্থক রাজনীতিবিদ চন্দ্রবাবু নাইডু, নীতীশ কুমার ও জয়ন্ত চৌধুরীর মতো নেতারা সমর্থন দিতেন। ফলে এটা স্পষ্ট, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রে মুসলমানরা আজ পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবে অনাথ। বিচার চাওয়ার মতো আর কোনো নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি তাদের পাশে নেই। যেসব দল নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে দাবি করে, তারাও অনেক সময় হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে পরোক্ষভাবে এগিয়ে দিয়েছে। এর ফলে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যকে আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম হয়েছে। এটি ভারতের সংবিধানিক অভিযাত্রার পথে এক অন্ধকার অধ্যায়। ওয়াক্ফ হলো ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী একটি ধর্মীয় দানব্যবস্থা। কোনো ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তি দরিদ্রদের কল্যাণে দান করেন। এরপর সেটি আর ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে না। সেই সম্পত্তি আল্লাহর নামে দান করা হয়। এই সম্পত্তির মাধ্যমে মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি পরিচালিত হয়। ১৯৯৫ সালের ওয়াক্ফ আইন অনুযায়ী এগুলো চলে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের ওয়াক্ফ বোর্ডের মাধ্যমে এগুলোর তদারকি হয়। রাজ্য সরকারগুলো এই সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো সমস্যা হলে তা ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে ওঠে। স্বীকার করতে হবে, অনেক ওয়াক্ফ বোর্ডই দুর্নীতিগ্রস্ত বা অকার্যকর। অনেক জায়গায় বেসরকারি দখলদারি বা জমি জবরদখলের অভিযোগও রয়েছে। তবে এ রকম সমস্যা ভারতের সাধারণ জমি, জলাশয় বা বনভূমিতেও দেখা যায়। এই দখলদারির কারণে দরিদ্রদের পক্ষে ওয়াক্ফের সুবিধা পাওয়া কঠিন করে তোলে। ফলে ওয়াক্ফের মূল উদ্দেশ্যটাই বাধাগ্রস্ত হয়। তাই একটা সার্বিক সংস্কার দরকার। এই সংস্কার ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে দাবি করেছেন অনেক সচেতন নাগরিক ও সংগঠন। কিন্তু বর্তমান সরকার হঠাৎ মুসলমানদের কল্যাণের কথা বলে এত বড় উদ্যোগ নিচ্ছেড়এটা সন্দেহজনক। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার মুসলিম সমাজকে না জানিয়ে, আলোচনায় না বসেই করা হলে, সেটাকে নিছক হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু এর আড়ালে আরও গভীর শঙ্কা লুকিয়ে আছে। বাস্তবতা হলো, গত দশ বছরে সরকারের কোনো কার্যকলাপে মুসলমানদের প্রতি আন্তরিকতা দেখা যায়নি; বরং প্রতিনিয়ত বাড়ছে ঘৃণা, বিদ্বেষ আর বিভাজনের রাজনীতি। গরু রক্ষার নামে গণপিটুনি, লাভ জিহাদ বা করোনা জিহাদের মতো কাল্পনিক ধোঁয়া তুলে মুসলমানদের হয়রানি করা হয়েছে। এসব ঘটনায় সরকার বরাবর নীরব থেকেছে। উত্তর প্রদেশে বুলডোজার এখন সরকারিভাবে শাস্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। মসজিদের নিচে মন্দির খোঁজার নামে হিন্দুত্ববাদী বাহিনীরা প্রশাসনের প্রশ্রয়ে যা খুশি তাই করছে। নির্বাচনের সময় মুসলিমবিদ্বেষী ভাষা ব্যবহার এখন যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। মোগল, মাছ-মাংস এসব শব্দই এখন মুসলমানদের বিপক্ষে ইঙ্গিত হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য চালু থাকা বৃত্তি প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফুটপাতের মুসলমান ছোট ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। পার্কে শান্তিপূর্ণভাবে নামাজ পড়লেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এমনকি ঈদের নামাজ রাস্তায় পড়াও অনেক জায়গায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই বাস্তবতায় সরকার দাবি করছে, ওয়াক্ফ আইন সংশোধন করছে মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হলো, হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে আরও উসকে দেওয়া। বিলটি পাস করানোর আগে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রচার চলেছে, মুসলমানরা নাকি হিন্দুদের জমি দখল করে নেবে ওয়াক্ফের নামে। এনডিএ জোট এই মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে বিহার নির্বাচনে সুবিধা নিতে চায়। এই বিল জমি ও সম্পত্তির ওপর বড় ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ারও হতে পারে। কারণ, এই খাতে ইতিমধ্যেই বড় ধরনের দুর্নীতি বিদ্যমান। এই ওয়াক্ফ সংশোধন বিল সরাসরি সংবিধানের মূল চেতনার ওপর আঘাত করেছে। এটি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করে। সংখ্যালঘুদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যে সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে, সেটিও এতে খর্ব হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে, ওয়াক্ফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য রাখতে হবে। এই সিদ্ধান্ত একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে বৈষম্যমূলক হস্তক্ষেপ। সরকার যদি সত্যিই বৈচিত্র্য ও সমান অধিকার চায়, তাহলে তিরুপতি দেবস্থানম বোর্ডে কি মুসলমান, খ্রিষ্টান বা পার্সিদের নিয়োগ করবে যদি সত্যিই সব ধর্মের জন্য এক আইন দরকার হয়, তাহলে তা হোক ইউনিফর্ম সিভিল কোডের আওতায়। সব ধর্মস্থলের জন্য এক নিয়ম হোক। নতুন আইন অনুযায়ী, কেউ ওয়াক্ফ করতে চাইলে তাঁকে আগে কমপক্ষে পাঁচ বছর ধরে মুসলমান থাকতে হবে। এই বিধান করে ওয়াক্ফকে একধরনের বেসরকারি প্রকল্পের মতো সাজানো হয়েছে।

এই বিল আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তবে আসল লড়াইটা সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে হওয়া দরকার। যাঁরা ভারতীয় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের এক হয়ে ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই এখন জরুরি। মুসলমানরাও তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। গণতান্ত্রিক চেতনায় দৃঢ় কোনো নেতৃত্ব মুসলিম সমাজে এখন চোখে পড়ে না। এই দুর্বল নেতৃত্বই পুরো সম্প্রদায়ের এক বড় সমস্যা। অবশ্য দমন-পীড়নের মুখে থাকা একটি জাতিগোষ্ঠীর কাছে সব সময়ে নেতৃত্বের দাবি তোলা অন্যায্যও বটে; কিন্তু পবিত্র কোরআনের বাণী মনে রাখতে হবে–আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ভারতীয় সংবিধান এখনো আমাদের আশার জায়গা, যেখানে একতা ও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। আমাদের দরকার এমন একটি বৃহত্তর গণআন্দোলন, যেখানে ধর্মের বিভাজন পেরিয়ে সবাই মিলে ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়বে। যেমনটা আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেখেছি। সিএএ-এনআরসি, লাভ জিহাদ আইন, আর এখন এই নতুন ওয়াক্ফ আইনড়সবই দেখিয়ে দিচ্ছে যে এখন সময় হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে এক শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক চেতনার নেতৃত্ব গড়ে তোলার। নেতৃত্ব হোক মুসলিম, হোক বা অমুসলিমড়যাঁরা আমাদের সংবিধান, সাম্য আর সহাবস্থানের পক্ষে কথা বলবেন, তাঁরাই হোক আমাদের ভরসা।

বিশ্বে বাল্য বিবাহে অষ্টম বাংলাদেশ; এশিয়ায় শীর্ষে

মো: হায়দার আলী

মরণ বাঁধ ফারাক্কার কারণে পদ্মা এখন ধূধূ বালু চর নিয়ে লিখার জন্য খাতা কলম, তথ্য - উপাত্ত, নিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসলাম এমন সময় জানা যায়, রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফয়সাল আহমেদ নিজে উপস্থিত হয়ে মাটিকাটা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছেন এবং ১৩ বছর বয়সী ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক মেয়ের বাল্য বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০১৭ অনুযায়ী পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেছেন। এ কর্মকর্তা গোদাগাড়ী উপজেলার বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে বেশ তৎপর রয়েছেন এর আগে তিনি দশম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ের বিয়ে বন্ধ করে কনে পক্ষকেও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। দেশে বাল্য বিয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে মোবাইল করে এ সম্পর্কে একটু কিছু লিখার অনুরোধ করেছেন তাই আল্লাহর নাম নিয়ে এ বিষয়ে লিখা শুরু করলাম। সমাজব্যবস্থায় বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যার মাধ্যমে নারী-পুরুষের সুখ-শান্তি, প্রেম-প্রীতির মধুরতম বন্ধন সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে মানব বংশের স্থায়িত্ব ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে। তবে বাল্যবিবাহ দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ। পৃথিবীর যে কয়টি দেশে বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেশি, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশে বেশিরভাগ মেয়ের বিয়ে হয় ১২-১৮ বছরের মধ্যে। বিয়ের ১৩ মাসের মধ্যেই ৬৫% নারী সন্তান ধারণ করেন। গ্রামের নারীদের বেশিরভাগই বিয়ের এক বছরের মধ্যে সন্তান জন্ম দেন। এসব বাল্যবিবাহের অধিকাংশ কারণ হচ্ছে- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে অনুপস্থিতি, স্মার্ট ফোনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি, ছেলে মেয়ের অবাধে বিচরণ, কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করা, দরিদ্রতা, সচেতনতার অভাব, প্রচলিত কুসংস্কার, সামাজিক অস্থিরতা, মেয়েশিশুর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরাপত্তার অভাব, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, যৌতুক প্রথা এবং বাল্যবিবাহ রোধ-সংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়াসহ নানা কারণে বাল্য বিয়ে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, পিতা মাতা মেয়েদের বাল্য বিয়ে দেওয়াটাকে মুখ্য, পড়া লিখা করাটাকে গৌণ বলেই মনে করছেন। বাল্যবিবাহের কারণে অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণ, মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহানি, তালাক, পতিতাবৃত্তি, অপরিপক্ব সন্তান প্রসবসহ নানাবিধ জটিলতার শিকার হচ্ছে। আমার কলাম লেখার কারণে পিতামাতা সচেতন হবেন, প্রশাসন আরও কঠোর হবেন, ফলে অনেক মেয়ে বাল্য বিয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে, ভবিষ্যতে ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রভাষক, আইনবিদ, পুলিশ কর্মকর্তা, , এসিল্যান্ড, ইউএনও, ডিসি, সচিব, বিচারকসহ বিভিন্ন পেশার বড় বড় স্তরে মেয়েরা প্রতিনিধিত্ব করবেন, দেশ, সমাজ, জাতি এগিয়ে যাবে। আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদেরকে আদর্শ জাতি উপহার দিব। একটি সুস্থ জাতি পেতে প্রয়োজন একজন শিক্ষিত মা, বলেছিলেন প্রখ্যাত মনীষী ও দার্শনিক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। অথচ এ সকল মায়েদের শিক্ষিত তো দূরের কথা বাল্য বয়সে বিয়ে হচ্ছে তাদের। বাল্য বিয়ে সমাজে এখন একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাল্যবিবাহ আইন থাকলেও তার বাস্তবে প্রয়োগ করা হচ্ছেনা এ আইনটির। এ বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ইউনিসেফ, ইউএন উইমেন এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের একটি যৌথ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। 'গার্লস গোলস: হোয়াট হ্যাজ চেঞ্জড ফর গার্লস? অ্যাডলসেন্ট গার্লস রাইটস ওভার ৩০ ইয়ার্স' শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, বাংলাদেশে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৫১ দশমিক ৪ শতাংশেরই বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর হওয়ার আগে। '১৯৯৯ বেইজিং ঘোষণা'য় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নারীদের সার্বিক উন্নয়নে যে-সব অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৬টি লক্ষ্যের অর্ধেকও পূরণ করতে পারেনি কোনো দেশ। এদিকে ২০৩০ জাতিসংঘের টেকসই অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য আর মাত্র পাঁচ বছর বাকি থাকায় এ ক্ষেত্রে নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করার আহ্বান জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। এতে বলা হয় বিশ্বের অনেক দেশ তাদের কিশোরী মেয়েদের বিকাশের জন্য বিনিয়োগ করে শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়েই নয় দেশের সার্বিক স্থিতিশীলতায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ব্যাপক সুফল লাভ করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। কেননা এখানে প্রতিনিয়তই নানা বৈষম্য, সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, শিক্ষার সুযোগের ঘাটতি এবং সুযোগ স্বল্পতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে কিশোরীদের। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সন্তান জন্ম দিচ্ছেন ২৪ শতাংশ নারী। তা ছাড়া বিগত ১২ মাসে সঙ্গীর দ্বারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের ২৮ শতাংশ। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে মাত্র ৪৭ শতাংশ নিজেদের প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে জেনে বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বৈশ্বিকভাবে ১৫ বছর বয়সী কিশোরীদের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বেড়ে ৭৯ দশমিক ১ বছর হয়েছে (গত ২৫ বছরে সাড়ে ৪ বছর বেড়েছে)। নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রগতি হলেও ডিজিটাল দক্ষতার দিক দিয়ে উদ্বেগজনকভাবে পিছিয়ে আছে দেশের কিশোরী ও তরুণীরা। বিশ্বে যে সাতটি দেশে নারীদের ডিজিটাল দক্ষতার হার ২ শতাংশ বা তার চেয়ে কম, সেসব দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া সম্পন্ন করতে পারে ৫৯ দশমিক ২২ শতাংশ কন্যাশিশু। তাই প্রতিবেদনে কিশোরী মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০৩০ এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সরকার ও অংশীজনদের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, 'জীবন দক্ষতা ও ডিজিটাল শিক্ষা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি উচ্চ হারে বিদ্যমান শিশু বিয়ে এবং কন্যাশিশু ও নারীদের ওপর সহিংসতা মোকাবিলা করা; কেননা এর ফলে অল্প বয়সে ও বিপজ্জনকভাবে সন্তান ধারণের ঘটনা ঘটে এবং প্রায়ই প্রাণ হারায় ছোট্ট-বয়সী মা ও তার সন্তান।' বাংলাদেশে ইউএন উইমেনের প্রতিনিধি গীতাঞ্জলি সিং বলেন, 'বাংলাদেশে এখনো অনেক কন্যাশিশু স্কুলে যায় না। তারা বাল্যবিবাহের মতো ক্ষতিকর চর্চা ও সহিংসতার ঝুঁকিতে রয়েছে। তাদের সম্ভাবনার বিকাশের জন্য 'অল-হ্যান্ডস-অন-ডেক' অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ এখন থেকে সবাই মিলে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা আবশ্যক।' প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস বলেন, 'শিশু বিয়ে, অল্প বয়সে ও জোরপূর্বক বিয়ের হার কমানো, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি এবং কিশোরীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও জনপরিসরে মেয়েদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনো অনেক কিছু করার রয়েছে।' বিশ্বে প্রতি ৭ সেকেন্ডে ১৫ বছরের কম বয়সী একটি কন্যাশিশুর বিয়ে হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয় ১০ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের অনেক বেশি বয়সী পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। আফগানিস্তান, ইয়েমেন, ভারত, সোমালিয়াসহ বিভিন্ন দেশে এ ধরনের বিয়ের ঘটনা ঘটে। তবে ভারতে এ হার সবচেয়ে বেশি। কন্যাশিশুর বিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর অন্যতম একটি। বাংলাদেশে ১৮ শতাংশ মেয়ের ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়। ইউনিসেফের মতে বর্তমানে বিশ্বে ৭০ কোটি মেয়ে বাল্যবিয়ের শিকার। এ ধারা চলতে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা বেড়ে ৯৫ কোটিতে পৌঁছতে পারে। ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ১৫ বছরের কম বয়সী বিবাহিত মেয়েদের ২০ শতাংশ ২৪ বছর বয়স হওয়ার আগেই দুই বা ততোধিক সন্তানের মা হচ্ছেন, এর ফলে প্রসূতির মৃত্যুর হার এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যার প্রকট বাড়ছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক হেলথ সার্ভের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী এক দশক ধরে বাংলাদেশে ৬৬ শতাংশ ক্ষেত্রে ১৯ বছর বয়সের আগেই বাল্যবিয়ের শিকার নারীরা অন্তঃসত্ত্বা হচ্ছে। বাল্যবিবাহ নিয়ে আমাদের দেশে অনেক বির্তক রয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে হলে সবার আগে আমাদের মা-বাবাকে সচেতন হতে হবে। বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে মানুষ অনেক বেশি সচেতন। তারপরও দেশ থেকে এই ব্যাধি পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি বাল্য বিবাহের হারের লজ্জা বাংলাদেশের। খবরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে প্রতি তিনটি বিয়ের দুটিতেই কনের বিয়ের বয়স থাকে ১৮ বছরের নিচে। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় এ হার সর্বোচ্চ। ৬ মার্চ ২০১৮ বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে জাতিসংঘ বলছে, বিশ্বজুড়ে বাল্যবিয়ে কমছে, কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি কী? ইউনিসেফ বলছে, বিশ্বজুড়ে গত এক দশকে বাল্যবিয়ে পনেরো শতাংশ কমে এসেছে। জাতিসংঘ বলছে, সারা বিশ্বে বাল্য বিবাহের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমছে। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ তার এক প্রতিবেদনে বলছে, গত এক দশকে সারা পৃথিবীতে আড়াই কোটি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। সংস্থাটি বলছে, বর্তমানে প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে একজনের বিয়ে হয় ১৮ বছর হওয়ার আগেই। কিন্তু এক দশক আগে এই সংখ্যা ছিল প্রতি চারজনে একজন। ইউনিসেফের রিপোর্ট বলছে, বিশ্বজুড়ে গত এক দশকে বাল্যবিয়ে পনেরো শতাংশ কমে এসেছে। সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। রিপোর্টে বলা হচ্ছে, সেখানে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার প্রায় ৫০ শতাংশ থেকে এখন ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। বাল্য বিয়ের হার বাংলাদেশেও খুব বেশি ছিল, সর্বশেষ ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫২ শতাংশ মেয়ে বাল্য বিয়ের শিকার হতো। কিন্তু বর্তমানে এই হার কত সেটা নিশ্চিত করে জানা গেলেও জাতিসংঘ বলছে, বাল্যবিয়ের সংখ্যা কমেছে। কিন্তু এখনও সেটা ৫০ শতাংশের উপরেই রয়ে গেছে। ঢাকায় ইউনিসেফের একজন কর্মকর্তা সোনিয়া সর্দার বলছেন, নতুন এই রিপোর্টে তারা দেখছেন বাংলাদেশেও বাল্য বিয়ের হার কমছে। তিনি বলেন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এক ধরনের উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। অল্পবয়সী মেয়েরাও এখন তাদের বিয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং কমিউনিটিতে যে-সব সংগঠন কাজ করে তারাও এগিয়ে এসেছে, বলেন তিনি। কিন্তু নারীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে এরকম একটি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নীনা গোস্বামী বলছেন, এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়েছে বলে তারা মনে করেন না। তবে তিনি মনে করেন, যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেটাও সম্ভব হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর দীর্ঘদিনের তৎপরতার কারণে। ''এখন মোটামুটি সবাই জানে যে বিয়ের জন্যে ন্যূনতম বয়স হচ্ছে ১৮। হার কমেছে কি বেড়েছে তার চাইতেও এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই না একটি শিশুও যাতে এ ধরনের বিয়ের শিকার হয়'', বলেন তিনি। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে বাল্য বিয়ের এই হার এখনও খুব বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অল্পবয়সী মেয়েরাই এখন তাদের বিয়ে ঠেকাতে এগিয়ে আসছে। সচেতনতা বাড়ার পরেও কেন এই বিয়ে রোধ করা যাচ্ছে না এই প্রশ্নের জবাবে নীনা গোস্বামী সামাজিক ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, ''পরিবারে মেয়ে-শিশুকে এখনও একটি দায়ভার হিসেবে মনে করা হচ্ছে।'' তিনি বলেন, আইনে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে করা আইনের বিশেষ একটি ধারার কারণে এটা ততোটা কার্যকর করা হচ্ছে না। ওই ধারাটিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে মেয়েদের ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে দেওয়াকে আইনসম্মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউনিসেফ বলছে, ভারতে বাল্য বিবাহ কমানো সম্ভব হয়েছে নারীদের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে। তাদেরকে বাল্য বিয়ের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বুঝিয়ে সচেতন করা হয়েছে। ইউনিসেফ বলছে, বাল্য বিবাহের প্রবণতা এখনও সবচেয়ে বেশি আফ্রিকায়। কিন্তু তারপরেও ইথিওপিয়াতে এধরনের বিয়ের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ইউনিসেফের রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাহারা মরুভূমির আশেপাশের দেশগুলোতে প্রতি তিনজন নারীর একজনের বাল্যকালেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এক দশক আগে এটা ছিলো প্রতি পাঁচজনে একজন। জাতিসংঘের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বিশ্ব নেতারা ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্য বিবাহের অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি বলা হয়- ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ বা অন্যান্য জটিল ও প্রাণঘাতী রোগের চেয়েও বেশি ভয়ংকর বাল্যবিয়ে, তাহলে খুব একটা ভুল বলা হবে বলে মনে হয় না। কারণ প্রাণঘাতী রোগে একজন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু বা ক্ষতি হয়। কিন্তু বাল্যবিয়ে একটা মেয়ে ও তার প্রজন্মকে নিঃশেষ করে দেয়। স্বাধীন সত্তা হিসেবে একজন বালেগা মুসলিম নারী যে কোনো মুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অভিভাবক তাকে জোরপূর্বক বিবাহ দিলে তা কার্যকর হবে না। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪-এর খসড়া। প্রস্তাবিতাবিত খসড়া আইনে নারীর বিয়ের বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ এবং পুরুষের জন্য ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯২৯ সাল থেকে আইনিভাবে আগের বয়সসীমা ২১/১৮ চালু আছে। সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধের নামে এই আইন পাস করার পথে হাঁটলেও সংশ্লিষ্টরা মনে করেন এর ফলে বাল্যবিবাহ আইনগত ভিত্তি পেতে যাচ্ছে। মেয়েদের বয়স কমিয়ে আনার বিষয়টি সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। কেননা মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ করাটা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। প্রচলিত আইন নিষিদ্ধ হওয়ার পরও বাল্যবিয়ে সমাজে যে রীতি চালু রয়েছে যতটা না আইনের কারণে, তার চেয়ে বেশি প্রয়োগের অভাবে। নারী-পুরুষ মিলেই তো একটি পরিবার। ২০১৪ সালের জরিপ অনুযায়ী আমাদের দেশে বিয়ের গড় বয়স ১৫.৮ বছর। আগের তুলনায় এটা কমেছে। কিন্তু এখনও ১৩-১৪ বছর বয়সেও অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। দরিদ্র বাবা-মা মনে করছে বিয়ে দিলেই মেয়ে ভালো থাকবে। আর্থ-সামাজিক নানা কারণেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়। আবার কোচিং প্রাইভেট বাণিজ্য নিষিদ্ধ থাকলেও তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকায় ব্যাঙের ছাতার মত যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে এসব অবৈধ কারবার ফলে সেখানে ছেলে মেয়ে একসাথে পাঠদান করা হয়। অবাধে মেলা মেশার কারণে প্রেম-প্রীতি, অবৈধ গর্ভধারণ করায় বাল্য বিয়ে আশঙ্কা জনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাল্যবিয়ের প্রধান কুফল হচ্ছে অল্প বয়সেই তারা সন্তানের মা হয়। শিশুর পেটে আর এক শিশু এটা কি মেনে নেওয়া যায়? আবার অনেক পরিবারে দেখা গেছে নববধূ বছর ঘুরতেই মা না হলে তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শেষ থাকে না। নিকট অতীতে বাল্যবিয়ের প্রতিবাদে প্রাণ দিয়েছে কুড়িগ্রামের রিমা। জোর করে বাল্যবিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য করায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে রিমা আক্তার নামের ৭ম শ্রেণির এক মেধাবী ছাত্রী। বিয়েতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না রিমা। এ অবস্থায় রিমার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায় তার বাবা। এতে অভিমান করে রিমা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। বিয়ের উপযুক্ত বয়স কোনটি? এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কারণ একজন বালক ও বালিকার শারীরিক গঠন, স্থান, কাল ও পরিবেশভেদের ওপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের একজন বালিকা যে বয়সে বিয়ের উপযুক্ত মনে করা হয় সেটা হয়তবা অন্য কোনো দেশে তারও আগে হতে পারে।

এজন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ কখনও ফরজ, কখনও ওয়াজিব, কখনও সুন্নাত আবার কখনো হারাম তথা নিষিদ্ধ। অতএব সোনা, রুপা ও লোহা এক পাল্লায় ওজন করা হবে হঠকারী সিদ্ধান্ত। বিয়ের উপযুক্ত বয়সের সময়টা ভালো বুঝতে পারে ব্যক্তি নিজেই। তবে অভিভাবকদের সতর্ক ও সচেতন হওয়া জরুরি। কারণ অভিভাবকরা তো এ সময়টা পার করেই বুড়ো হয়েছেন। অভিভাবকদের মনে রাখা দরকার অবিবাহিত ছেলে-মেয়ে যদি অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়, তখন তার দায়ভার কিন্তু পিতামাতার ওপর বর্তায়। প্রাপ্তবয়স্ক ও সামর্থ্যবান হলে কালবিলম্ব না করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। বাল্য বিয়ে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন অভিভাবকের সচেতনতা ও আইনের শাসন। যে বয়সে একটি মেয়েশিশুর খেলাধুলা করার কথা, সে বয়সে তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। মানসিক পরিপক্বতা না আসার কারণে তার পক্ষে অন্য সংসারে গিয়ে মানিয়ে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন শুরু হয় নির্যাতন। আবার এও দেখা গেছে যে শারীরিক পরিপক্বতা আসার আগেই সন্তান ধারণা করার ফলে মেয়েটির জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। একজন অভিভাবক হিসেবে নিজের সন্তানকে এ ধরনের বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া কখনই কাম্য হতে পারে না। অথচ যুগের পর যুগ আমাদের সমাজে তা-ই হয়ে আসছে। আমরা আশা করি প্রশাসন ও স্থানীয় সচেতন মহলের মিলিত প্রয়াসে এই অভিশাপ থেকে আমাদের মেয়েরা মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। এবছর গত মার্চ মাসে অন লাইল পত্রিকার আর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বিশ্বে বছরে 'বাল্য বিবাহের' শিকার ১২ মিলিয়ন শিশু- ইউনিসেফ বিশ্বে প্রতি বছর অন্তত ১২ মিলিয়ন শিশু 'বাল্য বিবাহের' শিকার হয় বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশু তহবিল-ইউনিসেফ। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।

পাশাপাশি গত ১০ বছরে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকায় বাল্যবিবাহের হার প্রায় ২০ শতাংশ কমে এসেছে বলে জানানো হয়। সেই সাথে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ও উঠে আসে ইউনিসেফের প্রতিবেদনে। এ ছাড়া ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে তুলনামূলকভাবে অগ্রগামী হলেও এখনো নানা ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছে কন্যা শিশুরা। ইউনিসেফ জানায়, বিশ্বে প্রতি চার জন কন্যা শিশুর মধ্যে এক জনকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। বিশ্বজুড়ে বাল্যবিবাহ রোধে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হলেও ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি শিশু বাল্য বিবাহের শিকার হওয়ার আশঙ্কার কথা জানিয়েছে ইউনিসেফ। তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, পারিবারিক মূল্যবোধ ও জনসচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে এই হার আরও কমানো সম্ভব বলে জানায় সংস্থাটি। এদিকে, ভারত, বাংলাদেশ, চীন, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, সুদানসহ আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছরের আগেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। ফলে পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় সেখানে শিশু জন্মের হার অনেকাংশেই বেশি। পাশাপাশি মাথাপিছু আয়, গর্ভকালীন জটিলতায় মাতৃ-মৃত্যুর হার ও অপুষ্টিজনিত শিশুর সংখ্যাও বেশি। স্থানীয় প্রশাসনের মাঝেও আনতে হবে সচেতনতা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আরও অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসতে হবে। স্থানীয়ভাবে যে-সব সংগঠন কাজ করছে তাদের সবার সঙ্গে মিলে একটি জাতীয় পরিকল্পনা ঘোষণা করার এখনি সময়। সেই পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজে নেমে না পড়লে সামনে কী হবে তা বলা মুশকিল।

লেখক: মো. হায়দার আলী; প্রধান শিক্ষক, মহিশালবাড়ী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪-এর খসড়া। প্রস্তাবিতাবিত খসড়া আইনে নারীর বিয়ের বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ এবং পুরুষের জন্য ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯২৯ সাল থেকে আইনিভাবে আগের বয়স-সীমা ২১/১৮ চালু আছে। সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধের নামে এই আইন পাস করার পথে হাঁটলেও সংশ্লিষ্টরা মনে করেন এর ফলে বাল্যবিবাহ আইনগত ভিত্তি পেতে যাচ্ছে। মেয়েদের বয়স কমিয়ে আনার বিষয়টি সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। কেননা মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ করাটা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। প্রচলিত আইন নিষিদ্ধ হওয়ার পরও বাল্যবিয়ে সমাজে যে রীতি চালু রয়েছে যতটা না আইনের কারণে, তার চেয়ে বেশি প্রয়োগের অভাবে। নারী-পুরুষ মিলেই তো একটি পরিবার। ২০১৪ সালের জরিপ অনুযায়ী আমাদের দেশে বিয়ের গড় বয়স ১৫.৮ বছর। আগের তুলনায় এটা কমেছে। কিন্তু এখনও ১৩-১৪ বছর বয়সেও অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। দরিদ্র বাবা-মা মনে করছে বিয়ে দিলেই মেয়ে ভালো থাকবে। আর্থ-সামাজিক নানা কারণেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়। আবার কোচিং প্রাইভেট বাণিজ্য নিষিদ্ধ থাকলেও তার বাস্তব প্রয়োগ না

ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকধারীর হামলা, নিহত ২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ফের বন্দুকধারীর হামলা। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার ফ্লোরিডা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ব্যক্তির গুলিতে দুইজন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন আরও চার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ প্রধান জেসন ট্রামবাওয়ার জানিয়েছেন, নিহতরা ছাত্র না হলেও বন্দুকধারী এফএসইউ-র ছাত্র। তিনি আরও জানান, হামলাকারীসহ পাঁচ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবারই গুলির আঘাত রয়েছে। ২০২৪-এর জরিপ অনুযায়ী এফএসইউ-তে প্রায় ৪৪ হাজার শিক্ষার্থী পড়তে আসে। এই ঘটনার পরে কর্তৃপক্ষ এদিনের ক্লাস ও অন্যান্য অনুষ্ঠান মুলতুবি করে দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ১৮ বছর বয়সী এই হামলাকারী স্থানীয় এক কাউন্টি শেরিফের ছেলে। এই শেরিফ ১৮ বছর ধরে কর্মরত। তারই বন্দুক নিয়ে গুলি চালানো হয়েছে। শেরিফ ওয়াল্ট ম্যাকনিল সাংবাদিকদের বলেন, দুর্ভাগ্যবশত তার একটি বন্দুক তার ছেলের নাগালের মধ্যেই ছিল। এই বন্দুকটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে একটি। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টিভ শুটার অ্যালার্ট জারি করার পর থেকেই অ্যাম্বুলেন্সসহ অন্যান্য জরুরিসেবা প্রস্তুত ছিল। ওয়ায়েন নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, প্রথম গুলির আওয়াজ শোনার পরেই সবাই পালাতে শুরু করে। এক মিনিট পর আরও আট থেকে দশটি গুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। সূত্রঃ ডয়েচে ভেলে।

যাত্রী ভাড়া থেকে ৭ ডলার চুরি করে ৮৪ হাজার ডলার জরিমানা গুণলেন চালক!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাপানের এক বাসচালক যাত্রীদের ভাড়া থেকে ৭ ডলার চুরি করে চাকরিচ্যুত হয়ে তাকে ৮৪ হাজার ডলার জরিমানা গুণতে হয়েছে। ওই গাড়িচালক ২৯ বছর ধরে একটি কোম্পানির যাত্রীবাহী বাস চালাতেন। ২০২২ সালে ১ হাজার ইয়েন (৭ ডলার) চুরি করার সময় তার বাসের নিরাপত্তা ক্যামেরায় ধরা পড়ার পর কিয়োটো সিটি ওই চালককে বরখাস্ত করে। অবসরকালীন ১ কোটি ২০ লাখ ইয়েনেরও বেশি (৮৪ হাজার ডলার) অর্থ হারানোর পর চালক শহর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করে হেরে যায়। তার পক্ষে উলটো রায় দেওয়া হয়। আদালত রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছেন, শাস্তি আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল। টোকিও থেকে এএফপি এই খবর জানায়। এদিকে গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট শহর কর্তৃপক্ষের পক্ষে চূড়ান্ত রায় দিয়ে মূল জরিমানা পুনর্বহাল করে। রায়ে বলা হয়েছে, ওই ব্যক্তির আচরণ বাস ব্যবস্থা এবং বাস পরিষেবার সুষ্ঠু পরিচালনার প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করতে পারে। রায় অনুসারে মূল ঘটনায় পাঁচ জন যাত্রীর একটি দল বাসে উঠে চালককে ১,১৫০ ইয়েন দেয়।

কিন্তু চালক ৫ জনকে ১৫০ ইয়েন মূল্যের কয়েন ভাড়া সংগ্রহের বাক্সে ফেলতে নির্দেশ দিয়ে অবশিষ্ট ১ হাজার ইয়েনের বিল হাতে নিল এবং সঠিকভাবে রিপোর্ট করল না। ক্যামেরায় ধরা পড়া সত্ত্বেও তিনি তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে বৈঠকের সময় তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলেন। রায় অনুযায়ী বিভিন্ন ঘটনার জন্য চালককে তার কর্মজীবনে বেশ কয়েক দফা তিরস্কার করা হয়েছিল। এরমধ্যে ছিল ডিউটিতে থাকাকালীন বারবার ইলেকট্রনিক সিগারেট খাওয়া, যদিও বাসে কোনো যাত্রী ছিল না। কিয়োটো সিটি আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। কিয়োটোর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যুরোর এক কর্মকর্তা শিনিচি হিরাই এএফপি'কে বলেছেন, 'প্রত্যেক বাস চালক একাই কাজ করেন এবং জনসাধারণের অর্থ পরিচালনা করেন। আমাদের কাজের এই ক্ষেত্রটির সাথে সম্পর্কিত অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছি।' তিনি বলেছেন, 'যদি আমাদের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, তাহলে আমাদের সংস্থা অসাবধান হয়ে পড়তে পারে এবং এর ফলে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হতে পারে।'

ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত ইউরোপের হাতে : রুবিও

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের পারমাণবিক চুক্তি লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। গতকাল শুক্রবার প্যারিসে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি এই মন্তব্য করেন। খবর এএফপির। মার্কো রুবিও বলেন, 'ইউরোপকে খুব শিগগিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবেড়স্ন্যাপব্যাক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে কি নাড়কারণ ইরান স্পষ্টতই বর্তমান চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছে।' প্রসঙ্গত, 'স্ন্যাপব্যাক' হলো একটি কূটনৈতিক বা আন্তর্জাতিক আইনগত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কঠোর নিষেধাজ্ঞাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্বহাল করা যায়, যদি কোনো দেশ কোনো চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে। ২০১৫ সালে চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্যসহ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন (জেসিপিওএ) নামের একটি চুক্তিতে পৌঁছায়। চুক্তি মোতাবেক ইরান পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করতে সম্মত হয়। শর্ত মেনে চলার বদলে সে সময় ইরানের ওপর আরোপ করা বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে ২০১৮ সালে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করার ঐতিহাসিক সেই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন। ওয়াশিংটন চুক্তি থেকে সরে আসার আগে তেহরান চুক্তির শর্ত মেনে চললেও পরবর্তীতে দেশটি ধীরে ধীরে তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসতে শুরু করে। মার্কো রুবিও জোর দিয়ে বলেন, 'ইরান চুক্তির বাইরে চলে গেছে, তাদের ওপর আবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা অপরিহার্য।' ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর ওয়াশিংটন আগের চুক্তি ভেঙে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক আলোচনা আবার শুরু করে। গত সপ্তাহান্তে ওমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। তবে সেখানে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর উপস্থিতি ছিল না। আজ শনিবার ওমানের মধ্যস্থতায় ইতালিতে আরেকটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

পাঞ্জাবের ১৪টি গ্রেনেড হামলার মাস্টারমাইন্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের পাঞ্জাবে ১৪টিরও বেশি গ্রেনেড হামলার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসী হারপ্রীত সিং ওরফে হ্যাপি প্যাসিয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে এই খবর বলা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হারপ্রীতের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া দুটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত রয়েছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হারপ্রীত অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন এবং ধরা পড়ার ভয়ে বার্নার ফোন ব্যবহার করতেন। বার্নার ফোন হচ্ছে এক প্রকার বার্নার ফোন অ্যাপ্লিকেশন, যা ব্যবহারকারীকে গোপনীয়তা রক্ষার সুবিধা প্রদান করে। যেমন নিজের ফোন নম্বর গোপন রাখা, ওয়েব ও অ্যাপে সাইন আপ করার সময় একটি ভার্চুয়াল ইমেল ব্যবহার করাসহ ভৌগলিক অবস্থান সঠিকভাবে প্রকাশ না করা। ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) চণ্ডীগড়ায় ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের গ্রেনেড হামলার অভিযোগে হ্যাপি প্যাসিয়ার নাম প্রকাশ করেছে। অবসরপ্রাপ্ত পাঞ্জাব পুলিশ কর্মকর্তার আবাসকে লক্ষ্য করে এই হামলাটি চালানো হয়েছিল। হামলাটি নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বাব্বার খালসা ইন্টারন্যাশনাল (বিকেআই)-এর ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। এনআইএর মতে, হারপ্রীত সিং ওরফে হ্যাপি প্যাসিয়া ও পাকিস্তান ভিত্তিক সন্ত্রাসী হারভিন্দর সিং সন্ধু ওরফে রিন্ডা হামলার পিছনে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন। যেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তদারকি করা হয়েছিল। দুইজনের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে তাদের কর্মীদের জন্য লজিস্টিকাল সহায়তা, তহবিল এবং অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে।

ইউক্রেন শান্তি প্রচেষ্টা থেকে সরে যাওয়ার হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর স্পষ্ট লক্ষণ না পেলে, কয়েক দিনের মধ্যেই মধ্যস্থতার চেষ্টা থেকে সরে আসবেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। গতকাল শুক্রবার প্যারিসে ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি বলেন, আমরা সপ্তাহ বা মাসখানেক ধরে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব না। তাই আমাদের এখনই খুব দ্রুত নির্ধারণ করতে হবে, আমি কয়েক দিনের বিষয় নিয়ে কথা বলছি; আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটি সম্ভব কি না...। রুবিও বলেন, প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প) এই বিষয় খুবই দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন।

ইয়েমেনে মার্কিন বিমান হামলায় নিহত ৩৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক মার্কিন বিমান হামলায় কমপক্ষে ৩৩ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার ভোরে এই হামলায় আরো ৮০ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আল মাসিরাহ টিভি। আল-জাজিরা জানিয়েছে, মার্কিন বাহিনী এ পর্যন্ত ইয়েমেনে যে কয়টি হামলা চালিয়েছে এটি তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হতে পারে। ইয়েমেনের হোদেইদাহ স্বাস্থ্য অফিসের বরাত দিয়ে আল মাসিরাহ টিভি জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার ভোরে এই হামলা চালানো হয়। মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, হুতি যোদ্ধাদের জ্বালানির উৎস বন্ধ করার জন্যই হামলা চালানো হচ্ছে। লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলের উপর এই গোষ্ঠীর আক্রমণ বন্ধ না করা পর্যন্ত তারা ইয়েমেনে হুতিদের অবস্থানগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে যাবে। মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছে, "এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল হুতিদের ক্ষমতার অর্থনৈতিক উৎসকে হ্রাস করা, যারা তাদের দেশবাসীকে শোষণ করে চলেছে এবং তাদের উপর প্রচণ্ড যন্ত্রণা বয়ে আনছে।" জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি অনুসারে, রাস ইসাতে একটি তেল পাইপলাইন এবং বন্দর রয়েছে, যা ইয়েমেনের 'গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয় অবকাঠামো।' ইয়েমেনের প্রায় ৭০ শতাংশ আমদানি এবং এর ৮০ শতাংশ মানবিক সহায়তা রাস ইসা, হোদেইদাহ এবং সালিফ বন্দর দিয়ে যায়।

গত মাসে হুতিদের বিরুদ্ধে বৃহৎ পরিসরে অভিযান শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। ওপেন সোর্স গোয়েন্দা সাইট জিওপলিটিকাল মনিটর অনুসারে, ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে হুতিরা ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ওপর শতাধিক আক্রমণ চালিয়েছে।

বিনোদন

বাড়লো 'জংলি' সিনেমার শো

বিনোদন ডেস্ক : ঈদের তিন সপ্তাহ পরও হলেও এখনো উৎসবের আমেজ ধরে রেখেছে ঈদের সিনেমাগুলো। প্রথম দিকে সিনেপ্লেক্সে কম শো পেলেও সময়ের সঙ্গে বেড়ে চলেছে 'জংলি' সিনেমার চাহিদা। তৃতীয় সপ্তাহে আরও বাড়ছে শোর সংখ্যা। মুক্তির পর থেকে দর্শকপ্রিয় হয়ে ওঠে সিয়াম আহমেদ অভিনীত জংলি। সব শো হাউসফুল যাচ্ছিল। অনেকে টিকিট না পেয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। দর্শকদের চাহিদা পূরণ করতে দ্বিতীয় সপ্তাহে জংলির শো বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে স্টার সিনেপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। তৃতীয় সপ্তাহে এসে আরও বাড়ল প্রদর্শনীর সংখ্যা। গতকাল শুক্রবার থেকে স্টার সিনেপ্লেক্সের সব শাখা মিলিয়ে ২১টি শো চলবে প্রতিদিন। এ ছাড়া যমুনা ব্লকবাস্টারে চার ও লায়ন সিনেমাসে তিনটি করে মাল্টিপ্লেক্সে মোট ২৮টি শো চলবে জংলি সিনেমার। যা শুরু হয়েছিল মাত্র ১১টি শো দিয়ে। শুধু মাল্টিপ্লেক্সেই নয়, সিঙ্গেল স্ক্রিনেও বরবাদের পর গতকাল শুক্রবার থেকে সর্বোচ্চ হলে চলছে জংলি। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান টাইগার মিডিয়ার কর্ণধার জাহিদ হাসান অভি জানান, মুক্তির শুরুতে জংলি সিঙ্গেল স্ক্রিনে মাত্র তিনটি হলে চলেছে। গতকাল থেকে দেশের ২১টি সিঙ্গেল স্ক্রিনে একযুগে চলছে জংলি। সিঙ্গেল স্ক্রিনের হিসেবে বরবাদের পরই এখন জংলি সর্বাধিক হলে চলছে। আমার বিশ্বাস জংলির যে দর্শক চাহিদা দেখছি। তাতে পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে বলছি জংলি সত্যিই লম্বা রেসের ঘোড়া। আমি পরাণ পরিবেশনার দায়িত্বে ছিলাম। সে সিনেমার বেলায় এমন দেখেছি। আশা করি জংলিও পরাণের মতই আরেকটি হিট সিনেমা হতে যাচ্ছে।

এদিকে তৃতীয় সপ্তাহে এসে মাল্টিপ্লেক্সে শাকিব খান অভিনীত বরবাদের শো চলছে ৩৫টি। আর সিঙ্গেল স্ক্রিন রয়েছে শতাধিক। অন্যদিকে ঈদের অন্যতম আলোচিত সিনেমা 'দাগি' মাল্টিপ্লেক্সে দখলে রাখলেও সিঙ্গেল স্ক্রিনে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের বরাতে জানা গেছে চারটির মত সিঙ্গেল স্ক্রিনে চলছে সিনেমাটি। এদিকে, জংলি সিনেমার আয়ের হিসাব প্রকাশ করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান টাইগার মিডিয়া।

আবারও পর্দায় আসছে 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'

বিনোদন ডেস্ক : দর্শকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে পরিচালক কাজল আরিফিন অমি পরিচালিত ধারাবাহিক নাটক 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'। এবার দীর্ঘ আড়াই বছর পর আসছে 'ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫'। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্ট দিয়ে বিষয়টি দর্শকদের নিশ্চিত করেছেন পরিচালক কাজল আরিফিন অমি। পোস্ট দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'দীর্ঘ আড়াই বছর পর আবার শুরু হতে যাচ্ছে 'ব্যাচেলর পয়েন্ট''। তার কথায়, 'এই সময়ের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত বিনোদন ব্যাচেলর পয়েন্ট (সিজন ৫)। পাশাপাশি বেশ আকর্ষণীয় পোস্টারও শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা যায়, 'ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫' লেখা আছে। এদিকে কমেন্ট বক্সে নেটিজেনরা 'ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫' কখন প্রকাশ হবে তা জানতে চেয়েছেন। তবে এ বিষয়ে পরিচালক কিছু বলেননি। উল্লেখ্য, 'ব্যাচেলর পয়েন্ট' ধারাবাহিকের যাত্রা শুরু ২০১৭ সালে। এতে অভিনয় করেছে মারজুক রাসেল, জিয়াউল হক পলাশ, চাষী আলম, সাবিলা নূর, সানজানা সরকার, ফারিয়া শাহরিন, সুমন পাটোয়ারি, শরাফ আহমেদ জীবন, আবদুল্লাহ রানা, মনিরা মিঠু, পাভেল, শিমুল, পারসা ইভানা, আশুতোষ সুজন প্রমুখ।

নতুন অতিথির আগমন কারিনা-সাইফ পরিবারে!

বিনোদন ডেস্ক : চলতি বছরের শুরুতে পতৌদি পরিবারের নবাব অভিনেতা সাইফ আলি খানের ওপর হামলার ঘটনায় থমকে গিয়েছিল বলিপাড়া। মধ্যরাতে অভিনেতার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল এক দুষ্কৃতকারী। চুরিই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। বাধা দিতে গেলে সাইফের ওপর হামলা করে সেই চোর। ছুরিকাহত হয়ে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন সাইফ। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার পিঠ থেকে ছুরি বার করা হয়েছিল। ঘটনার পাঁচ দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন অভিনেতা। এরপর কেটে গেছে অনেক দিন। কাজে ফিরেছেন সাইফ ও কারিনা। এর মধ্যেই নবাব পরিবারে নতুন এক সদস্যের আগমন ঘটে। কিন্তু কে সে? 'জুয়েল থিফ- দ্য হাইস্ট বিগিন্স' নামের একটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন সাইফ আলি খান। তারই প্রচারে এ মুহূর্তে ব্যস্ত অভিনেতা। এ সিনেমার এক সহ-অভিনেতাই নাকি সাইফের পরিবারের অংশ হয়ে উঠেছেন। সেই অভিনেতা হলেন জয়দীপ অহলওয়াত। অভিনেত্রী কারিনা কাপুরের সঙ্গেও 'জানে জাঁ' নামের একটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন জয়দীপ। তখনই কারিনার সঙ্গে তার আলাপ। আর এবার 'জুয়েল থিফ' সিনেমায় সাইফের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। তাই এখন সাইফ-কারিনার পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছেন জয়দীপ। এক সাক্ষাৎকারে জয়দীপ বলেছেন, এখন আমাকে ওদের পরিবারের সদস্য বলা যায়। কারিনা ও সাইফের কাজের ধরন নিয়েও কথা বলেন অভিনেতা। তিনি বলেন, কারিনা কাজের সময়ে বেশ গুরুগম্ভীর। অন্যদিকে সাইফের সঙ্গে কাজের প্রস্তুতি নেওয়ার অভিজ্ঞতা অন্য রকম। তবে দুজনের মধ্যেও একটি মিল রয়েছে বলে জানান জয়দীপ। অভিনেতা বলেন, দুজনেই বড়মাপের তারকা, কিন্তু কখনই তা সহ-অভিনেতাদের বুঝতে দেন না। আগামী ২৫ এপ্রিল ওটিটিতে মুক্তি পাবে 'জুয়েল থিফ দ্য হাইস্ট বিগিন্স'। সাইফ ও জয়দীপ ছাড়াও এ সিনেমায় রয়েছেন নিকিতা দত্ত, কুনাল কাপুর।

'ডুন' ফ্র্যাঞ্চাইজে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন ফ্লোরেন্স পিউ

বিনোদন ডেস্ক : 'ডুন পার্ট ২'-এর দারুণ সাফল্যের পর, বহুল আলোচিত 'ডুন' ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি 'ডুন: মেসিয়াহ'-তে আবারও দেখা যাবে ফ্লোরেন্স পিউকে। রাজনীতি ও কূটচালে দক্ষ প্রিন্সেস ইরুলান চরিত্রে তার আগমন আগের কিস্তিতেই চমক সৃষ্টি করেছিল।

এবার সেই চরিত্রে আরও জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ফিরছেন তিনি। সম্প্রতি এক মার্কিন গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে ফ্লোরেন্স পিউ জানিয়েছেন, ডুন মহাবিশ্বে তার চরিত্রের যাত্রা কেবল শুরু হয়েছে। তিনি সরাসরি কোনো কাহিনি ফাঁস না করলেও তার কথায় ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, ভবিষ্যতের কিস্তিতে প্রিন্সেস ইরুলানের প্রভাব অনেক গভীরভাবে পর্দায় ফুটে উঠবে। 'ডুন পার্ট ২'-তে দেখা যায়, ইরুলান রাজকীয় কর্তব্যে বাধ্য হয়ে পল আত্রেডিসকে (টিমোথি শ্যালামে) বিয়ে করতে রাজি হন, যদিও তিনি জানতেন পলের হৃদয় রয়েছে চেন্নি (জেনডায়া)। এই রাজনৈতিক বিয়ের মধ্যেই তার চরিত্রের কৌশল ও ভিন্নতা ধরা পড়ে।

ধর্মানুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ উঠলো 'জাট'এর বিরুদ্ধে

বিনোদন ডেস্ক : সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে বলিউড তারকা সানি দেওল অভিনীত সিনেমা 'জাট'। এর বিরুদ্ধে ধর্মানুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। একটি দৃশ্যে নাকি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মানুভূতিতে অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। এ অভিযোগ ছড়িয়ে পড়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মনে। এ কারণে গতকাল শুক্রবার ভারতের জলন্ধর পুলিশ সানি দেওল, রণদীপ হুদা, বিনীত কুমার সিং, পরিচালক গোপীচাঁদ মালিনেনি এবং প্রযোজকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, গির্জার একটি দৃশ্যে যিশুখ্রিষ্টের প্রতি অসম্মান দেখানো হয়েছে। এ কারণে ক্ষুব্ধ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। যা ভালোভাবে নিতে পারেননি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা। ভারতের একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশ, গির্জার ভিতরে ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে সিনেমার অন্যতম অভিনেতা রণদীপকে নাকি অপমানজনক আচরণ করতে দেখা গেছে। যা সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না খ্রিস্টানরা। তাদের দাবি, এ দৃশ্য তাদের ধর্মীয় স্থানকে কলুষিত করেছে।

বাগদান সম্পন্ন করলেন ঋতাভরী

বিনোদন ডেস্ক : মনোবিদ তথাগত চ্যাটার্জির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ভাঙার পর অনেক দিন নীরব ছিলেন ভারতীয় বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী। গত বছরের শেষের দিকে তিনি জানান, নতুন করে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন। সেই সময়ে প্রেমিকের নাম প্রকাশ করেননি ঋতাভরী। এরপর ছবি প্রকাশ করে ঘোষণা দেন– তার প্রেমিকের নাম সুমিত আরোরা। তারপর এ জুটির বিয়ের খবরও চাউর হয়। কিন্তু তা অস্বীকার করেন ঋতাভরী। এবার প্রেমিক সুমিতের সঙ্গে বাগদান সারলেন এই অভিনেত্রী। গতকাল শুক্রবার সুমিতের সঙ্গে তোলা বেশ কিছু ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন ঋতাভরী। এসব ছবির ক্যাপশনে বাগদানের ঘোষণা। তিনি লেখেন, "এবং আমি 'হ্যাঁ' বলেছি। কারণ আমাদের পরিকল্পনা একে অপরকে সারা জীবন বিরক্ত করার এবং ভালোবাসার। আমি ও আমার মিস্টার রাইটের বাগদান।" এরপর থেকে শুভেচ্ছা বার্তায় ভাসছেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। ভক্ত-অনুরাগীদের পাশাপাশি শোবিজ অঙ্গনের তারকারাও নতুন জীবনের জন্য শুভকামানা জানাচ্ছেন। ঋতাভরীর হবু বর সুমিত আরোরা বলিউডের ব্যবসাসফল সিনেমার সংলাপ রচয়িতা। এ তালিকায় রয়েছে শাহরুখ খানের 'জওয়ান', শ্রদ্ধা কাপুরের 'স্ত্রী', সামান্থা রুথ প্রভুর 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান', কার্তিক আরিয়ানের 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' প্রভৃতি। 'ওগো বধূ সুন্দরী' ধারাবাহিকের মাধ্যমে টেলিভিশনে আত্মপ্রকাশ করেন ঋতাভরী। ২০১১ সালে 'তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় পা রাখেন। যদিও চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়নি। ২০১২ সালে মুক্তি পায় তার অভিনীত প্রথম সিনেমা 'তবু বসন্ত'। ঋতাভরী অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হলো– 'চতুষ্কোণ', 'বারুদ', 'পরী', 'শেষ থেকে শুরু', 'বহুরূপী' প্রভৃতি।

যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলো 'বরবাদ'

বিনোদন ডেস্ক : দেশে ব্যাপক সফলতার পর এবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহ কাঁপাতে চলেছে ঈদে মুক্তি পাওয়া শাকিব খানের 'বরবাদ'। ইতোমধ্যে সেখানে অগ্রিম টিকিটও বিক্রি শুরু হয়েছে; আর তাতে দর্শকের সাড়াও রয়েছে যথেষ্ট। দেশের সিঙ্গেল স্ক্রিন থেকে শুরু করে মাল্টিপ্লেক্স, 'বরবাদ' দেখতে দর্শকের হুমড়ি খেয়ে পড়াটা ছিল লক্ষণীয়। মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এই সিনেমা মুক্তির দিন থেকেই ছিল হাউজফুল। এবার বিদেশের প্রেক্ষাগৃহেও শাকিব খানের এই ছবি এমনই কিছু ঘটাতে যাচ্ছে। কারণ টিকিট ছাড়ার দিনে থেকেই অনেক শো-এর সিট সোল্ড আউট হয়ে যায়। গতকাল শুক্রবার প্রথম সপ্তাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ টি প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তি পেয়েছে শাকিবের 'বরবাদ'। একইসঙ্গে শাকিবের নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এস কে ফিল্মস ইউএসএ- আন্তর্জাতিকভাবে চলচ্চিত্রের পরিবেশক হতে যাচ্ছে। গতকাল বাংলাদেশ সময় ভোর ৫ টার দিকে এক ফেসবুক পোস্টে শাকিব খান লেখেন, 'বাংলাদেশের দর্শকদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ১৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পেতে চলেছে 'বরবাদ'। পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও আপনজনদের নিয়ে নিকটস্থ থিয়েটারে গিয়ে উপভোগ করুন 'বরবাদ'। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, পেনিসিলভ্যানিয়া, বোস্টন, ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন ডিসি, আটলান্টা, মিশিগান, সান ফ্রান্সিসকো, লস অ্যাঞ্জেলেসে, ম্যারিল্যান্ড, বাফেলো, ফিলাডেলফিয়াসহ বাঙালি অধ্যুষিত প্রেক্ষাগৃহগুলোতে 'বরবাদ' প্রদর্শিত হবে।

ঝেড়ে কলাই ডালের ময়লা পরিষ্কার করছেন গ্রামের এক নারী। পাইকাররা এসে প্রতি মণ ডাল দুই হাজার টাকা দরে কিনে নিয়ে যান। আইচা, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল।

উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বর্জ্যে কৃষকদের সর্বনাশ

কক্সবাজার প্রতিনিধি : উখিয়ায় লম্বাশিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতেই ফসলি জমি ও দোকানপাটে ঢুকে পড়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বর্জ্য। ড্রেনেজ ব্যবস্থার চরম অব্যবস্থাপনায় ক্যাম্প থেকে ভেসে আসা এসব বর্জ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। গত বুধ ও গত বৃহস্পতিবার দুই দফা বৃষ্টিতে রাজাপালং ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ চাষাবাদের জমি সয়লাব হয়ে যায় ক্যাম্পের আবর্জনায়। এতে ক্ষতির মুখে পড়েছেন স্থানীয় বহু কৃষক। ফসলী জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতে ক্যাম্পের নালা উপচে ফসলি জমিতে ঢুকে পড়ছে মানববর্জ্য। সে সঙ্গে আছে প্লাস্টিক, পলিথিন ও মেডিকেল বর্জ্য। এ কারণে হুমকিতে জমির ধান আর সবজি ক্ষেত। অনেক জমিতে বর্জ্য জমে পচে যাচ্ছে ধান। এভাবে প্রতি বছর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বর্জ্যে চরম লোকসানে পড়তে হচ্ছে এখানকার কৃষকদের। উখিয়া উপজেলার কুতুপালং কৃষক মোহাম্মদ আলী বলেন, চলতি মৌসুমে মাছকারিয়া বিলে আমি ৫ একর জমিতে ধান চাষ করেছি। ধান পাকতে শুরু করেছে। এমন সময় অল্প বৃষ্টিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বর্জ্য ভেসে এসে ফসলগুলো তলিয়ে গেছে। কুতুপালং লম্বাশিয়া এলাকার কৃষক রাশেদ ও আহমদ উল্লাহ বলেন, প্রতিবছর বর্ষা ও ব্যুরো মৌসুমে ধান চাষ করে আমরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। রোহিঙ্গা আসার পর থেকে একবারও ভালো মতো ফসল ঘরে তুলতে পারি-নি। একটু বৃষ্টি হলেই ক্যাম্পের বর্জ্য এসে ফসলগুলো নষ্ট হয়ে যায়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বর্জ্য আসা বন্ধসহ খাল খনন করা জরুরী। লম্বাশিয়া এলাকার কৃষক মোহাম্মদ সালাম জানান, চলতি মৌসুমে ৫ একর জমিতে ধান চাষ করেছি। ফসলও ভালো হয়েছে। কিন্তু সামান্য বৃষ্টিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বর্জ্য ভেসে এসে শেষ করে দিয়েছে জমির পাকা ধান। আক্ষেপ অভিযোগ করেও কোন ধরনের ক্ষতিপূরণ বা সমাধান পাইনি। রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, আমাদের দাবি দ্রুত সময়ের মধ্যে এ বর্জ্য আসা বন্ধ করতে হবে। এ ছাড়া ড্রেন নির্মাণ ও খালগুলো সংস্কার করতে হবে। আর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের আওতায় আনতে হবে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বর্জ্যে উখিয়া উপজেলায় ৫০০ একরের বেশি ফসলি জমি ও সবজি ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যার সমাধানে কিংবা কৃষকদের ক্ষতিপূরণে কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ড্রেনেজ সিস্টেম সঠিকভাবে পরিচালিত না হওয়ায় প্রতি বছর কৃষকের জমি ডুবে যায়। এনজিওগুলো ময়লা পরিস্কার করেনা। এতে ভোগান্তি বাড়ছে। স্থানীয় কৃষক আব্দুল মজিদ বলেন, বৃষ্টির পানিতে ক্যাম্প থেকে যেভাবে পলিথিন, প্লাস্টিক, টয়লেটের ময়লা আর বর্জ্য আসে তাতে জমিতে কিছুই করা যায়না। ধান তো গেলই, জমির উর্বরতা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ কানি ধানি জমির মধ্যে দেড় কানির মতো আধাপাকা ধান নষ্ট হয়ে গেছে। দোকান মালিক জুলফিকার আলী ভূট্রো জানান, ক্যাম্প সংলগ্ন দোকানগুলোতে পানি ঢুকে লাখ লাখ টাকার মালামাল নষ্ট হয়েছে। গত বছরও লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলাম সিআইসি বরাবরে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্থানীয় উন্নয়ন পর্যবেক্ষক ও পরিবেশকর্মী মাসুম বিল্লাহ বলেন, এই সমস্যা কেবল কৃষিকাজ নয়, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় জড়িত সংস্থাগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া স্থানীয়দের দুর্ভোগ লাঘব সম্ভব নয়। রোহিঙ্গা সংকট শুধু মানবিক নয়, এটি এখন এক গভীর পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সংকটের রূপ নিচ্ছে। স্থানীয় কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বছরের পর বছর ধরে যে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন, তা মোকাবিলায় সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের দাবি। অন্যথায় স্থানীয় জনগণের জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে। উখিয়া উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উখিয়া অঞ্চলে প্রায় ১২০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছিল।

মেঘনা সেতুতে ট্রাক বিকল হয়ে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া অংশে তীব্র যানজট

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মেঘনা সেতুতে একটি রডবাহী ট্রাক উল্টে গিয়ে সেতুতে রড ছড়িয়ে পরায় যান চলাচল বিঘ্নিত হয়ে ঢাকা চট্রগ্রাম মহাসড়কের মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া অংশে ঢাকামুখী লেনে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সেতুর ঢাকামুখী লেনে অতিরিক্ত রড বোঝাই ট্রাকটির চাকা বিকল হয়ে উল্টে যায়। এ সময় ট্রাকে থাকা রড সেতুর উপর ছড়িয়ে পড়লে ওই লেনে যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। এতে যানবাহনের ধীরগতির কারণে ধীরে ধীরে মহাসড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। তীব্র যানজট ছড়িয়ে পড়েছে মহাসড়কের মুন্সিগঞ্জ প্রান্তের গজারিয়া অংশের ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। এ বিষয়ে গজারিয়া হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শওকত হোসেন জানান, ট্রাক বিকল হয়ে যানজট সৃষ্টির বিষয়টি তিনি অবগত নন। খবর নিয়ে সমস্যা সমাধানের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানান তিনি।

তালতলীতে বিষপান করে নারীর আত্মহত্যা

তালতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার শারিকখালী ইউনিয়নের আঙ্গারপাড়া নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার তিনদিন আগেও ওই নারী বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো শাহজালাল। পুলিশ ও স্বজন সূত্রে জানা যায়, উপজেলার আঙ্গারপাড়া এলাকার দরিদ্র হাবিল সিকদারের স্ত্রী আমেনা বেগম দীর্ঘদিন ধরেই ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে না পেরে শারীরিক অসুস্থতার তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার জন্য গত মঙ্গলবার বিষপান করেন। পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে আমেনা বেগমকে বাড়িতে নিয়ে আসেন তারা। ওই বিষপানের তিনদিন পর গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজ বাড়ীতেই তার মৃত্যু হয়। স্বজনরা তালতলী থানা পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে আমেনা বেগমের মরদেহ উদ্ধার করে। এ বিষয়ে তালতলী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহজালাল বলেন,ওনিহত আমেনা বেগম ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনদিন আগে বিষ পান করেন। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

লোহাগড়ায় জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টির দলীয় অফিস উদ্বোধন

লোহাগড়া, নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইলের লোহাগড়ায় জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপিত্থর) চেয়ারম্যান ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ সংগঠনের লোহাগড়া উপজেলা ও পৌর অফিস উদ্ধোধন করেছে। লোহাগড়া পৌরসভার সিএন্ডবি চৌরাস্তার ঢাকা- বেনাপোল মহাসড়কের পাশে উপজেলা ও পৌর দলীয় অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন তিনি। লোহাগড়া উপজেলা এনপিপির সভাপতি শেখ হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও এনপিপির লোহাগড়া উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মোঃ বদরুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সমন্বয়ক ও এনপিপির চেয়ারম্যান ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন এনপিপির কেন্দ্রীয় নেতা কাজী শওকত আলী, এনপিপি নেতা সাবেক কমিশনার সিকদার শাহাদাত হোসেন, এনপিপির লক্ষী-পাশা ইউনিয়ন সভাপতি জহির ফকির, গোলাম কিবরিয়া, জিয়াউর রহমান লোটাস, ওসমান ফকির প্রমুখ। প্রধান অতিথি ড. ফরহাদ বলেন, ২০১৮ সালে নড়াইল -২ আসনে আমি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছিলাম। ওই নির্বাচনে মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে পারেনি। মানুষ আজ ভোটাধিকার ফিরে পেতে চায়।

ইছামতি নদী ভাঙ্গনে বদলে যাচ্ছে মানচিত্র হুমকির মুখে রুপসী ম্যানগ্রোভ

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার দেবহাটা ইছামতি নদীর বিরামহীন ভাঙনে দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে দেশের ভূ-খন্ড। একসময়ের ঐতিহ্য আর ইতিহাসের স্বাক্ষী দেবহাটা তথা দেশের ভূখন্ড হারানোর সাথে সাথে পরিবর্তন, পরিবর্ধন আর সংকুচিত হচ্ছে বাংলাদেশের মানচিত্র। এক সময়ের ইতিহাস ঐতিহ্য আর সমৃদ্ধির প্রতিমুখ সোনালী অতীতের মুখছায়া ইছামতি ছিল ব্যবসা নির্ভর নৌপথ। যার কারনে এখানে গড়ে উঠেছিল বানিজ্যিক কেন্দ্র, স্থাপিত হয়েছিল টাউনশ্রীপুর পৌরসভা। যেটি ছিল তৎকালীন সময়ে দেশের মধ্যে চতুর্থ পৌরসভা। ইছামতি নদীর কল্যাণে অর্থনীতিতেও বইছিল সুবাতাস। কিন্তু প্রতিবেশী দেশের নদী শাসন, নদী ভাঙন রোধে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আর অন্যদিকে ইছামতি নদীর ভাঙনরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কালক্ষেপন, অদুরদর্শিতা, অনিয়ম, দূর্নীতি সর্বোপরি কোন কোন অংশে ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিবেশী দেশের বাঁধা প্রদানসহ বিভিন্ন কারণে বিগত দিনগুলোতে ভেঙেছে ইছামতি নদীর বেড়িবাঁধ। ফসলি জমি, জনপথ স্থাপনা, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইছামতির করাল গ্রাসে শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ ভারত বিভক্তিকরণ ইছামতি নদী বর্তমান সময়ে হাজারো সীমান্ত পারের গ্রামবাসির উদ্বেগ, আতঙ্ক আর হুমকির কারণে পরিণত হয়েছে। আর বিগত সময়ে এই প্রবল ভাঙনের করাল গ্রামে ইছামতির গর্ভে তলিয়ে দেবহাটার রাজনগর নামে একটি মৌজার সমস্ত জমি। এই ভাঙ্গনের ফলে দেবহাটা তথা সাতক্ষীরার একটি মনোমুগ্ধকর নান্দনিক পিকনিট স্পট রুপসী ম্যানগ্রোভ, থানা ভবনটিও বর্তমানে হুমকির মুখে পড়েছে। সাতক্ষীরার সদর উপজেলার হাড়দ্দাহ, দেবহাটার কোমরপুর, ভাতশালা, টাউনশ্রীপুর, চরশ্রীপুর, সুশীলগাতি, উপজেলা সদর, বসন্তপুর, নাংলা এলাকার অধিকাংশ ভেড়িবাধ প্রতিনিয়ত ভাঙ্গনের কবলে আছে। এছাড়া উপজেলা সদরে সদ্য নির্মিত বহুতল থানা ভবন হুমকির মুখে রয়েছে। ইছামতির ভাঙন থানা ভবন হতে মাত্র কয়েক মিটার দূরবর্তী এলাকায় অবস্থান করছে। যে কোন সময়ে থানা ভবন ভাঙনের কবলে পড়ার আশঙ্কা করছেন সীমান্তপারের নদী ভাঙ্গনে অভিজ্ঞ ও ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী। ইতিমধ্যে কোমরপুরের সরকারি খাদ্য গুদাম, জাহাজঘাট ইছামতি ভক্ষণ করেছে। ঐতিহাসিক পীরের মাজার ভাঙন ছুঁই ছুঁই করছে। সর্বাপেক্ষা বেদনার বিষয় দেবহাটার রাজনগর নামক মৌজা বর্তমানে অস্তিত্বহীন। শতশত বিঘা জমি সমৃদ্ধ রাজনগর মৌজা ইছামতির করাল গ্রাসে হারিয়ে গেছে। বৃটিশ শাসনামলে এবং পাকিস্তান শাসনামলে রাজনগরের অস্তিত্ব সরকারি রেকর্ডপত্রে দৃশ্যমান।

ধান মাড়াইয়ের পর খড়কুটো ঝাড়ছেন এক পাহাড়ি নারী। হেডম্যানপাড়া, কুতুকছড়ি, রাঙামাটি।

সখীপুরে গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলের সখীপুরে আমিনা বেগম নামে এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যা করার অভিযোগ ওঠেছে। পুলিশ বাড়ির পাশের ধানক্ষেত থেকে গলায় ওড়না পেচানো অবস্থায় আমিনা বেগমের(৪৫) মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত গৃহবধূ আমেনা বেগম সখীপুর উপজেলার ঘোনারচালা গ্রামের সৌদি প্রবাসী দুলাল হোসেনের স্ত্রী। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গত বুধবার রাতে গৃহবধূ আমেনা বেগম পরিবারের অন্যদের সাথে ঘুমিয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে আমেনা বেগম প্রবাসী স্বামীর সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে ঘরে থেকে বেরিয়ে যান। এরপর রাতে অনেক খোজাখুজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। পরে গত বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা বাড়ির পাশে ধানক্ষেতে তার মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। সখীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. জাকির হোসেন জানান, মরদেহের গলায় ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। রাতের কোন এক সময় তাকে গলায় ওড়ন দিয়ে শ্বাসরোধে দুর্বৃত্তরা হত্যা করে থাকতে পারে। তাকে হত্যার পর দুর্বৃত্তরা পড়নে থাকা স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় নিহত আমিনা বেগমের মেয়ে লিতু আক্তার বাদি হয়ে একটি হত্যা মমলা দায়ের করেছেন।

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনা, আহত ২০

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জ অংশে এক ভয়াবহ সড়ক দূর্ঘটনা ঘটেছে এতে অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। বরিশাল এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগরের সমষপুর এলাকায় দফায় দফায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এতে বাসটির ছাদ উড়ে যায় এবং অন্তত ২০ যাত্রী আহত হন। এর পরও বাস না থামিয়ে আহত যাত্রীদের নিয়েই চালক ১০ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দেন। পরে আহত যাত্রীদের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুনে ছাদবিহীন বাসটি আটক করে জনতা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হাইওয়ে পুলিশ ও শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। পরে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে স্থানী-য়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। আহত বাসযাত্রীরা জানান, বরিশাল এক্সপ্রেস লিমিটেডের একটি বাস যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে বরিশাল যাচ্ছিল। চালক বেপরোয়া গতিতে বাসটি চালাচ্ছিলেন। রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগরের কামারখোলা এলাকায় একটি কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে বাসটির ধাক্কা লাগে। এতে বাসটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এ সময় চালক বাসটি না থামিয়ে আরও বেপরোয়া গতিতে চালিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। এসময় সমষপুর এলাকায় একটি প্রাইভেটকারকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে বাসটির ছাদ বড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। যাত্রীরা চালককে থামাতে অনুরোধ করলেও তিনি তা না শুনে বাস চালিয়ে এগোতে থাকে। তারা আরও জানান, চালক দুর্ঘটনাস্থলের অদূরে হাইওয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গাড়ি দেখে ছাদবিহীন বাসটি চালিয়ে ১০ কিলোমিটার দূরে লৌহজং উপজেলার পদ্মা সেতু উত্তর থানার কুমারভোগ এলাকায় সিদ্দীকিয়া মাদ্রাসার সামনে চলে আসেন। এ সময় আহত যাত্রীদের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুনে বাসটি আটক করে স্থানীয় জনতা।

নকলায় অটো টেম্পু-রিক্সা স্ট্যান্ড পরিচালনার কার্যকরী উপ-কমিটি গঠন

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের নকলায় অটো টেম্পু ও সিএনজি চালিত অটো রিক্সা স্ট্যান্ড পরিচালনার জন্য নতুন কার্যকরী উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। মো. আকরাম হোসেন-কে সভাপতি ও মো. রুবেল সরকার-কে সাধারণ সম্পাদক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একবছর মেয়াদী নকলা উপজেলা শাখার উপ-কমিটি গঠন করা হয়। ছাড়া শেরপুর জেলা শাখার আওতাধীন নবগঠিত উপ-কমিটির কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত স্থানীয় সাংবাদিকদের এই তথ্য জানানো হয়। শেরপুর জেলা কার্যালয়ে জেলা কমিটির আয়োজনে এক সাধারণ সভায় জেলা কমিটির সভাপতি মো. আশরাফুল ইসলাম জুন, কার্যকরী সভাপতি মো. মাসুদুর রহমান নয়ন ও সাধারণ সম্পাদক মো. আলাল উদ্দিন নিজ নিজ স্বাক্ষরে সম্প্রতি গঠিত এ উপ-কমিটির অনুমোদন প্রদান করেন। নবগঠিত উপ-কমিটির অন্যান্যরা হলেন, কার্যকরী সভাপতি মো. নাজমুল হক নওফেল, সহসভাপতি মো. লুৎফর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. নূর হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক মো. লিটন শেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মফিদুল হক পলাশ, কোষাধ্যক্ষ মো. হামিদুল হক, দপ্তর সম্পাদক মো. জাকারিয়া জিকি, প্রচার সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবীর, ক্রীড়া সম্পাদক মো. আজাদ এবং ২জন কার্যকরী সদস্য মো. নবিজুল হক ও মো. হাফিজুল ইসলাম।

পেকুয়া-উজানটিয়া সড়কের বেহাল অবস্থা : ২০ হাজার মানুষের দুর্ভোগ

কক্সবাজার প্রতিনিধি : পেকুয়া উপজেলার পেকুয়া উজানটিয়া সড়কে রুপাইখালের উপর নির্মিত স্লুইচ গেইটের বেহাল অবস্থা দেখা দিয়েছে। এর ফলে মগনামা ও উজানটিয়া ইউনিয়নের প্রায় ২০ হাজার জনগনের চলাচলে দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। জানা যায়, গত ১ মাস আগে ওই স্থানে রাস্তা ধ্বসে পড়লে পেকুয়ার সাথে উজানটিয়া, মগনামার লোকজনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে উপজেলা প্রশাসন থেকে জরুরী বরাদ্ধ দেওয়া হলে ওই স্থানে রাস্তা মেরামত করা হয়। পেকুয়ায় নতুনভাবে বৃষ্টি শুরু হলে ওই মটকাভাঙ্গা এলাকায় সড়কের নাজুক অবস্থা বিরাজ করে। ফলে ওই দুই ইউনিয়নের এস.এস.সি পরীক্ষার্থীসহ সাধারণ জনগনের যান চলাচলে দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ওই স্থানে পুনরায় ধ্বসে পড়লে স্থানীয় যুবদল নেতা তৌহিদুল ইসলামের সহযোগিতায় মেরামত করা হয়।

বেনাপোল বন্দর দিয়ে পাঁচ মাসে ২১ হাজার ৩৬০ টন চাল আমদানি

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : দেশের পাইকারি ও খুচরা বাজারে চালের দাম সহনীয় রাখতে চাল আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করেছিল সরকার। এ ঘোষণার পর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে গত পাঁচ মাসে ভারত থেকে ২১ হাজার ৩৬০ টন চাল আমদানি হয়েছে। সর্বশেষ ২০০ টন চাল আমদানি হয়েছে। এরপর এই বন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি বন্ধ করেছে বাংলাদেশ সরকার।। বেনাপোল বন্দরের ডেপুটি ডিরেক্টর মামুন কবীর তরফদার এ তথ্য জানান। তিনি জানান, গত ১৭ নভেম্বর থেকে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়ে শেষ হয় গত মঙ্গলবার। এ সময়ে তিন লাখ ৯২ হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানির অনুমোদন দেয় সরকার। সর্বশেষ গত রোববার রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন- আমদানি করা ২০০ টন নন-বাসমতী চালবোঝাই ছয়টি ট্রাক বন্দরের ৩১নং ট্রান্সশিফমেন্ট ইয়ার্ডে প্রবেশ করে। এ নিয়ে ১৭ নভেম্বর থেকে গত রোববার রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন- ২১ হাজার ৩৬০ টন চাল ভারত থেকে আমদানি হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব লুৎফর রহমান স্বাক্ষরিত এক পত্রে বেসরকারিভাবে ৯২টি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ ৭৩ হাজার মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল এবং এক লাখ ১৯ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হলেও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো সময় স্বল্পতার কারনে চাল আমদানি করতে পারেনি। প্রথমে সরকারঘোষিত আমদানির মেয়াদ শেষ হয় গত বছরের ২২ ডিসেম্বর। এই সময়ের মধ্যে আশানুরূপ চাল আমদানি না হওয়ায় সময় ৪ দফা বাড়ানো হয়। যার সর্বশেষ গত মঙ্গলবার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বন্ধ করা হয়। তবে যেসব চাল আমদানি হয়েছে তার মধ্যে মোটা চাল প্রতি টন ৩৯০-৪০০ মার্কিন ডলার, চিকন চাল প্রতি টন ৪৫০-৪৭০ ডলার মূল্যে আমদানি হয়। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ শুল্কমুক্ত সুবিধায় এসব চাল খালাস দেয়। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন- এখন আর চাল আমদানি করতে পারবেন না ব্যবসায়ীরা। চাল আমদানিকারক আলাউদ্দিন জানান, সরকারি চুক্তি অনুযায়ী গত মঙ্গলবার চাল আমদানির শেষ সময় ছিল। এখনো ওপারে তার এক হাজার টন চাল দেশে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। আরেক চাল আমদানিকারক নুরুজ্জামান কনক জানান, বেনাপোল বন্দর থেকে আমদানিকৃত মোটা চাল প্রতি কেজি ৫২- ৫৩ টাকা, চিকন চাল ৭০-৭২ টাকা দরে পাইকারি বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। বেনাপোল কাস্টমস হাউসের কমিশনার মো. কামরুজ্জামান জানান, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় গত মঙ্গলবার থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে।

ফেদা ফল। ফলটি খেতে যেমন ভালো, পুষ্টিতেও ভরপুর বলে জানান পুষ্টিবিদেরা। ভ্রাম্যমাণ ফল ব্যবসায়ী সাইফুল ১৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছেন ফলটি। কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।

শেরপুর গারো পাহাড়ে আনারস চাষ

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় এলাকায় চাষ হচ্ছে সুস্বাদু আনারস। ফলে শেরপুরের কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে আনারস চাষ। স্থানীয়রা বলছেন, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এবং বন্যহাতির আক্রমণ ঠেকাতে পারলে মুধুপুরের পর গারো পাহাড়ের হাজার হাজার হেক্টর পতিত জমি আনারস চাষের উজ্জ্বল ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। এতে পাহাড় অঞ্চলের কৃষকরাও পেতে পারেন আর্থিক সচ্ছলতা। শেরপুরের ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী ও নালিতাবাড়ী উপজেলার ৪০ কিলোমিটার ব্যাপী সীমান্তজুড়ে রয়েছে গারো পাহাড়। এসব পাহাড়ি এলাকায় শত শত হেক্টর ভূমিতে একমাত্র কাসাভা আলু ছাড়া আর কোন আবাদ করা হতো না বললেই চলে। স্থানীয় বাজারে কাসাভার চাহিদা কম থাকায় এবং চাষ তেমন লাভজনক না হওয়ায় অধিকাংশ জমি প্রায় অনাবাদিই পড়ে থাকতো। ফলে অভাব-অনটন ছিল এখানকার কৃষকদের নিত্যদিনের সাথি। পাহাড় থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে বিক্রি, পাথর ভাঙা, লাল বালু তোলার শ্রমিকের কাজ করে অধিকাংশের জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। বর্তমানে এসব এলাকার পরিশ্রমী কৃষকরা নতুন নতুন ফসল উৎপাদন করে এসব পাহাড়ি জনপদের কৃষিতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। ফলে তাদের সংসার জীবনে এসেছে সচ্ছলতা। ঝিনাইগাতী উপজেলার পশ্চিম বাকাকুড়া গ্রামের কৃষক জমশন ম্রং চার বছর আগে তার বাড়ির পাশের ১৮ বিঘা পতিত পাহাড়ি জমি লিজ নিয়ে শুরু করেন আনারস চাষ। আর এতে সাফল্যও পেয়ে যান তিনি। হাতির আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতির পরেও ১৬ লাখ টাকার আনারস বিক্রি করেন তিনি। অনেকেই তার আনারস বাগান দেখতে এসে নিজেরাও চাষ করতে আগ্রহী হন। ইতোমধ্যেই ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী ও নালিতাবাড়ী উপজেলায় আনারস চাষ সমপ্রসারিত হয়েছে। এখানে জলডুবি জাতের আনারস চাষ করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, এসব আপনার রসে টইটম্বুর এবং মধুপুরের আনারসের চেয়ে অধিক মিষ্টি। কৃষকরা জানান, প্রথমবার তারা চারা সংগ্রহ করেছেন মধুপুর এবং রাঙামাটি থেকে। এখন নিজেরাই চারা উৎপাদন করছেন। কেউ চাইলে তারা চারা সরবরাহ করাসহ আনারস চাষে সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। গজনী অবকাশ এলাকায় ৩ বিঘা জমিতে আনারস চাষে এক লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানান চাষি জমশন ম্রং। সব খরচ উঠিয়ে তার ৩ লাখ টাকা লাভ হবে বলে আশা করছেন তিনি। পশ্চিম বাকাকুড়া এলাকায় ১৮ বিঘা পাহাড়ি জমিতে দের লাখ আনারস চাষ করেছেন আশরাফুল আলম। তিনি বলেন, প্রথমবার মধুপুর এবং রাঙ্গামাটি থেকে চারা সংগ্রহ করি। এখন নিজেই চারা উৎপাদন করছি। যে কেউ চাষের জন্য আমার কাছ থেকে চারা সংগ্রহ এবং পরামর্শ পেতে পারেন। তিনি আরও বলেন, এই আনারস খুবই সুস্বাদু এবং চাষ লাভজনক হওয়ায় আশপাশের অনেকেই আগ্রহী হচ্ছেন। আনারস পাকার সময় হাতি ক্ষতি করতে না পারলে বেশ ভাল ফলন এবং মুনাফা পাব বলে আশা করছি। এখানকার আরেক আনারস চাষি সুব্রত বলেন, দুই বছর যাবত জলডুবি আনারস চাষ করছি। আশা করছি গতবারের মতো এবারও ভালো ফলন পাবো। আনারসের ক্ষেতে পরিচর্যার কাজ করে অনেকেই আয়ের উৎস খুঁজে পেয়েছেন বলে জানান স্থানীয় বাকাকুড়া গ্রামের মো. বিজয় ও সবুর আলীসহ কয়েকজন শ্রমিক।

গফরগাঁওয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে আবুল হোসেন (৪০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকাগামী কমিউটার ট্রেনে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশন থেকে ঢাকায় উদ্দেশে ষ্টেশন ছাড়ার পর মশাখালী স্টেশনের আউটার সিগনাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল হোসেন উপজেলার পাগলা থানার বেলাব এলাকার রোস্তম আলীর ছেলে। গতকাল শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। গফরগাঁও রেলওয়ে ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম কিবরিয়া ট্রেনে কাটা পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শেরপুরে সবজি চাষে সফলতা

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে অনাবাদি জমিতে স্মার্ট পদ্ধতিতে মিশ্র সবজি চাষে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন কাংশা ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য ও কৃষি উদ্যোক্তা মো. গোলাপ হোসেন। গোলাপ হোসেন জানান, ইউটিউব দেখে সবজি বীজ সংগ্রহ করে চলতি বছরের জানুয়ারিতে নিজস্ব ৬০ শতাংশ জমিতে স্মার্ট পদ্ধতির মালচিং করে বাহুবলী জাতের টমেটো, ফিলমাস্টার জাতের শসা ও নাগা ফায়ার মরিচের চাষ করা হয়। জমি প্রস্তুত, সার, পানি, মালচিং, শ্রমিকসহ অন্যান্য খরচ মিলিয়ে ব্যয় হয় প্রায় ৭০ হাজার টাকা। চারা রোপণের এক মাস পর থেকে প্রতিটি গাছে ফল আসতে শুরু করে। প্রতিদিন তার বাগানের সবজি কিনতে স্থানীয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসেন পাইকারা। কৃষি উদ্যোক্তা গোলাপ হোসেন আরও জানান, চারা রোপণের দুই মাসের মধ্যে মণ প্রতি ১২'শ টাকা টমেটো, মণ প্রতি ১৬'শ টাকায় নাগা ফায়ার জাতের ২০ মণ মরিচ এবং শশা ৭৫ মণ ১৬'শ টাকা করে পাইকারি দরে বিক্রি করা হয়। সবমিলিয়ে প্রায় আড়াই লাখ টাকার সবজি বিক্রি হয়েছে। এছাড়াও সাথী ফসল হিসেবে একই জমিতে চাষ করা হয়েছে, বরবটি, করলা, ধুন্দল, হাইব্রিড বারোমাসি সজিনা, বস্তায় আদা এছাড়াও মালোশিয়ান রামভুটান ফলের চাষ করা হয়েছে। প্রতিদিন সবজি বাগানে পাঁচ থেকে ছয়টি পরিবারের সদস্যদের তৈরি হয়েছে কর্মসংস্থান। গোলাপ হোসেন জানান, সবজি ক্ষেতের রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের থেকে নিয়মিত নেওয়া হচ্ছে পরামর্শ। সরকারি সহায়তা পেলে ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে সবজি চাষের পরিকল্পনা রয়েছে। সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রম থাকলে কৃষিতেই সফলতা সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি। ঝিনাইগাতী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ফরহাদ হোসেন জানান, রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তিগতভাবে সহায়তা দেয়া হচ্ছে ইউপি সদস্য ও কৃষি উদ্যোক্তা গোলাপ হোসেনকে।

ডাঁটাশাকের খেত পরিচর্যায় ব্যস্ত কিষানিরা। খর্নিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।

শেষ মুহুর্তের নাটকীয়তায় সেমিতে ইউনাইটেড

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ইউরোপা লিগের দ্বিতীয় লেগের অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হতে আর মিনিট তিনেক বাকি। এমন সময়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড পিছিয়ে ছিল ৪-৩ গোলে। তখন টিভির পর্দায় দেখা যায় গ্যালারিতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে রেড ডেভিলদের এক ক্ষুদে ভক্ত। ফুটবল অনিশ্চয়তার খেলা, তা আবারও প্রমাণ করল ইউনাইটেড। অতিরিক্ত সময়ের যোগ করা প্রথম মিনিটে সেই ক্ষুদে ভক্তকে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উদযাপন করতে দেখা গেল! ঘরের মাঠ ওল্ড ট্রাফোর্ডে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অন্যতম স্মরণীয় এক রাত উপহার দিল ফুটবলপ্রেমীদের। উত্থান-পতন, উত্তেজনা আর নাটকীয়তায় ভরা ম্যাচে ইউনাইটেড ৫-৪ ব্যবধানে হারাউ অলেম্পিক লিওকে। দুই লেগ মিলিয়ে ৭-৬ গোলের অগ্রগামিতায় শেষ চারে উঠে গেল রুবেন আমোরিমের দল। ওল্ড ট্রাফোর্ডে চ্যাম্পিয়নস লিগের আলোয় অনেক বড় রাত পার করেছে ইউনাইটেড। তবে এই ম্যাচটি স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের জন্য আজীবনের গল্প হয়ে থাকবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোমাঞ্চকর এক পরিবেশে ম্যাচটি খেলা হয়। আমোরিমের দল যখন ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল, তখন মনে হচ্ছিল তারা সহজেই জয় পেয়ে যাবে। কিন্তু লিও ঘুরে দাঁড়িয়ে সমতা ফেরায় ২-২ গোলে। ম্যাচের ৮৯ মিনিটে লিও মিডফিল্ডার করেন্টিন তলিসো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে মনে হচ্ছিল ইউনাইটেডের দিকেই ম্যাচ ঝুঁকে গেছে। তবে নাটক তখনো শুরুই হয়নি। বিশ্বয়ের জন্ম দিয়ে একজন কম নিয়ে লিও দুই গোল করে ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায়, মোট অ্যাগ্রিগেট ৬-৪ তখন। ফরাসি ক্লাবটির শেষ চারে পৌছানো সময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছিল তখন। তারপর অবিশ্বাস্যভাবে ইউনাইটেড ঘুরে দাঁড়িয়ে মাত্র সাত মিনিটে তিনটি গোল করে তাক লাগিয়ে দেয়। ব্রুনো ফার্নান্দেসের পেনাল্টিত থেকে ১১৪ মিনিটে গোল করে। এরপর মাত্র ৮৭ সেকেন্ডের মধ্যে কবি মেইনুর গোল রেড ডেভিলদের ৪-৪ সমতায় ফেরায়।

এরপর ১২১তম মিনিটে হ্যারি ম্যাগুয়েরের হেডার ম্যাচ জয় নিশ্চিত করে। প্রতিবার যখন বল জালে জড়াচ্ছিল, গ্যালারির আওয়াজ ততটাই বেড়ে যাচ্ছিল। ম্যাগুয়েরের সেই হেডে পুরো স্টেডিয়াম যেন ফেটে পড়ে। দর্শকেরা গ্যালারিতে লাফাচ্ছিল আর রিজার্ভ বেঞ্চের খেলোয়াড়রা দৌড়ে মাঠে নেমে উদযাপনে যোগ দেয়। শেষ বাঁশি বাজার পর যখন স্কোরলাইন ৫-৪ এবং অ্যাগ্রিগেট ৭-৬, তখন যে গর্জন উঠেছিল, তাতে মনে হচ্ছিল ওল্ড ট্রাফোর্ড মাটিতে ধসে পড়বে। ইউনাইটেড চাইছে তাদের ১১৫ বছরের পুরোনো এই ঘর ছেড়ে আরও আধুনিক স্টেডিয়ামে যাওয়ার। যখন সেই বিদায়ের সময় আসবে, তখন ২০২৫ সালের এপ্রিলের এই লিওর বিপক্ষে ইউরোপা লিগ ম্যাচ নিঃসন্দেহে সেরা স্মৃতিগুলোর একটি হবে।

বাংলাদেশ সফরে কোহলির থাকা নিয়ে ধোঁয়াশা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : সাদা বলের সিরিজ খেলতে আগস্টে বাংলাদেশ সফরে আসছে ভারত। ওয়ার্কলোড ম্যানেজের জন্য আসন্ন বাংলাদেশ সফর মিস করতে পারেন ভারতের সবচেয়ে বড় তারকা ভিরাট কোহলি। আগস্ট মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন ওয়ানডে ও তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত। ইংল্যান্ড সিরিজের ঠিক পরেই বাংলাদেশে আসবে ভারতীয় দল। তাই বিসিসিআইয়ের টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনায় ওয়ার্কলোড। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই আসন্ন সিরিজে তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দিতে পারে ভারত। নজর থাকবে সাই সুদর্শন, অভিষেক শর্মাদের উপর। একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে খেলার সম্ভাবনা কম ভিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাদেজার। তাঁরা আগেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন। তবে ওডিআই সিরিজ না খেললে, বাংলাদেশ সফর থেকে ছুটি পাবেন তাঁরা। অন্যদিকে জাসপ্রীত বুমরাহকেও বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। কারণ, সেই সময় দুই সিরিজের মাঝে মাত্র ২ সপ্তাহের বিরতি থাকে, আর এই কম বিরতিতে বুমরাহকে খেলানোর ঝুঁকি নিতে চাইবে না বিসিসিআই। সিনিয়রদের অনুপস্থিত ছাড়াও শুবমান গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুলরাও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে খেলবেন না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২ মাসের সফরের পর তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া হবে। তবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন তাঁরা। ভারতে এখন আইপিএলের মৌসুম। মে মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে ১০ দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজ লিগ।

নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় দানি কার্ভাহাল

স্পোর্টর্স ডেস্ট : আর্সেনালের বিপক্ষে ল্যাজেগোবরে পারফরম্যান্স করে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার ক্ষত এখনো শুকায়নি রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নদের। এর মধ্যে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর দিকে ধেয়ে আসছে দুঃসংবাদ। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা-র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দীর্ঘমেয়াদি নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে পারেন রিয়াল তারকা দানি কার্ভাহাল।

গত বুধবার বার্নাব্যুতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে হাফ-টাইমে আর্সেনাল তারকা বুকায়ো সাকার সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন কার্ভাহাল। সেই অপরাধের কারণেই নিষিদ্ধ হতে পারেন ৩৩ বছর বয়সী স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের মাঠ এমিরেটসে প্রথম লেগে ৩-০ ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল আর্সেনাল। বার্নাব্যুতে দ্বিতীয় লেগে শুরুতেই গানাররা স্কোরলাইন ৪-০ করতে পারতো। ১২ মিনিটে ডি-বক্সের ভেতর আর্সেনালের মিকেল মেরিনোকে ফাউল করেন রিয়ালের রাউল আসেনসিও। এতে পেনাল্টি পায় আর্সেনাল। সাকা পেনাল্টি নিতে এগিয়ে যান এবং একটি চিপ শট নেন। যা রিয়ালের গোলরক্ষক থুবো কর্তোয়া সেভ করেন। আর্সেনালের পেনাল্টি মিসে আক্রমণাত্মক উদযাপন করতে দেখা যায় কার্ভাহালকে। তার প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়, সাকার প্রতি তিনি বিরক্ত। হাফ-টাইমে কার্ভাহালকে সাকার সঙ্গে টানেলের পাশে কথা বলতে দেখা যায়। যেখানে তারা দুজন কথাকাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন এবং কারভাহাল সাকাকে ধরার চেষ্টা করেন বলেও মনে হয়। তবে খুব দ্রুত ম্যাচ কর্মকর্তা ও অন্যান্য খেলোয়াড়রা পরিস্থিতি শান্ত করেন। কার্ভাহাল গত বছরের অক্টোবর থেকে ইনজুরিতে রয়েছেন এবং ম্যাচের স্কোয়াডেও ছিলেন না। তবুও তিনি টেকনিক্যাল এরিয়ার আশপাশে ছিলেন, যা উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এই নিয়ম ভাঙার কারণেও তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। অক্টোবরে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে হাঁটুর লিগামেন্ট ইনজুরিতে পড়েন কার্ভাহাল। বর্তমানে চোট থেকে সেরে উঠছেন এবং জুনে শুরু হওয়া ক্লাব বিশ্বকাপের আগে ফিট হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন।

এমএলএস প্রতিযোগিতার মান ক্রমাগত উন্নতি করছে : মেসি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : লিওনেল মেসি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পরই বেশি আলোচনায় আসে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার (এমএলএস)। মেসির মতো তারকা ফুটবলারের কারণে দর্শকদের আগ্রহ বাড়লেও শুরু থেকেই লিগের মান নিয়ে ছিল প্রশ্ন। এখন পর্যন্তও সে প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত উত্তর মেলেনি। তবে মেসি মনে করছেন, এমএলএস প্রতিযোগিতার মান ক্রমাগত উন্নতি করছে। কারণ ক্লাবগুলো এখন তরুণ বিদেশি খেলোয়াড়দের দলে নিচ্ছে। 'সিমপ্লেমেন্তে ফুটবল'কে এক সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, 'এটি একটি খুবই শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান লিগ। যেখানে অনেক তরুণ খেলোয়াড় আছেন, যারা তাদের দুর্বলতা শারীরিক সামর্থ্যের মাধ্যমে পুষিয়ে নিচ্ছেন। দেখতে মনে নাও হতে পারে, কিন্তু দলগুলো অনেক প্রতিযোগিতা করে। শেষ মুহূর্তে অনেক খোলামেলা লড়াই হয়। যেখানে কাউন্টার অ্যাটাক বেশি হয়। আমি মনে করি, এটি এমন একটি লিগ যেখানে দলগুলো উন্নতি করছে।' মায়ামি ২০২৫ মৌসুম শুরুর আগে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বেশ কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়কে দলে ভেড়ায়। আর আগে থেকেই খেলছেন লুইস সুয়ারেজ, সের্জিও বুসকেটস, জর্দি আলবা ও মেসির মতো তারকা খেলোয়াড়রা। এমএলএসের অন্যান্য দলগুলোও নিজেদের স্কোয়াড শক্তিশালী করেছে। সান দিয়েগো এফসি চুক্তি করেছে হিরভিং লোজানোর সঙ্গে, শার্লট এফসিতে গেছেন উইলফ্রিড জাহা এবং আটলান্টা ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছেন ইমানুয়েল লাট্টে ল্যাথ ও মিগুয়েল আলমিরন। মেসি মনে করছেন, নতুন সংযুক্তির ফলে এমএলএসের লড়াইগুলো আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হচ্ছে। তবে লিগের কিছু রোস্টার নিয়ম টুর্নামেন্টের বিকাশে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। মেসি বলেন, 'এই মৌসুমে অনেক বিদেশি খেলোয়াড় যোগ দেওয়ায় দলগুলো আরও শক্তিশালী হয়েছে। আমি মনে করি, যদি লিগ আরও বেশি খেলোয়াড় আনার সুযোগ দিত; কারণ এখন অনেক সীমাবদ্ধতা আছে – তাহলে আরও ভালোভাবে উন্নতি করতে পারতো।' এমএলএস একটি রোস্টার পদ্ধতি অনুসারে তিনজন 'ডিজাইনেটেড প্লেয়ার' নেওয়ার অনুমতি আছে এবং বেতনসীমার কঠোর বিধি রয়েছে। যা স্পোর্টিং ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজারদের ট্রান্সফার পরিকল্পনাকে একটি গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলেছে। এছাড়া ইউরোপীয় লিগের মতো নিয়ম না থাকায় বেশি পরিমাণে বিদেশি খেলোয়াড় আনা কঠিন হয়ে পড়ে এবং এতে লিগের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। মান নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে দারুণ সময় উপভোগ করছেন বলে জানান মেসি। আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকা বলেন, 'সত্যি বলতে, এখানে থাকতে ভালো লাগছে। অনেক ভ্রমণ করতে হয়, অবশ্য...। কিন্তু এটি উপভোগ করার মতো একটি লিগ।' মায়ামি আজ শনিবার এমএলএসে ওহাইওর হান্টিংটন ব্যাংক ফিল্ডে কলম্বাস ক্রুর মুখোমুখি হবে। এরপর ২৪ এপ্রিল কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে কানাডায় ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসের বিপক্ষে মাঠে নামবে।

আইপিএলের ব্যস্ত মৌসুমে ডাক পেলেন শানাকা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আইপিএলে গ্লেন ফিলিপস চোটের কারণে ছিটকে পড়ায় তাঁর পরিবর্তে শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার দাসুন শানাকাকে দলে নিয়েছে গুজরাট টাইটান্স। ২০২৩ সালে একবার গুজরাটের হয়ে আইপিএল খেলেছিলেন শানাকা। এবার তাঁকে নেওয়া হয়েছে ৭৫ লাখ রূপিতে। গেল সপ্তাহে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে মাঠে ফিল্ডিং করার সময় ইনজুরিতে পড়েন নিউজিল্যান্ডের ফিলিপস। এরপর মেডিকেল পরীক্ষায় তপর পুরো টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায়। তারপর দেশে ফিরে যান গ্লেন ফিলিপস। দাসুন শানাকার আইপিএল ক্যারিয়ার এখনও খুবই ছোট। ২০২৩ সালে তিনি গুজরাটের হয়ে তিনটি ম্যাচ খেললেও রান করেছিলেন মাত্র ২৬ এবং বল হাতে কোনও সুযোগ পাননি। এছাড়াও গুজরাট শিবির আরও একটি ধাক্কা খেয়েছে এর আগেই। ৩ এপ্রিল দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদা ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ কারণে দেশে ফিরে গেছেন। তিনি আবার ফিরবেন কিনা, বা কবে ফিরবেন সে বিষয়ে এখনও কোনও স্পষ্টতা নেই। তাঁর পরিবর্তে এখনো কাউকে ঘোষণা করেনি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এই চোট সমস্যা সত্ত্বেও গুজরাটের পারফরম্যান্স ভালোই চলছে। এখন পর্যন্ত তারা ছয় ম্যাচে চারটি জিতে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আজ শনিবার ঘরের মাঠে টেবিলের শীর্ষে থাকা দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে তাদের পরবর্তী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে।

জরিমানা গুনলেন মুনাফ প্যাটেল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আইপিএলে গত বুধবারের ম্যাচে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে সুপার ওভারে জয় পেয়েছে দিল্লী ক্যাপিটালস। ম্যাচ জিতলেও নিয়ম ভেঙে শাস্তি পেয়েছেন দিল্লীর বোলিং কোচ মুনাফ প্যাটেল। তাকে জরিমানা করা হয়েছে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ। ঘটনার সূত্রপাত হয়, যখন দলের দ্বাদশ ব্যক্তিকে পানি দিয়ে মাঠে পাঠাতে চেয়েছিলেন মুনাফ। অবশ্য আসল উদ্দেশ্য ছিল উইকেটে থাকা ব্যাটারদের উদ্দেশে বার্তা পাঠানো। তবে চতুর্থ আম্পায়ার অনুমতি দেননি। তখনই তার সঙ্গে তর্কে জড়ান মুনাফ। তাকে হাত দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলতে দেখা গেছে। ম্যাচের মধ্যেই চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করার জন্যই তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

লাইফস্টাইল

প্রতিদিন একটি কলা খাওয়া কাদের জন্য জরুরি?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রকৃতি আমাদের কিছু সহজ সমাধান দিয়েছে। সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছে কলা নামক ফলের নাম। উচ্চ রক্তচাপ হলো সেসব গোপন স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে একটি যা উপেক্ষা করলে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিনে কমপক্ষে একটি কলা খাওয়া উচিত। আমেরিকান জার্নাল অফ ফিজিওলজি-রেনাল ফিজিওলজিতে প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, যে উচ্চ ক+ গ্রহণের সিমুলেশন ক্যালিউরেসিস, ন্যাট্রিউরেসিস এবং রক্তচাপে অনেকটাই কমেছে, এমনকী উচ্চ ঘধ+ গ্রহণের সঙ্গে মিলিত হলেও। এটি আমাদের মনোযোগ কলার দিকে এনে দেয়, যা পটাশিয়ামের একটি সমৃদ্ধ উৎস। পটাশিয়াম সমৃদ্ধ কলা পটাশিয়াম সমৃদ্ধ। একটি গড় কলায় প্রায় ৪০০-৪৫০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে, যা আপনার দৈনিক চাহিদার প্রায় ১০%। রক্তচাপের জন্য এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? পটাশিয়াম শরীরে সোডিয়ামের (লবণ) নেতিবাচক প্রভাব ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রক্রিয়াজাত খাবার, স্ন্যাকস এবং রেস্তোরাঁর খাবারের জন্য আমাদের বেশিরভাগই প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি লবণ গ্রহণ করে। সোডিয়াম শরীরে পানি ধরে রাখে, রক্তের পরিমাণ বাড়ায়, এবং এটিই রক্তচাপকে বাড়িয়ে তোলে। প্রতিদিন একটি কলা খাওয়া কি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে? না, এতে খুব বেশি পার্থক্য হবে না। তবে হ্যাঁ, এটি একটি প্রাকৃতিক এবং স্বাস্থ্যকর বিকল্প। অন্যদিকে, পটাশিয়াম আপনার কিডনিকে প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত সোডিয়াম বের করে দিতে সাহায্য করে। তাই, বেশি পটাশিয়াম = কম সোডিয়াম = রক্তচাপ কমায়। ফাইবার সমৃদ্ধ কলায় প্রচুর দ্রবণীয় ফাইবার থাকে যা হৃদপিণ্ডের জন্য ভালো। কলা কেবল পটাসিয়ামই নয়। এটি দ্রবণীয় ফাইবারেরও একটি দুর্দান্ত উৎস, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্রবণীয় ফাইবার এলডিএল কোলেস্টেরল (খারাপ কোলেস্টেরল) কমাতে সাহায্য করে। কোলেস্টেরল কমানোর অর্থ হলো ধমনীতে প্লাক জমা কম। কলায় থাকা ফাইবারের ধরন হজমকেও কিছুটা ধীর করে দেয়, যা রক্তে শর্করা এবং ইনসুলিনের মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ একসঙ্গেই চলে।

এতে আপনার সকালের ওটসের সঙ্গে একটি কলা কেটে নিন। দ্বিগুণ ফাইবার পাবেন এবং আপনার দিনের শুরুটাও দুর্দান্ত হবে। ম্যাগনেসিয়ামের প্রাকৃতিক উৎস কলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম থাকে, যা রক্তনালী শিথিল করতে এবং রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করার জন্য পরিচিত আরেকটি খনিজ। ম্যাগনেসিয়াম ভাস্কুলার টোনে ভারসাম্য রাখে, রক্তনালীর দেয়ালে প্রদাহ কমায় এবং হৃদস্পন্দন এবং স্নায়ুর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত অনকের অজান্তেই ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি থাকে, বিশেষ করে যদি তারা চাপের মধ্যে থাকে বা হোল গ্রেইন ফুড না খায়। প্রতিদিন একটি কলা আপনাকে সম্পূর্ণ ম্যাগনেসিয়াম ডোজ দেবে না, তবে এটি একটি দুর্দান্ত শুরু- বিশেষ করে যখন পাতাযুক্ত সবুজ শাক, বীজ এবং আস্ত শস্যের সাথে মিশিয়ে খাবেন। ম্যাগনেসিয়াম আপনাকে ভালো ঘুমাতে এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করবে। এই দুটির অভাব হলে তা সরাসরি রক্তচাপকে প্রভাবিত করে।

সকালে ডাবের পানি খেলে কী হয়?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গ্রীষ্মকাল হলো উজ্জ্বল রোদ, উচ্চ তাপমাত্রা এবং সতেজ পানীয়ের ঋতু। এই সময়ে পানিশূন্যতা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা এড়াতে হাইড্রেটেড থাকা অপরিহার্য। গ্রীষ্মে হাইড্রেটেড থাকার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সতেজ পানীয়ের মধ্যে একটি হলো ডাবের পানি। এটি হলো স্বচ্ছ তরল যা কচি, সবুজ নারিকেলের ভেতরে পাওয়া যায়। ডাবের পানি পুষ্টি এবং ইলেক্ট্রোলাইটে পরিপূর্ণ যা বেশ কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে। আপনার সকালের নাস্তায় ডাবের পানি যোগ করলে তা নানাভাবে উপকারিতা দেবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক- ১. হাইড্রেট করে, ডাবের পানির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধার মধ্যে একটি হলো এটি অবিশ্বাস্যভাবে হাইড্রেট করে। এতে পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোলাইট রয়েছে, যা ঘামের কারণে হারিয়ে যাওয়া তরল এবং ইলেক্ট্রোলাইট পূরণ করতে সহায়তা করে। সকালে ডাবের পানি পান করলে সারাদিন হাইড্রেটেড থাকতে পারবেন, যা গরমের সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২. ক্যালোরি কম থাকে,যদি ওজন কমাতে বা স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে চান, তাহলে ডাবের পানি আপনার সকালের নাস্তার জন্য একটি চমৎকার সংযোজন হতে পারে।

প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটলে কী হয়?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : হাঁটা নিজেই থেরাপিউটিক। যখন অন্য সবাই ফিট থাকার জন্য জটিল ওয়ার্কআউটের কথা বলে, তখন ৩০ মিনিটের দ্রুত হাঁটা খুব একটা কার্যকরী মনে নাও হতে পারে। তবে এটি আপনার শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার জন্য বিস্ময়করভাবে কাজ করতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটার ৭টি উপকারিতা সম্পর্কে- ১. হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় যদি আপনি নিয়মিত হাঁটেন, তাহলে এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করবে। যা হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। হাঁটার অভ্যাস আপনার হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে পারে। ২. স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে সাহায্য করে, আজকাল মানুষের জন্য ওজন বৃদ্ধি এবং স্থূলতা একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাঁটা ক্যালোরি পোড়ায় এবং বিপাক বৃদ্ধি করে, যা আপনাকে দ্রুত ওজন কমাতে সহায়তা করতে পারে। এটি হজমেও সহায়তা করে, যা ওজন বজায় রাখার একটি সহজ এবং টেকসই উপায়। ৩. স্ট্রেস লেভেল কমায়, স্ট্রেস বাস্টার? হাঁটতে যান! প্রতিদিন হাঁটার অভ্যাস আপনার মনকে বিশ্রাম দেবে। এটি কর্টিসল (স্ট্রেস হরমোন) নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং এন্ডোরফিনের নিঃসরণকে ট্রিগার করতে পারে, যা মন ফুরফুরে রাখতে সাহায্য করে। ৪. শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে, আপনি কি প্রায়ই ক্লান্ত বোধ করেন? প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটার চেষ্টা করুন। এমনকি যখন ক্লান্ত থাকেন, তখনও হাঁটা আপনার রক্ত ??সঞ্চালন এবং পেশীগুলোকে সচল রাখে।

যা আপনাকে আরও উজ্জীবিত এবং সজাগ বোধ করাবে। ৫. মনকে চাঙা করে, হাঁটা মস্তিষ্কে অক্সিজেন প্রবাহ বৃদ্ধি করে, স্মৃতিশক্তির কার্যকারিতা তীক্ষ্ণ করে এবং মনোযোগ বৃদ্ধি করে। এটি মানসিক স্বচ্ছতা এবং এমনকি স্মৃতিশক্তি ধরে রাখার ব্যবস্থাও করে। এটি একটি প্রাকৃতিক মস্তিষ্কের বুস্টার! ৬. রক্ত পাম্পিং বৃদ্ধি করে, শরীরের স্নায়ু এবং কোষগুলোতে নিয়মিত রক্ত ??প্রবাহের প্রয়োজন। হাঁটা রক্ত ??সঞ্চালনকে উদ্দীপিত করে, যা আপনার অঙ্গ এবং পেশীগুলোকে তাজা অক্সিজেন এবং পুষ্টি দিয়ে পুষ্ট করে, এর ফলে সমগ্র সিস্টেম সুস্থ থাকে। ৭. স্থূলতা প্রতিরোধ করে অতিরিক্ত চর্বি মানে বিভিন্ন রোগের আমন্ত্রণ। হাঁটার অভ্যাস বসে থাকা জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে লড়াই করে, ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং চর্বি বিপাক উন্নত করে, যা সবই স্থূলতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ।

কিডনির ক্ষতি করে যে ৪ পানীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : কিডনি শরীরের নীরব কর্মী। এই অঙ্গ বর্জ্য পদার্থ ফিল্টার করে, তরলের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু অনেক সময় অজান্তেই আমরা কিডনির ক্ষতি করে ফেলি। কেবল জাঙ্ক ফুডের কারণে নয়, বরং প্রতিদিন পান করা বিভিন্ন পানীয়ও এক্ষেত্রে দায়ী হতে পারে। কিছু পানীয় ক্ষতিকারক, যা সতেজ মনে হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক- গাঢ? রঙের কোল্ড ড্রিংকস গাঢ? রঙের কোল্ড ড্রিংকস ফিজি এবং মজাদার হতে পারে, তবে এ ধরনের পানীয় কিডনির জন্য একটি বিপজ্জনক মিশ্রণ। এই পানীয়গুলোতে ফসফরিক অ্যাসিড থাকে, যা এতে তীব্র ঝাঁঝ তৈরি করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, উচ্চ ফসফরিক অ্যাসিড গ্রহণ কিডনির ক্ষতি এবং কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। এর পাশাপাশি, এতে প্রচুর চিনি এবং কৃত্রিম মিষ্টি থাকে, যা ধীরে ধীরে কিডনির কার্যকারিতা খারাপ করে। দোকান থেকে কেনা ফলের রস, সব ফলের রস ভালোভাবে তৈরি করা হয় না। দোকান থেকে কেনা অনেক জাতের ফলের মধ্যে খুব কম পরিমাণে আসল ফল থাকে এবং পরিবর্তে অতিরিক্ত চিনি, প্রিজারভেটিভ এবং কৃত্রিম স্বাদ থাকে। এই অতিরিক্ত চিনি ইনসুলিনের বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ এবং দীর্ঘস্থায়ী কিডনি সমস্যার কারণ হতে পারে। অ্যালকোহল নিয়মিত অ্যালকোহল গ্রহণ কিডনিকে আরও বেশি কাজ করতে বাধ্য করে। অ্যালকোহল শরীরকে ডিহাইড্রেট করে এবং কিডনির কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে এমন হরমোনে হস্তক্ষেপ করে। দীর্ঘস্থায়ী মদ্যপান উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। যা কিডনি ফেইলিওরের একটি প্রধান কারণ। সেইসঙ্গে এই অভ্যাস লিভারের রোগের ঝুঁকি বাড়ায়, যা কিডনির কার্যকারিতার ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করে। এনার্জি ড্রিংকস এনার্জি ড্রিংকস স্ট্যামিনার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু এই ক্যানের ভেতরে যা আছে তা ভিন্ন গল্প বলে। উচ্চ পরিমাণে ক্যাফেইন, অতিরিক্ত চিনি এবং সিন্থেটিক ভিটামিন কিডনিকে অতিরিক্ত উদ্দীপিত করে। শুধুমাত্র ক্যাফেইনের পরিমাণই পানিশূন্যতা সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে কিডনিতে রক্ত ??প্রবাহ কমে যায়, বিশেষ করে যদি পানীয়টি ঘন ঘন পান করা হয়।

মনোযোগ দিতে পারছেন না? প্রতিদিন সকালে খান এই বাদাম

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আখরোটকে দীর্ঘদিন ধরে মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধিকারী সুপারফুড হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, এর আকৃতিও মস্তিষ্কের মতো। এই সুস্বাদ বাদাম ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইবার এবং উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিনে ভরপুর পুষ্টির পাওয়ার হাউস। আপনি যদি নিয়মিত আখরোট না খেয়ে থাকেন তাহলে খাদ্যতালিকায় এটি ফিরিয়ে আনার একটি কারণ রয়েছে, বিশেষ করে সকালের নাস্তায়। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, আখরোট দিয়ে দিন শুরু করলে তা স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ এবং মস্তিষ্কের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে তরুণদের ক্ষেত্রে। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেছেন যে, সকালের নাস্তায় আখরোট খেলে তা সারাদিন মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে। এই গবেষণায় ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী ৩২ জন সুস্থ অংশগ্রহণকারী জড়িত ছিলেন। যখন এই অংশগ্রহণকারীরা আখরোট সমৃদ্ধ নাস্তা - ৫০ গ্রাম মুয়েসলি এবং দইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত আখরোট খেয়েছিলেন, তখন তারা দিনের শেষের দিকে বাদাম-মুক্ত কিন্তু ক্যালোরিমিশ্রিত নাস্তা খাওয়া ব্যক্তিদের তুলনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং ভালো স্মৃতিশক্তি দেখিয়েছিলেন। একদিনের ব্যবধানে তরুণদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতার ওপর আখরোটের তাৎক্ষণিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য এটিই প্রথম গবেষণা। আখরোট খাওয়ার পর কী ঘটেছিল? অংশগ্রহণকারীরা সকালের নাস্তার পর ছয় ঘণ্টা ধরে ব্রেইন খাটাতে হয় এমন একাধিক কাজ করেছেন, অন্যদিকে গবেষকরা তাদের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছেন। ফলাফলে দেখা গেছে যে, যারা আখরোট খেয়েছেন তারা মানসিকভাবে কঠিন কাজ করার সময় স্নায়বিক দক্ষতা বৃদ্ধি করেছেন। রক্ত ??পরীক্ষায় গ্লুকোজ এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের মাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা গেছে, যা উভয়ই মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।